বিবেক রত্নাবলি।

শিবপুর নিবাসী

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়।

প্রণীত।

কলিকাতা।

হিন্দুপ্রেসে মুদ্রিত।

আহীরীটোলা নং ৯২।

শকাব্দাঃ ১৭৮৬। ১৬ আশ্বিন।

মূল্য ৸৴০ টাকা মাত্র।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

অনুষ্ঠান পত্র।

অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা বেদান্ত দর্শন তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী এ নিমিত্ত অপর দর্শন অপেক্ষা ইহা বহুল প্রচার হইয়াছে, এক্ষণে অধিক লোক বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন তজ্জন্য প্রথমত জ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারেন না, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে বিষয়ে বীতরাগ হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন, সকলের সংস্কৃত জ্ঞান থাকে না তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও কৃত কার্য্য হইবার সম্ভাবনা হয়না।

আমি প্রথমতঃ বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় পুর্ব্বোক্ত অসুবিধা ঘটিয়াছিল. পরিশেষে বহু পরিশ্রমে সাধু সঙ্গে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থখানি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। এই গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের সমুদায় মত লিখিত আছে, বেদান্ত দর্শন অতি কঠিন; মধ্যে মধ্যে এরূপ এরূপ দুরূহ শব্দ আছে যে তাহা সহজে বোধ গম্য হয়না, এনিমিত্ত তাহা সাধারণের বোধ গম্য করিবার বাসনায় অনেক পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু তদ্বিষয়ে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা, এক্ষণে সাধারণে এই গ্রন্থখানি আদর পুর্ব্বক পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব, ইতি।

শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ।

সাং শিবপুর।

ওঁ তৎসৎ ।

মঙ্গলাচরণ ।

যে আত্মা অজ্ঞানে ভাসে প্রপঞ্চ প্রকার ।
জ্ঞানেতে বিলয় সব তাঁরে নমস্কার ॥
স্বপ্রকাশ স্বভাবতঃ স্বয়ং গুরু রূপ ।
কল্পিত মানব দেহ প্রকাশ স্বরূপ ॥
আপনি আপন তত্ত্ব করিয়ে প্রকাশ ।
আত্মাতে জীবত্ব ভ্রম করেন বিনাশ ॥
নমামি সচ্চিদানন্দ গুরু দয়াময় ।
যাঁর কৃপাবলে নাশ সংসার আময় ॥
দেহ আত্ম বুদ্ধি যোগে জন্ম মৃত্যু দুঃখ ।
নাশিলে প্রদান করি আত্মানন্দ সুখ ॥
শ্রীগুরু সচ্চিদানন্দ শরীর চিন্ময় ।
ক্ষীরের পুত্তলি যেন ক্ষীর ভিন্ন নয় ॥
স্থূল বুদ্ধি মূঢ় পঞ্চ ভূতময় জানে ।
মণি না অনল হয় অবোধের জ্ঞানে ॥
মৃত্তিকা সম্বন্ধ কোথা সুবর্ণের ঘটে ।
বাতুল অজ্ঞান সেই যেবা বলে ঘটে ॥
শ্রীগুরু চরণে নমো নম বার বার ।
আশ্রয় তরিতে সেই ভব পারাবার ॥
মনোবুদ্ধি বাক্যাতীত স্বরূপবিমল ।
সাধুজন হৃদিপদ্ম প্রকাশে নির্ম্মল ॥
মহামায়া স্বপ্নে জরা জন্মমৃত্যু বনে ।
তাপিত দুঃখিত অতি বিপথ ভ্রমণে ॥

অহঙ্কার ব্যাঘ্র করে ব্যথিত হৃদয়।
উপায় বিহীন বল জীবন সংশয়॥
উদ্ধারিলে এসঙ্কটে প্রবোধি কৃপায়।
হেন হিতবান্ গুরু প্রণাম তাঁহায়॥ ১॥
মহামায়া স্বপ্নকৃত ভব পারাবার।
পতিত হইয়ে তাহে না দেখি নিস্তার॥
তরঙ্গ আবর্ত্ত দ্বন্দ্বে ব্যাকুল হৃদয়।
অহঙ্কার ভয়ঙ্কর গ্রাহ অতিশয়॥
উদ্ধারিলে এসঙ্কটে প্রবোধি কৃপায়।
হেন হিতবান্ গুরু প্রণাম তাঁহায়॥ ২॥
মহামায়া স্বপ্নোদিত ভব কারাবাস।
মমতা পাশেতে বদ্ধ না সরে নিশ্বাস॥
শৃঙ্খল বাসনা তিন পদে অয়োময়।
পাষাণ শঙ্কর শোকে ব্যথিত হৃদয়॥
উদ্ধারিলে এসঙ্কটে প্রবোধি কৃপায়।
হেন হিতবান্ গুরু প্রণাম তাঁহায়॥ ৩॥
বিষয় গহনে মায়া স্বপ্নেতে ভ্রমণ।
চারিদিগে প্রবল সন্তাপ হুতাশন॥
না দেখি নিস্তার পথ তাপে প্রাণ যায়।
বর্দ্ধিত অনল শিখা বায়ু মমতায়॥
উদ্ধারিলা এসঙ্কটে প্রবোধি কৃপায়।
হেন হিতবান্ গুরু প্রণাম তাঁহায়॥ ৪॥

বিবেক রত্নাবলি ।

অথ চেতন ।

পয়ার ।

চেতনা করের জীব কররে চেতন ।
বিফলে যেতেছে আয়ু অমূল্য রতন ॥
নাহি ফিরে গত আয়ু শরীর সময় ।
অহেখেদ প্রাপ্ত নিধি হয় অপচয় ॥
যত্ন বশে মৃত্তিকায় লাভ হয় রত্ন ।
লব্ধ রত্ন মাটি হয় হইলে অযত্ন ॥
দুর্লভ শরীর আয়ু আছে যতক্ষণ ।
না যায় অনর্থে যত্ন কর বিচক্ষণ ॥
যাবৎ স্ববশ দেহ ইন্দ্রিয় সকল ।
তাবৎ সুযত্নে জন্ম কররে সফল ॥
ভ্রমণ অনাদি কাল হৈতে অনিবার ।
পাইলে যাতনা জন্ম মৃত্যু বার বার ॥
চৌরাশি লক্ষক যোনি চারি ভূত গ্রাম ।
ভ্রমিত্ তাহাতে জীব না পায় বিশ্রাম ॥
ত্রিংশ লক্ষ স্থাবর কীটজ নব লক্ষ ।
একাদশ জল জন্তু দশ লক্ষ পক্ষ ॥
বিংশলক্ষ যোনি নানা শরীর পাশব ।
অবশেষে চারিলক্ষ দুর্লভ মানব ॥
অনুপম মুক্তি দ্বার মনুজ শরীর ।
পাইয়ে হারিলো মূঢ় জিনে সেই ধীর ॥

মানব শরীর পাপ পুণ্য সমতায়।
একারণে দুর্ল্লভ বলেন সাধু তায়॥
ধন্য জন্ম ধন্য পুণ্য ধন্য ভাগ্যোদয়।
দুর্ল্লভ শরীর প্রাপ্তে মুক্তি যে লভয়॥
নতুবা কর্ম্মের বশে পুনঃ ফের ফার।
নিষ্কৃতি নাহিক জন্ম মৃত্যু বার বার॥
জয় লাভ জন্য জন খেলে দেখ পাশা।
প্রতিবার পাকা ঘুঁটি কাঁচিলে দুর্দ্দশা॥
সকল প্রাণির দেখ সম ব্যবহার।
দেহবশে নিদ্রাভয় মৈথুন আহার॥
মনুষ্যে বিশেষ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তাহে হয়।
জ্ঞানহীন নর পশু নাহিক সংশয়॥
ভ্রমিয়ে সকল যোনি লাভ বার বার।
বিষয় সম্ভোগ দারা পুত্র পরিবার॥
স্বর্গ বা নরক কিবা ঐহিক বিষয়।
কর্ম্মভোগ জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তি না হয়॥
কর্ম্ম জন্য ভোগ স্বর্গ ঐহিক প্রমাণ।
লোহ কি সুবর্ণ বেড়ি বন্ধন সমান॥
ঐহিক সংসারে যথা দুঃখ মনস্তাপ।
সেই মত স্বর্গলোকে বিদিত ত্রিতাপ॥
নিজ হতে অন্যে সুখী দেখি অতিশয়।
দুঃখিত তাহারে কহে তাপ অতিশয়॥
পুণ্যক্ষয়ে পতন চিন্তন নিরন্তর।
এই ক্ষয় তাহে সদা ব্যাকুল অন্তর॥
পুণ্য নাশে স্বর্গ সুখ ত্যজিতে না চায়।
সুরগণ প্রহারে বাহির করি তায়॥
বর্ষার কুক্কুর সম দুর্গতি তাহার।
পাইয়ে পতন তাপ ভ্রময়ে সংসার॥

এই রূপ যাতায়াত বিষয় সেবায়।
না সাধিলে জ্ঞান ভব বন্ধন না যায়॥
মুক্তির কারণ জ্ঞান জানিবে নিশ্চয়।
বিনা জ্ঞানে কোন রূপে মোক্ষ নাহি হয়॥
নানা জন্মে নানা দেহ জ্ঞানেতে বঞ্চিত।
অজ্ঞানে সংসার দুঃখ সন্তাপ সঞ্চিত॥
যে দেহে উৎপন্ন জ্ঞান নিবর্ত্ত সংসার।
জনক জননী ধন্য উৎপাদিত যার॥
পবিত্র করয়ে কুল ধন্য জ্ঞানী বর।
বংশ ধন্য সেই যাহে জ্ঞানী বংশধর॥
জন্মে জন্মে পিতা মাতা হয়েছেন কত।
দারা পুত্র কুটুম্ব স্বজন মনোমত॥
কভু না হইল জ্ঞান যত্ন নাহি তায়।
জন্ম মৃত্যু যাতনা বলনা কিসে যায়॥
অসত্য সংসার সত্য জ্ঞান এ বন্ধন।
লেগেছে বিষমগলে কাটে সাধুজন॥ ১॥

অথ সংসার বিরাগ।

পয়ার।

মোহবশে সত্য মানি অসত্য সংসার
সদামত্ত সুখ ভোগে লয়ে পরিবার॥
নিত্য নিত্য দেখ সব প্রাণির মরণ।
তথাপি না হয় নিজ মরণ স্মরণ॥
সময় পাইয়ে মৃত্যু করিবে সংহার।
কোথা যাবে কোথা রবে কোথা পরিবার॥
জন্মিয়ে তোমার সঙ্গে ধরে আছে কেশ।
কভু না ছাড়িবে যত্ন করিলে অশেষ॥

যদি হয় পরমায়ু মার্কণ্ড সমান।
তথাপি নিশ্চয় জান মরণ নিদান॥
কুবের সমান ধন ভীমসম বল।
সুশাসিত রাজ্য যদি পৃথিবী সকল॥
আজ্ঞাকারী হয় যদি সুরাসুর চয়।
তথাপি অবশ্য হবে মরণ নিশ্চয়॥
বিধি হরি হর আদি দেব ভূতগণ।
সকলে বিনাশ পথে করিছে গমন॥
বলিহেতু পশু যায় ক্রীড়ায় মগন।
নাহি জানে পদে পদে নিকট মরণ।
সেই মত গত দিন হয় ভোগ সুখে।
নিকট হতেছে মৃত্যু না দেখ সম্মুখে॥
পুঁজিভেঙ্গে ব্যয়ে সুখ নাহি লেখা আয়।
ফুরাইলে কি লইবে নাহি ভাব তায়॥
স্মরণ কররে মৃত্যু সময় কঠিন।
অদ্য কিবা শতান্তে বা হবে এক দিন॥
মৃত্যু ভুজঙ্গিনী মুখ করিয়ে বিস্তার।
ধাবিত মণ্ডুক প্রাণি নিকটে তাহার॥
কণ্ঠরোধ ঊর্দ্ধশ্বাস হইবে যখন।
বিষয় সম্ভোগ সুখ কোথায় তখন॥
অমাত্য [illegible]তি [illegible]ব সৈন্য বহু পরিবার।
রাখিতে নারিবে মৃত্যু করিবে সংহার॥
বহু কষ্টে প্রাণ বায়ু হইবে বাহির।
মৃত্তিকা সমান পড়ে রহিবে শরীর॥
যেই পরিবার তব প্রিয় অতিশয়।
নিকটে না যাবে মনে মানি প্রেত ভয়॥
যেই নারী গলাধরি মুখে দেয় পান।
বাহির করিয়ে চাহে গৃহের কল্যাণ॥

যেই সুত আত্মা সম দেখে হয় সুখ।
মুখেতে আগুন দিবে হইয়ে বিমুখ॥
ভেবে দেখ মনে তবে কেহ কার নয়।
যাতায়াত একাকী দোসর কেবা হয়॥
ভাই বন্ধু সুত দারা কুটুম্ব স্বজন।
স্বার্থ হেতু করে সবে সযত্নে পূজন॥
ভুঞ্জিতে সুখের ভাগ ভাগী দেখ সবে।
দুঃখভোগে তুমি একা কেহ নাহি রবে॥
করে ধরি রজ্জু বদ্ধ বানর যেমন।
মমতা পাশেতে দশা তোমার তেমন॥
কত জন্মে কত শত হয় পরিবার।
সে সব কোথায় দেখ করিয়ে বিচার॥
স্বপ্নসম মিথ্যা সব মায়াগুণ বাঁধা।
মায়াবশে তুমি মাত্র ভবপাশে বাঁধা॥
অনিত্য বিষয় ভ্রম ত্যজিয়ে সকল।
তত্ত্ব কর তত্ত্বামৃত নাশিতে গরল॥
মুক্তি হেতু সার যুক্তি কহে সাধুজন।
ভব ভয় নাশ হয় শ্রীগুরু স্মরণ॥ ২॥

অথ বিষয়ে দোষ দৃষ্টি ও বিরাগ।

ত্রিপদী।

দেখিয়ে সংসার রীতি, সতত অন্তরে ভীতি,
বিষয় বিষয় সদাবাণী।
বিষয় বিষম শূল, কেবল অনর্থ মূল,
বিনাশ কারণ বিষ জানি॥
শব্দস্পর্শ রূপ গন্ধ, রস পঞ্চ মহাধন্ধ,
ভূতগণ বিষয় সঙ্গীত।

দেখ অতি মনোরম, কৃষ্ণ ভুজঙ্গিনী সম,
সঙ্গে জন জীবনে বঞ্চিত ॥
ইহাতে আসক্তি যার, মরণ বিপদ তার,
সাক্ষী দেখ ভ্রমর পতঙ্গ।
বিষয়ে করিয়ে আশ, মীনের জীবন নাশ
হতহয় মাতঙ্গ কুরঙ্গ ॥
বিষয়ে কেবল দোষ, নাহি কভু পরিতোষ,
শোকময় দুঃখের কারণ।
বিরহে বিষম কষ্ট, প্রীতি করি হয় নষ্ট,
প্রিয় মনে না করে ধারণ ॥
সুধাভানে বিষপান, তাহে নাহি থাকে প্রাণ,
বিনাশের হেতু আয়োজন।
যেমন কুলটাগণ, হরয়ে জীবন ধন,
জেনে ফাঁদে না পড়ে সুজন ॥
বিষম বিষয়জাল, পেতে আছে ব্যাধ কাল,
অবিবেকী জন পড়ে তায়।
নয়ন থাকিতে অন্ধ, নাহি জানে ভালমন্দ,
দ্বন্দ্ব তাপে শেষে প্রাণ যায় ॥
রাগদ্বেষ ক্রোধ ভয়, বিষয় লাগিয়ে হয়,
হিংসা ঈর্ষা কামাদি সকল।
যাহাতে অনর্থ হয়, যত্নে তাহা কেবা লয়,
ত্যজ সব যেমত গরল ॥
বিষয় আসক্ত মন, সুখী নহে কদাচন,
বৃথাজন্ম সদাদুঃখে যায়।
জন্মে জন্মে এই ভাব, সতত যাতনা লাভ,
না ত্যজিলে সুখ নাহি পায়।
আসক্তি রহিত ভোগ, নহে সেই ভবরোগ,
চরে সাধু পবন সমান।

বিষয় বিষম ভ্রম, তাহে সাধু ত্যজ প্রেম,
দূর কর ভোগ অভিমান ॥ ৩ ॥

পয়ার।

বিষয়ানুরাগী দেখ কেহ সুখী নয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সতত সঞ্চয় ॥
ভবরোগ মদব্যাধি বৃদ্ধি হয় যায়।
না জানি কুপথ্য হেন কেন লোক চায় ॥
সকল বিপদ মূল আপদ আলয়।
ধর্ম্ম নাশ ধর্ম্ম পাশ কলুষ নিলয় ॥
দুঃখের কারণ বস্তু প্রীতি করে তায়।
কুপথ্য ভোজনে রোগী বহু দুঃখ পায় ॥
বিষয় বাসনা হেতু সঙ্কল্প উদয়।
কামনা সঙ্কল্প বশে জানিবে নিশ্চয় ॥
কামেতে প্রবর্ত্ত জীব তাহে কর্ম্ম ভোগ।
ভেবে দেখ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ভবরোগ ॥
কামনা ভঙ্গেতে ক্রোধ ক্রোধে হিংসা পাপ।
বিষয় আসক্তি হেতু কেবল সন্তাপ ॥
এমন কুৎসিত বস্তু প্রিয় ভাবে যেই।
ভবরোগ যাতনা যতনে চাহে সেই ॥
লম্পট গণিকা দস্যু কপটী বঞ্চক।
হরিতে জীবন ধন প্রীতি সে তঞ্চক ॥
রূপাসক্ত পতঙ্গ অনলে দগ্ধ হয়।
রসে প্রীতি হেতু মীন জীবনে মরয় ॥
স্পর্শ অনুরাগে বদ্ধ হয় করিবর।
গন্ধবশে ছিন্ন অঙ্গ কণ্টকে ভ্রমর ॥
শব্দে প্রীতি জন্য হয় কুরঙ্গ নিধন।
বংশী রবে মত্ত ব্যাধ করয়ে বধন ॥

বিষয় আসক্তি ফল প্রত্যক্ষ প্রকাশ।
অনুরাগে পঞ্চ পঞ্চ বিষয়ে বিনাশ॥
হেন বস্তু প্রিয় ভাবে দুঃখের ভাজন।
সুখ লোভে দুঃখ লাভ জানিবে সুজন॥
বিষয়ে কখন নয় সুখের সঞ্চয়।
মরীচি সলিলে কিবা তৃষা শান্তি হয়॥
বিষয় শরীর সত্বে নাহি হয় ত্যাগ।
ত্যাগ কর বিষয়ে আসক্তি অনুরাগ॥
ফিরয়ে পবন সর্ব্ব বস্তুতে যেমন।
বিষয় নির্লেপ ভোগ করিবে তেমন॥
রাগ ত্যাগ ভোগ যেই কামনা রহিত।
তাহারে বৈরাগ্য বলি বিবেক সহিত॥
থাকিতে না মোহ হর্ষ নাহি দুঃখ নাশে।
না থাকিলে চিন্তা নাই নাহি ধায় আশে॥
সাধুজন কহে এই বিষয় বিরাগ।
ভবগদ নাশ গুরুপদ অনুরাগ॥ ৪॥

অথ দেহাভিমান দোষ ও বিরাগ।

পয়ার

দেহ আত্ম বুদ্ধি সর্ব্ব বিপত্তির মূল।
জন্ম মৃত্যু জরা ভোগ রোগ শোক শূল॥
সংসৃতির বীজ সেই জানিবে নিশ্চয়।
বারবার জন্ম মৃত্যু নানা দুঃখ হয়॥
দেহ অভিমানে কভু নাহিক নিস্তার।
কাষ্ঠভাবে গ্রাহ ধরি যেন নদীপার॥
না হয় আনন্দ মুক্তি নহে সুখলেশ।
দেহ অভিমানে দুঃখ সন্তাপ অশেষ॥

মলভাণ্ড তনুমানি তাহে অভিমান।
ঘৃণা লজ্জা নাহি হয় বিষম অজ্ঞান॥
মলেতে উদ্ভব দেহ সদা মলময়।
অস্থিচর্ম্ম রক্ত মাংস সুচী নাহি হয়॥
জন্ম মৃত্যু জরাশালী অশুচি কেবল।
তাহে করি আত্ম বুদ্ধি পায় দুঃখ ফল॥
শৈশবাদি বার্দ্ধক্য করহ নিরীক্ষণ।
অবস্থা ভেদেতে কত বিভিন্ন লক্ষণ॥
যে ভাব লক্ষণ বাল্য অবস্থা সময়।
যৌবন উদয়ে তার কিছু নাহি রয়॥
যৌবন লক্ষণ ভাব জরা করে নাশ।
অবশেষ ভস্ম মাটি হইবে বিনাশ॥
রোগের আলয় দেহ দুঃখের ভবন।
শোকের নিলয় তনু কালের হরণ॥
হেন দেহ অভিমানে কিবে হবে সুখ।
সংসার যাতনা লাভ নানা তাপ দুখ॥
পঞ্চীকৃত ভূতোদ্ভব প্রারব্ধ সম্ভব।
জনন মরণ জরা ব্যাধি অসম্ভব॥
বিকারী তামস জড় ঘট মলময়।
পরিণামী কীট বিট ভস্ম মাটি হয়॥
কর্ম্ম অনুসারে হয় গঠন তাহার।
কর্ম্মভোগ মহারোগ স্বভাব যাহার॥
দেহ অভিমানে লয়ে দম্ভরাগ দ্বেষ।
ধর্ম্ম নষ্ট কষ্ট দুঃখ ভুঞ্জয়ে অশেষ॥
দেহ অভিমান ত্যজি সুখী সাধুজন।
রোগ শোক দুঃখাতীত আনন্দ ভাজন॥
ছায়াদেহ স্বপ্ন অঙ্গ প্রতিবিম্বকায়।
হৃদয় কল্পিত তনু যেবা দেখা যায়॥

এ সকলে আত্মভাব না হয় যেমন।
শব সম এই দেহে কররে তেমন॥
দেহ তুমি নহ সাধু কি কর বিচার।
তুমি অবিনাশী দেহ নাশ বারবার॥৫॥

অথ স্ত্রী বিষয়ে দোষদৃষ্টি ও বিরাগ।

ত্রিপদী।

দেহ অভিমান বশে, মজিয়ে মদন রসে,
নারী দেহে হতেছ মোহিত।
দেখিয়ে কামিনী রূপ, ভাব কিবা অপরূপ,
ভালবাস প্রাণের সহিত॥
অস্থিচর্ম্ম মাংস ভিন্ন, তাহে কিবা আছে অন্য,
ক্লেদ রক্ত সদা মলময়।
কিঞ্চিৎ হইলে ঘর্ম্ম, আপনি প্রকাশ মর্ম্ম,
দুর্গন্ধ কিরূপ তাহে হয়॥
অস্থি মাংস আচ্ছাদিত, তাহে ভাব সুশোভিত,
বসন ভূষণে কর সাজ।
মোহের মহত্ত্ব অতি, কামের বিষম গতি,
তিলেক না মনে ঘৃণালাজ॥
দেখ ঠাট অস্থিময়, যবে মাংস হীন হয়,
ভয়ঙ্কর কুদৃশ্য কেমন।
তাহে করি প্রীতি সঙ্গ, মনে মনে কত রঙ্গ,
নাহি দেখ সুন্দর তেমন॥
মাংসপিণ্ড দুটা উচ, বল মনোহর কুচ,
মোহ যাও দেখিয়ে তাহায়।
মুখ অস্থি ঢাকা গলে, তাহে সুধাকর বলে,
ঘৃণা হয় ভাবিলে যাহায়॥

যেই সুখ নারী সঙ্গে, উৎপন্ন সে নিজ অঙ্গে,
কণ্ডূয়ন হয় সর্ব্ব শির।
তুমি মনে ভাব তায়, নারী হৈতে পাওয়া যায়,
প্রিয়ভাব কামিনী শরীর॥
শুষ্ক অস্থি শ্বান পায়, যতনে চর্ব্বয় তায়,
মুখপূর্ণ নিজ মুখ রসে।
খাইয়ে সন্তোষ মানে, অস্থি হৈতে লাভ জানে,
সেই ভাব তব মোহ বশে॥
কামের প্রতাপ ভারী, কামিনীর আজ্ঞাকারী,
ভাব তোষে জীবন সফল।
নাহিক বিবেক লেশ, এই ভাবে আয়ুঃশেষ,
জন্ম কর্ম্ম সকলি বিফল॥
দেহে করি আত্ম বুদ্ধি, ক্রমে মোহ হয় বৃদ্ধি,
সংসারী লইয়ে দারাসুত।
কুটুম্ব বান্ধব সখা, ধন জন নাহি লেখা,
প্রিয়াপ্রিয় রাগদ্বেষ যুত॥
পতিত মায়ার ভ্রমে, বিবেক রহিত ক্রমে,
ভোগ কর রোগ শোক তাপ।
নানা জন্মে এইমতি, না ভাব কি হবে গতি,
ধন্য কিবা মোহের প্রতাপ॥
নানাযোনি ক্রমে ভ্রমি, রহিলে মলের ক্রমী,
মলভাণ্ডে সদা তব রুচি।
মলে প্রীতি মলে সঙ্গ, চাহ মলময় অঙ্গ,
নিরন্তর কেবল অশুচি॥
যাবৎ ভজিবে শবে, তাবৎ অশুচি রবে,
হিতবাণী শুন সাধুজন।
সকল অনিত্য ত্যজ, শ্রীগুরু চরণ ভজ,
অনায়াসে হইবে মোচন॥ ৬॥

অথ মমতা দোষ ও বিরাগ।

পয়ার।

আপনি বান্ধিয়ে গলে মমতার পাশ।
পড়িয়ে মোহের কুপে হতেছ বিনাশ॥
নাহি ধরে কোন জনে জড়ায়ে সংসার।
নিজে মমতায় বাঁধা হয় বারবার॥
মমতা মোহের হেতু বন্ধনের মূল।
শোকাকর দুঃখ তাপ কারণ অতুল॥
মমতা বশেতে লোক কিবা নাহি করে।
শোকে মোহে হত বুদ্ধি হয়ে কত মরে॥
কহিতে মমতাগুণ ক্ষমতা কাহার।
আমার আমার বাণী প্রভাব যাহার॥
যার সঙ্গে নাহি কোন সম্বন্ধের লেশ।
প্রবন্ধ করিয়ে দেয় সন্তাপ অশেষ॥
কোথা জন্ম লয় নারী দেখ কার ঘরে।
পত্নী ভাবে তাহারে আপন কিবা করে॥
সঙ্গে নাহি আইসে যায় ভুমি ধন জন।
আমার আমার ভাবে তাহে প্রাণপণ॥
প্রিয় পুত্র আত্মা সম স্নেহ অতিশয়।
মমতা প্রভাব মাত্র নাহিক সংশয়॥
যেই দেহে জন্মে কীট তাহাতে তনয়।
মমতা অভাব জন্য কীটে স্নেহ নয়॥
মার্জ্জার ভক্ষণ করে চটক অনেক।
মমতা অভাবে শোক না করে জনেক॥
পালিত কপোত পক্ষী যদি করে নাশ।
দুঃখিত ব্যাকুল তাহে মমতা প্রকাশ॥

মমতা প্রসবে স্নেহ শোক দুঃখ তাপ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বুদ্ধি নাশ তাহার প্রতাপ॥
করে মনোমত জন সম্বন্ধ যাবৎ।
বর্দ্ধিত হৃদয়ে শোক সঙ্কর তাবৎ॥
মমতা বশেতে লোক দুঃখী শোকাকুল।
মমতা রহিত জনে আনন্দ বিপুল॥
বাহ্যেতে প্রকাশ কর লৌকিক আচার।
অন্তরে নির্ম্মম শাস্ত্র সহিত বিচার॥
দেহ অভিমান সম মমতা রহিত।
নির্ম্মম নিরহং সুখী আনন্দ সহিত॥
আচরণ বাক্যে ভেদ বহু সাধুজন।
কহিতে শুনিতে পটু না গেল মনন॥ ৭॥

অথ সম্পদ বিষয়ে দোষ দৃষ্টি ও বিরাগ

পয়ার।

জানিবে বিপদ মূল কেবল সম্পদ্।
যেখানে সম্পদ্ দেখ সেখানে বিপদ॥
চিন্তামোহ কলহ আপদ্ পদে পদে।
দম্ভ অভিমান গর্ব্ব মত্ত করে মদে॥
দুঃখের আকর তাহে আশামাত্র সুখ।
সুখ সুধালোভে হয় লাভ বিষ দুখ॥
স্বপ্নোপম অনিত্য ক্ষণিক মনোরম।
প্রবাহ অগাধ জল মরীচিকা সম॥
আদ্রীভূতা ভূমি নহে তৃষ্ণা শান্তি তায়।
সলিল সম্বন্ধ নাহি ত্রিকাল যাহায়॥
সম্পদ্ সম্বন্ধে সদা শত্রু সঙ্গে রয়।
প্রিয়মিত্র সময়ে সম্পদে শত্রু হয়॥

সম্পদে মাতিলে লোকে তৃণ সমজ্ঞান।
গুরু লঘু বিবেক রহিত অভিমান॥
সম্পদ হইলে নষ্ট কষ্ট অতিশয়।
দুশ্চিন্তা বিলাপ তাপ জীবন সংশয়॥
এমন সম্পদে আশা করে যেই জন।
সে জন যতনে হয় যাতনা ভাজন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যাজ্ঞান সম্পদে বিনাশ।
ভক্তি কথা কোথা বল গুরু সেবা আশ॥
অজ্ঞান কলুষ বৃদ্ধি অধর্ম্ম সঞ্চয়।
সম্পদ আরূঢ় দিন সন্তাপে বঞ্চয়॥
লোভ কাম তৃষ্ণা বৃদ্ধি সম্পদের সঙ্গে।
সম্পদ বিনাশে তারা লয়ে ফিরে রঙ্গে॥
সম্পদ আসক্ত চিত্ত মুক্তিতে বঞ্চিত।
আসক্তি থাকিতে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
প্রারব্ধ বশেতে ভোগ সম্পদ বিষয়।
আসক্তি কি অনাসক্তি হেতু তার নয়॥
সর্ব্বত্যাগী হয়ে যদি বৈরাগ্য লইবে।
প্রারব্ধ বশেতে ভোগ অবশ্য হইবে॥
অনুরাগে লাভ হয় বন্ধন কেবল।
ভোগ করাইতে বলি প্রারব্ধ প্রবল॥
দুঃখ অভিলাষ কেহ নাহি করে বটে।
তথাপি প্রারব্ধ বশে আসি দুঃখ ঘটে॥
জানিবে সম্পদ ধন সুখ সেই মত।
না চাহিলে ঘটিবে আপনি এসে যত॥
অনুরাগ ত্যজি সুখী হও সাধুজন।
বিরাগ লইয়ে সাধু আনন্দে মগন॥ ৮॥

অথ ধন দোষ ও বিরাগ।

ত্রিপদী।

সতত ধনের লাগি, চিন্তাযুক্ত দুঃখ ভাগী,
নিধন কারণ সেই ধন।
জ্ঞান বুদ্ধি করে নাশ, ভব কারাবাস পাশ,
চিন্তালোভ ভোগের সাধন॥
নাহি দয়াধর্ম্ম ভয়, যেমতে সঞ্চয় হয়,
পর পীড়া সহজ উপায়।
পরের অনিষ্টে মন, বাসনা লইতে ধন,
সদা চিন্তা কি রূপেতে পায়॥
নয়ন শীলতা হরে, শ্রবণ বধির করে,
ধনগুণ কহিতে অপার।
বসি ধনী স্কন্ধ দেশে, পিছে টেনে ধরে কেশে,
একারণে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি তার॥
ধন তৃষ্ণা অতিশয়, রসনা নীরস হয়,
কঠোর কঠিন বাণী তায়।
কটু ভরা সদা মুখ, হৃদয়ে ব্যসন দুখ,
বিষম কি ধনিরোগ হায়॥
কিঞ্চিৎ হইলে ধন, বর্দ্ধনের সদাপণ,
ইতস্তত চিত্তের চালন।
ভ্রমণ কানন গিরি, বিশ্রাম নাহিক ফিরি,
কষ্টে করে দেহের পালন॥
ধনের লাগিয়ে দীন, সদা হয় পরাধীন,
অসত কর্ম্মেতে অভিরুচি।
নিন্দিত কুৎসিত কর্ম্ম, ধনহেতু মানে ধর্ম্ম,
ধনলোভী কেহ নহে শুচী॥

হইলে সঞ্চয় ধন, সতত চিন্তিত মন,
রক্ষণের বিবিধ উপায়।
দস্যু রিপু চোর ভয়, নিদ্রা সুখে নাহি হয়,
ধন লয়ে জীবনের দায়॥
যদি ধন নাশ হয়, তাপ দুঃখ অতিশয়,
ধনশোকে চিন্তায় নিধন।
যেবা বলে ধনে সুখ, না দেখি তাহার মুখ,
কিবা দুঃখময় দেখ ধন॥
যাহার অর্জনে কষ্ট, মহাদুঃখ হলে নষ্ট,
উপদ্রব বিবিধ রক্ষণে।
তাহে কিসে সুখমানে, সাধুজন নাহি জানে,
বুঝিবে সকল বিচক্ষণে॥ ৭॥

পয়ার।

ধনেতে মনের গতি বিবিধ প্রকার।
ভব গদ মদ নানা চিত্তের বিকার॥
ভবজলনিধি জল ধন অভিধান।
তাহে নিমগ্ন হওয়া নহেক বিধান॥
ধন উপার্জন করি ধর্ম্মের স্থাপন।
ধৌত অভিলাষে পঙ্ক অঙ্গেতে লেপন॥
গঙ্গা স্নানে পাপ নাশ জানিয়ে নিশ্চয়।
গোবধ স্নানের আগে উচিত কি হয়॥
নিঃস্ব করি শতজনে একে কিছু দান।
কোথাগণ্য পুণ্য হেন তাহে কি কল্যাণ॥
পর পীড়া বিনা ধন সঞ্চয় না হয়।
অবশ্য ধনের সঙ্গে পাপের সঞ্চয়॥
ক্রমেতে সঞ্চিত পাপ একতা প্রকাশ।
এক কালে হয় ধন সমূলে বিনাশ॥

দুঃখের সাগরে মগ্ন বিষম সন্তাপ।
তথাপি না হয় মনে পর পীড়া পাপ॥
সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব হয় ধনের সহিত।
দীন ক্ষীণ ম্লান মুখ সম্ভ্রম রহিত॥
ধন্য ধন্য ধন্য ধন ধন্য তব আশা।
অভিলাষী পেয়ে তার কর কিবা দশা॥
নানারূপে নানারঙ্গে কর নানা সাজ।
ধনীর না হয় লাজ দেখয়ে সমাজ॥
ধনে লোভ তৃষ্ণা বৃদ্ধি গর্ব্ব অভিমান।
ধন অনুরাগে তপ বিড়াল সমান॥
হস্তি স্নান সম ক্রিয়া বক সম ধ্যান।
বঞ্চক সমান বাণী দস্যু সমজ্ঞান॥
নিধন কারণ ধন জ্ঞানের বাধক।
বিবেক নাশক অতি অধর্ম্ম সাধক॥
ধনির তামস কর্ম্ম মন তমোময়।
তিমিরে তিমির নাশ কোন রূপে নয়॥
ধনী লাভ হেতু চিন্তা করয়ে অশেষ।
দিন গণি লাভে হর্ষ আয়ু হয় শেষ॥
চুম্বনে জারজ সুত পিতার উল্লাস।
দেখিযে অন্তরে হয় রমণীর হাস॥
ধনিগণ পুলকিত যত্ন করে ধনে।
সেইমত দেখি মৃত্যু হাসে মনে মনে॥
মৃত্যু আসি হৃদে বসি গলাচাপে যবে।
তখন বলনা ধনী ধন কোথা রবে॥
ত্যজিতে হইবে ধন অবশ্য নিদান।
তার আগে ত্যাগ কর এইত বিধান॥
দোষ মূল অনুরাগ ত্যজ সাধুজন।
দোষ নাশ হলে কি করিবে ধন জন॥ ১০॥

অথ অনর্থকারী কামদোষ ও তন্নিবারণ উপায়।

পয়ার।

দুর্জ্জয় না দেখি রিপু কামের সমান।
মুক্তি পথে দস্যু ব্যাধ লয়ে ধনুর্ব্বাণ॥
শরাঘাতে পথিক পতিত নারী কূপে।
ধর্ম্ম জ্ঞান ধন লুটে লয় নানা রূপে॥
বিষাক্ত বাণের গুণে রহিত চেতন।
উঠিতে ঝটিতে পুন সে কূপে পতন॥
মল মূত্র ক্লেদ রক্ত পুর্ণিত যাহায়।
ঘৃণিতে না ঘৃণা হয় ভোগ করে তায়॥
যখন প্রবল হয় কামের বিকার।
নাহি থাকে ধর্ম্ম ভয় সম্বন্ধ বিচার॥
কামের প্রতাপ বল বলা নাহি যায়।
পদ্মযোনি জ্ঞান হত সুতা প্রতি ধায়॥
নিশাপতি গুরু পত্নী করেন হরণ।
সুরপতি অঙ্গে চিহ্ন মদন কারণ॥
সুন্দ উপসুন্দ নাশ মদনের গুণ।
শান্তি নাহি হয় কাম বিষম আগুণ॥
কামের প্রভাবে শুম্ভ হইল বিনাশ।
মহাবলবান্ বালি জীবনে নিরাশ॥
রাবণ প্রতাপী অতি ভুবনে বিদিত।
কাম বাণে হত হয় বংশের সহিত॥
কাম পরাক্রম গুণ কহিতে অপার।
ধারাবহ রূপে যাহে বিস্তৃত সংসার॥
কামায়ুধ কামিনী কঠিন অতিশয়।
স্মরণে চঞ্চল চিত্ত ব্যাকুল হৃদয়॥

নয়নে লাগিলে জ্ঞান ধর্ম্ম বুদ্ধি নাশ।
শরীরে স্পর্শনে গলে লাগে কাল ফাঁস॥
কামে হরে যশ, বুদ্ধি, ধর্ম্ম জ্ঞান, বল।
আয়ুনাশ রোগ বৃদ্ধি অজ্ঞান প্রবল॥
ধন মান হানি বিদ্যা পুণ্যের সংহার।
ভবরোগ, মোহ তাপ বৃদ্ধি অনিবার॥
কাম বশে রঙ্গ রসে কামিনী বিলাস।
বল হীন দেহক্ষীণ লজ্জা, আয়ু হ্রাস॥
সর্ব্ব বেগ ধারণে শরীরে কষ্ট দুখ।
কেবল ধারণে কামবেগ মহাসুখ॥
ভেবে দেখ ত্যাগে যার সুখ অতিশয়।
রক্ষণে অধিক সুখ তাহে কি সংশয়॥
দুর্জ্জয় বিষম কাম জয় করা ভার।
বিশেষ উপায় আছে শুন কহি তার॥
কামনাশে নিজ মৃত্যু স্মরণের গুণ।
প্রত্যক্ষ দেখিবে যেন জোঁক মুখে চুণ॥
ভোগ রোগে মৃত্যু চিন্তা ঔষধি প্রধান।
আশু উপসম সাধু জানিলে বিধান॥ ১১॥

অথ ক্রোধ রূপ দোষ ও তদুপশমনোপায়।

পয়ার।

বিষম চণ্ডাল ক্রোধ ভীষণ আকার।
স্পর্শনে অশুচি জন শরীরে বিকার॥
পাপিষ্ঠ অনিষ্টকারী বিক্রম বিশাল।
অচল চঞ্চল করে ভ্রমে সমকাল॥
সুশীতল সিন্ধু জলে প্রভা যদি ছুটে।
উত্তপ্ত হইয়ে সেই উথলিয়ে উঠে॥

আকৃতি বিকৃতি হয় স্পর্শ করে যায়।
স্বভাবে বিকার জন্মে ভুতে যেন পায়॥
ঘোর চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধের আকার।
সশব্দ বিকট দন্ত বদন বিস্তার॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দম্ভ বাণী মার কাট।
কটু ভাষা মুখে কেন ভয়ানক ঠাট॥
কম্পবান্ দেহ ওষ্ঠ কষ্ট দানে পণ।
মহাদাপ তনুতাপ জ্বলন্ত দহন॥
নিষ্ঠুর দুরাত্মা পাপী শোণিত আহার।
রক্তপা পিশাচী হিংসা রমণী তাঁহার॥
নির্দ্দয় সহজ কর্ম্ম প্রাণির বধন।
তৃপ্তি নাহি করি প্রাণী অসঙ্খ্য নিধন॥
হনন, পীড়ন, আর তাড়ন, ঘাতন।
কটূক্তি, প্রহার, নাশ, ছেদন পাতন॥
অনিষ্ট, বিদ্বেষ, স্তম্ভ, দাহন মারণ।
নিষ্ঠুরতা, হিংসা, শাপ, পাপ, আচরণ॥
কলহ, বিবাদ, শ্লেষ, যাতনা, উৎখাত।
অবিহিত কর্ম্ম যত বিবিধ উৎপাত॥
ক্রোধের উদয়ে দয়া ধর্ম্ম নাহি রয়।
বিবেক সহিত বুদ্ধি লুক্কায়িত হয়॥
যখন প্রবল হয় ক্রোধের বিকার।
গুরু, লঘু, মিত্র, বন্ধু না থাকে বিচার॥
অনুরোধ, উপরোধ, লজ্জা, শীল ভয়।
ক্রোধের প্রতাপ তাপে কিছু নাহি রয়॥
তমোময় দুরাশয় ক্রোধ মহাপাপ।
উদয়ে হৃদয়ে জন্মে বিষম সন্তাপ॥
ভীষণ শার্দ্দুল ক্রোধ বিষয় গহন।
ভ্রম ক্রমে সাধু তাহে না করে গমন॥

জ্ঞান পথে ভয়ঙ্কর সদা করে বাস।
জ্ঞান অভিলাষী যত্নে করিবে বিনাশ॥
দর্পণে হেরিলে মূর্ত্তি ক্রোধের সময়।
দেখিবে বিকৃতি তনু কিবা রূপ হয়॥
ভক্তি মুক্তি জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নাশ।
ক্রোধে মোহ অন্ধকারে নরকে নিবাস॥
ক্রোধ বশে পাপ তাপ অজ্ঞান বর্দ্ধন।
নানা জন্মে শোক দুঃখ দুর্গতি নির্দ্ধন॥
কর্ম্ম ভোগ করি বহু ভ্রময়ে সংসারে।
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ ভোগ বারে বারে॥
থাকিতে চণ্ডাল ক্রোধ জ্ঞান নাহি হয়।
চণ্ডাল পাপিষ্ঠ স্পর্শে শুচি কেহ নয়॥
বিনাশ করিয়ে ক্রোধ জ্ঞানের সাধন।
তবে লাভ অনায়াসে হবে মুক্তি ধন॥
ক্রোধ নাশে সাধু উক্তি যুক্তি আছে সার।
অবশ্য অভ্যাসে তার হবে উপকার॥
ক্রোধ শান্তি পরে লজ্জা ক্লেশ অনুভব।
পূর্ব্বেতে স্মরণ হলে ক্রোধ পরাভব॥
দয়া ক্ষমা সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যের আশ্রয়।
লইলে পলায় দেখি ক্রোধ দুরাশয়॥
দয়াকে আহ্বান করি হৃদে দেহ স্থান।
দেখিয়ে পিশাচী হিংসা করিবে প্রস্থান॥
অশক্ত হইবে ক্রোধ হিংসা শক্তি হীন।
রমণী বিয়োগ শোকে দিন দিন ক্ষীণ॥
বিবেক হইবে নাশ না রহিবে শেষ।
ক্রোধ নাশে দয়া ক্ষমা সাধু উপদেশ॥
জানিলে উপায় যুক্তি সার সাধুজন।
যত্ন কর যাহে হয় ক্রোধ নিবারণ॥ ১২॥

অথ লোভ রূপ পরিবর বর্ণন ও
দোষ নিবারণ উপায়।

ত্রিপদী।

ভ্রময়ে সংসারে জন, সতত চঞ্চল মন,
হেতু তার লোভ মহাশয়।
যাহে আবির্ভাব হয়, তিলেক সুস্থির নয়,
দয়া ধর্ম্ম লেশ নাহি রয়॥
পরের সম্পদ্ ধন, লইতে জীবন পণ,
পর দ্রব্য দেখিয়ে মোহিত।
প্রাণীবধ দস্যুবৃত্তি, এসকল লোভ কীর্ত্তি,
আহরণ পাপের সহিত॥
বঞ্চনা বাঞ্ছিত কর্ম্ম, প্রতারণা তার ধর্ম্ম,
ইষ্ট লাভে সদা হৃষ্ট মন।
রহিত বিবেক জ্ঞান, চৌর্য্যবৃত্তি কষ্ট দান,
লোভে ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশন॥
লোভে জন্মে দুষ্টমতি, তাহে দুঃখ, অধোগতি,
পাপ ভোগ নরক সংসার।
লোভেতে কুকর্ম্ম করে, ধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি হরে,
নানাযোনি ভ্রমে বার বার॥
লোভ সম পাপাচার, না দেখি জগতে আর,
শিশুবধে দয়া নাহি হয়।
লোভে লোক ধাবমান, ভ্রময়ে অনেক স্থান,
সিন্ধু জলে নাহি প্রাণ ভয়॥
সতত কুৎশিত কায, নাহি ভয় দয়া লাজ,
কুমতি কুগতি কদাচার।
নীচ কর্ম্মে অভিরুচি, তিলেক না হয় শুচি,
হিতাহিত না রহে বিচার॥

লোভে রত যত জন, সতত চঞ্চল মন,
ভ্রমে দুঃখে কানন নগর।
সিন্ধু নদ ভূমি গিরি, বিশ্রাম নাহিক ফিরি,
ধন্য লোভ দুঃখের সাগর॥
যত হয় বাঞ্ছা সিদ্ধি, ক্রমে লোভ হয় বৃদ্ধি,
ব্রহ্মত্ব পাইলে বিষ্ণু পদে।
লোভ সম নাহি রোগ, কুপথ্য বিষয় ভোগ,
বিপদ বিষম পদে পদে॥
দেখ হয়ে লোভাধীন, মাংস জন্য মরে মীন,
খগ বৃন্দ বদ্ধ ব্যাধ জালে।
বিক্রম বিশাল ব্যাঘ্র, পশু লোভে হয়ে ব্যগ্র,
হত বুদ্ধি পড়য়ে জঞ্জালে॥
মধু লোভে মধুকর, ছিন্ন ভিন্ন কলেবর,
কন্টকে পড়িয়ে হয় হত।
লোভে হয় বুদ্ধি নাশ, গলে লাগে কাল ফাঁস,
জীবনে বঞ্চিত লোভে রত॥
লোভে নাহি কোন সুখ, সতত সঞ্চয় দুখ,
হয় মৃত্যু কিবা কারাবাস।
জন্ম মৃত্যু বার বার, না দেখি নিস্তার তার,
যত্নে সাধু ত্যাজ অভিলাষ॥ ১৩॥

পয়ার।

না দেখি জগতে লোভ সম কদাচার।
লোভে অন্ধ ভাল মন্দ না করে বিচার॥
লোভে ক্ষোভ পাপে মৃত্যু কহে শাস্ত্র জন
জানিয়ে লোভের গ্রাসে না পড়ে সুজন॥
লোভের নাহিক সীমা নাহি পরিতোষ।
কামনা কলহ দ্বন্দ্ব লাভ তাপ রোষ॥

বাসনা তনয় লোভ অতি স্থূলোদর।
বিস্তার বদন ক্ষুধা প্রবল প্রখর॥
শত হস্তে আহরণ বদনে প্রদান।
না পূরে উদর ভস্ম কীটের সমান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দ্রব্য করি আহরণ।
অর্পিলে না হয় লোভ উদর পূরণ॥
শুষ্ক মুখা তৃষ্ণা নামা রমণী তাহার।
বিবিধ বিষয় রস যাহার আহার॥
তনয় উদ্‌যোগ নামা অতি বলবান্।
ছলে বলে কৌশলে না তাহার সমান॥
লোভের দুহিতা আশা যাচিঞা কামনা।
পিতৃকার্য্য সাধনে সকলে একমনা॥
অতি রূপবতী আশা মোহে সর্ব্বজন।
যাহার আশ্রয়ে লোকে জীবন যাপন॥
কামবতী কামনা কুহকী অতিশয়।
চতুরে আতুর করি ভুলাইয়ে লয়॥
কুৎসিত কুরীতা নাহি যাচিঞা সমান।
দরিদ্রের সঙ্গে রঙ্গ ত্যজি লজ্জা মান॥
বিপদে পতিত যদি ভদ্রের তনয়।
তথাপি তাহার নাম মুখে নাহি লয়॥
উদ্‌যোগের পরাক্রম কহিতে অপার।
প্রারব্ধে করিতে জয় যতন যাহার॥
লোভ পরিবার অতি হইয়ে প্রবল।
মোহ গর্ত্তে ফেলে সবে প্রকাশিয়ে বল॥
যে জন করিবে জয় লোভ পরিবার।
তরিবে পরম সুখে ভব পারাবার॥
লোভের উদর পূর্ণ করিতে উপায়।
আছে কিছু সুগোপন সাধু জানে তায়॥

ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়ে দেখ হেন বস্তু নাই ।
সহজে হইবে পূর্ণ দিলে মুঠা ছাই ।।
অনিত্যতা চিন্তা দেহে বিষয়ে নিশ্চয় ।
দোষ দৃষ্টি অনুক্ষণ আশক্তি না হয় ।।
বৈরাগ্যে লোভের নাশ সহ পরিবার ।
আশ্রয় বিবেক সহ কর বার বার ।।
না যায় বাসনা লোভ কামনার নাশে ।
কুসুম ত্যাগিলে বাস থাকে যেন বাসে ।।
সজীব মূলেতে শুষ্ক তরু পুন হয় ।
বাসনা প্রসবে সবে পাইয়ে সময় ।।
নির্ম্মূল হইবে কিসে ভাব বিচক্ষণ ।
জ্ঞানানলে ভস্মীভূত সমূল নিধন ।। ১৪ ।।

অথ বাসনা শমনোপায় ।

পয়ার ।

নানা দেহ নানা যোনি বিবিধ যাতনা ।
সকলের মূলীভূত কারণ বাসনা ।।
অনাদি বাসনা বশে জীবের ভ্রমণ ।
পাপ পুণ্য রীতি নীতি তাহার ক্রমণ ।।
ব্রহ্মেতে ঈশত্ব পদ সংসার বাসনা ।
জীবত্বের স্থিতি হেতু তাহার মাননা ।।
সূক্ষ্ম দেহ সপ্তদশ অবয়ব ময় ।
বাসনা গুণেতে বাঁধা নাশে মুক্তি হয় ।।
বাসনা প্রক্ষয় মুক্তি কহে সাধুজন ।
করিবে নাশের যত্ন যে জন সুজন ।।
নারী কি পুরুষ রূপ জীব কভু নয় ।
কামিনী পুরুষ দেহ বাসনাতে হয় ।।

মনুষ্য বাসনা বশে হয় পক্ষী পশু।
যাতায়াত বারবার বৃদ্ধ যুবা শিশু॥
বাসনা উদয় মনে হয় বার বার।
নবীনা কি পুরাতনী জানা অতি ভার॥
অনাদি বাসনা সর্ব্ব দেহেতে প্রকাশ।
কুকর্ম্মে সুকর্ম্মে হয় সেমতে প্রয়াস॥
ত্রিবিধা বাসনা শাস্ত্র লোক দেহ ময়।
ভবকারাবাসে পদ শৃঙ্খল নিশ্চয়॥
আদিভূতা জান আত্ম বাসনা সে ধন।
অনিত্য বাসনাজালে হয়েছে গোপন॥
অগুরু কর্দ্দম লিপ্ত ধৌতে সুগন্ধিত।
অনিত্য বাসনা নাশে সেমত উদিত॥
সে বাসনা আত্ম লাভ পরে নাহি রয়।
বোধানল প্রবলে সকল ভস্ম হয়॥
অনিত্য বাসনা নাশে করিবে যতন।
যাহে প্রকাশিত আত্ম বাসনা রতন॥
সফল সে দেহ জন্ম জীবন সফল।
যাহাতে প্রকাশ আত্ম বাসনা প্রবল॥
বাসনা বিনাশ তত্ত্ব জান সাধুজন।
যত্ন কর রত্ন হেতু পুরিবে মনন॥ ১৫॥

অথ মোহ দোষ ও শমনোপায়।

পয়ার।

মোহ রূপ মহা নিশি ঘোর অন্ধকার।
দৃষ্টি নাহি হয় মাত্র অজ্ঞান বিকার॥
সর্ব্ব প্রাণী সুপ্ত তাহে জাগে জ্ঞানীজন।
জাগরণে ভয় নাহি প্রসিদ্ধ বচন॥

নিশাচরী মৃত্যু তাহে করয়ে বিহার।
সময়ে সময়ে করে সকলে আহার॥
তামসী নিশায় কাম আদি দস্যুদল।
সর্ব্বস্ব হরয়ে বলে হইয়ে প্রবল॥
রোগ শোক চোর চয় দেখি ঘোর নিঁদ।
হরিতে জীবন ধন গৃহে কাটে সিঁদ॥
সঙ্কুচিতা বুদ্ধি অতি ভয়েতে লুকায়।
তাহার সর্ব্বস্ব নাশ যেই নিদ্রা যায়॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে দেখ মোহ মহাপাপ।
কেবল সতত তাহে শোক দুঃখ তাপ॥
দেহাদিতে মোহ জান মহা মৃত্যু তায়।
যাহাতে পতিত জন নিষ্কৃতি না পায়॥
মোহ বশে হত বুদ্ধি নষ্ট হয় লোক।
মোহের প্রতাপে তাপ ভুঞ্জে বহু শোক॥
মোহ নাম ভব রোগ বিকার বিষম।
মমতা কুপথ্যে রুচি নহে উপসম॥
মোহ অন্ধকারে জীব দেখিতে না পায়।
অহঙ্কার ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র মুখে ধায়॥
অন্ধ হয়ে দ্বন্দ্ব তাপ সহে বার বার।
মোহ কূপে কোন রূপে না দেখি নিস্তার॥
মোহ নাশ বিনা মুক্তি আকাশের ফুল।
শ্রবণ কথন মাত্র নাহি তার মল॥
যত্ন করি মোহ নাশে করিবে উপায়।
কল্যাণ আকাঙ্ক্ষীজন মুক্তি যেবা চায়॥
মোহ অন্ধকারে ঘোরে হারায়ে স্বরূপ।
তনু দেখি অভিমান জানে নিজরূপ॥
সৎসঙ্গ বিবেক আর বৈরাগ্য বিচার।
সতত অভ্যাসে জ্ঞান দহন প্রচার॥

জ্ঞানাগ্নি প্রকাশে মোহ অন্ধকার নাশ।
ব্রহ্ম অস্ত্র হেন আর নাহিক নির্যাস ॥ ১৬ ॥

অথ মদ দোষ ও তচ্ছমনোপায়।

পয়ার।

মদ মদ্য পানে মত্ত সকল সংসার।
সতত মোদিত মন কারণে তাহার ॥
প্রমত্ত হইয়ে তায় হারায় চেতন।
হত বুদ্ধি শুদ্ধি মোহ গর্ত্তে নিপতন ॥
মদ্যের মত্ততা ঘোর সদ্য হয় নাশ।
মদের মত্ততা রহে দেহান্তে প্রকাশ ॥
হেন মদে মাতি কেন নাশে পরলোক।
ঐহিকে কুযশ লাভ দুঃখ তাপ শোক ॥
অনিত্য বিষয় রস পাইয়ে কিঞ্চিত।
ধর্ম্মেতে বিমুখ সুখ পুণ্যেতে বঞ্চিত ॥
শার্দ্দূল বিশাল মত্ত প্রকাশ আচার।
মদের পিঞ্জরে বদ্ধ না কর বিচার ॥
তাহে ভোগ রোগ সম সুখেতে বিমুখ।
কেবল মত্ততা ঘোরে দুঃখ মানে সুখ ॥
ধিক্ ধিক্ হস্তি তনু ধিক্ বুদ্ধি বল।
নিত্য পরাধীন মদ মত্ততা প্রবল ॥
দেহ মদে কিবা সুখ মৃত্যু পাছে তার।
যৌবনের মদ মিছা জরা ভয় যার ॥
বিষয়ের কিবা মদ নাশ পরিণাম।
সম্পদে বিপদ মদে সুখ কার নাম ॥
ধন মদে নাহি সুখ সদা নাশ ভয়।
জন মদ কিবা শেষে সঙ্গী কেহ নয় ॥

রিপু ভয় সদা রাজ্য মদে কিবা সুখ।
সুখ মদ নিত্য নহে পাছে তার দুখ॥
রূপ মদে সুখ নাহি তাহে জরা রোগ।
গুণমদে কিবা গুণ তাহে দোষ যোগ॥
মদ দুঃখ হ্রদ তাহে কষ্ট ময় জল।
সুখ অভিলাষী সাধু ত্যজে সম মল॥
মদ গদ নাশে নিত্য সুখ লাভ হয়॥
শরীরে থাকিতে রোগ কেহ সুখী নয়॥
মদ রোগ মৃত্যু চিন্তা বিবেক ভেষজ।
জ্ঞানীজন ভাব গুরু চরণ সরোজ॥ ১৭॥

অথ মৎসর দোষ ও শমনোপায়।

পয়ার।

নাম,যশ,গুণ,বিদ্যা নাশনে তৎপর
সকল দোষের খনি জানিবে মৎসর॥
দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান নাশ উদয়ে যাহার।
শান্ত জন ভ্রমে নাম না লয় তাহার॥
সকল অনর্থ মূল কীর্ত্তি করে নাশ।
শীলতা নম্রতা হরে কুযশ প্রকাশ॥
মান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে নাহি যায়।
গুরু জন সঙ্কুচিত মান নাহি পায়॥
ঐহিকে প্রকাশ নিন্দা পরলোকে তাপ।
ইহার সমান আর আছে কিবা পাপ॥
সদা লাগে সাধু সঙ্গে সতত বিমুখ।
নিজ বাক্য পক্ষ রক্ষা নিজ পণে সুখ॥
বিবেক বিরোধী ভক্তি নিরোধ কারণ।
জ্ঞান বিনাশন হেতু মুক্তি নিবারণ॥

গর্ব্ব ত্যাজি খর্ব্ব হলে সকল সম্পদ ।
রাখিলা বামন খর্ব্ব ব্রহ্মলোকে পদ ॥
কুমতি কুরীতি বৃদ্ধি গর্ব্বের সহিত ।
কুমতি বিপদ মূল মঙ্গল রহিত ॥
গর্ব্ব হীন সর্ব্ব মান্য যশের ভাজন ।
সর্ব্ব দোষ ময় গর্ব্ব না করে সুজন ॥
সমল পতিত উচ্চ তরু বায়ু বলে ।
বিপদ রহিত তৃণ নাহি দেখ টলে ॥
গর্ব্ব শিরে পদ ধরি উচ্চ যেবা হয় ।
নত শিরো হলে গর্ব্ব আছাড়ে মরয় ॥
বিন্ধ্যগিরি ফল হৃদি করয়ে ধারণ ।
পতিত ভূমিতে নত গর্ব্বের কারণ ॥
ত্যজিয়ে মৎসর গর্ব্ব শ্রীগুরু শরণ ।
সৎসঙ্গ বিবেক জ্ঞানে সংসারে তরণ ॥
অনিত্যতা চিন্তা দেহে কর নিরন্তর ।
মৎসর বহিবে সাধু দেখিয়ে অন্তর ॥ ১৮ ॥

অথ অহঙ্কার শমনোপায় ।

পয়ার ।

মুমুক্ষু জনের রিপু জান অহঙ্কার ।
শার্দ্দূল বিষয় বনে ভীষণ আকার ॥
অহং ভাব সদা কর্ত্তা ভোক্তা অভিমান ।
প্রবর্ত্ত সকল কর্ম্মে না জানে কল্যাণ ॥
কার কর্ম্ম কেবা করে বিবেক রহিত ।
কর্ত্তা ভাবে অভিমান সকল সহিত ॥
সুখী দুঃখী সেই হয় রোগী শোকাকুল ।
অভিমান কর্ম্ম ভোগ তাহার অতুল ॥

মমতা মোহিনী রূপা রমণী তাহার।
আমার আমার বাণী জগতে যাহার ॥
দম্ভ নামে সুত তার ভাব অনুপম।
পিতৃ অনুবর্ত্তী অতি নাহি তার সম ॥
যোগ যাগ পূজা জপ তীর্থ মিথ্যাকারী।
জ্ঞানেতে বচনে পটু কপট আচারী ॥
গুণ ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ আকার।
রাজসিক তামসিক সাত্তিক প্রকার ॥
স্থূল দেহে অভিমান তামসিক সেই।
দেহ অভিমানে মত্ত সংসারেতে যেই ॥
রাজসিক জান যাহে জীব অভিমান।
স্বর্গ আদি গামী দেহ হলে অবসান ॥
সাত্ত্বিক জগৎ সর্ব্ব অহং জ্ঞানময়।
তিন গুণে তিন ভাব অহঙ্কার হয় ॥
আত্মোদিত অহঙ্কার স্বভাব আত্মার।
আত্মা তিরোভাবে ভাব গুণেতে প্রচার ॥
ঘন পুঞ্জ ভানু প্রভা জনিত যেমন।
রবি তিরো ভূতে থাকে প্রকাশ তেমন ॥
বিনাশ হইলে অহঙ্কার গুণময়।
সচ্চিৎ আনন্দ সুখ আপনি উদয় ॥
রক্ষা করে মুক্তি নিধি অতুল অপার।
ত্রিশির ভুজঙ্গ গুণময় অহঙ্কার ॥
জ্ঞান অস্ত্র তীক্ষ্ণ ধারে করিয়ে নির্ম্মূল।
ভোগ কর সুখকর সে নিধি অতুল ॥
মুক্তি অভিলাষ যদি থাকে মনে মনে।
অহঙ্কার নাশ কর শ্রীগুরু স্মরণে ॥ ১৭ ॥

অথ মনোরূপ ও দমনোপায়।

পয়ার।

দেহ রথ কর্ম্ম চক্র রথী আত্মা তায়।
দশেন্দ্রিয় অশ্ব মন সারথি যাহায়॥
অশ্বের প্রগ্রহ ধরি করিয়ে যতন।
সারথী চালায় রথ বাসনা যেমন॥
বিষয় নগরে গতি সতত তাহার।
লোভ কাম আদি লয়ে করয়ে বিহার॥
নির্ম্মল নিষ্কল আত্মা কিন্তু মিলি তায়।
মনের দোষেতে দোষী বন্ধন দশায়॥
নিরাকার চিদানন্দ আত্মা নিরাভাস।
মন সঙ্গে জীব ভাবে হয়েন প্রকাশ॥
ধন্য মায়া ধন্য মোহ ধন্য ধন্য মন।
নিত্য মুক্ত সনাতনে করয়ে বন্ধন॥
সর্ব্ব সাক্ষীরূপ আত্মা দোষ নাহি তায়।
মিলিয়ে দোষীর সঙ্গে সাক্ষী বাঁধা যায়॥
কর্ম্ম ভোগ করে মন ইন্দ্রিয় সহিত।
মনের চাতুরী হেতু আত্মাতে যোজিত॥
নির্লেপ সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত করে মন।
সঙ্গ হীনে সঙ্গী করি গমনাগমন॥
সংসার নাটের গুরু মন মহাশয়।
আপনি রচনা করে আপনি নাশয়॥
ভ্রময়ে সতত যেন প্রমত্ত বারণ।
সঙ্কল্প বিকল্প বন্ধ মুক্তির কারণ॥
পবনে আনয়ে মেঘ পুনঃ সেই লয়।
মনের কল্পনা মুক্তি বন্ধন উভয়॥

সৃষ্টি করে মন নিজে জগৎ সংসার।
পুন সে আপনি করে তাহার সংহার॥
স্বশক্তিতে স্বপ্নে করে যেমত সৃজন।
সেরূপ জাগ্রতি এই বিশ্বের রচন॥
কখন সংসারী হয়ে তাহে অনুরাগ।
সর্ব্বত্যাগী হয় কভু লইয়ে বিরাগ॥
কখন নির্দ্দয় অতি প্রাণী বধে রত।
কভু দয়াময় হয় হিংসাতে বিরত॥
কভু পাপ মতি অতি অধর্ম্ম সঞ্চয়।
কভু ধর্ম্ম পরায়ণ পুণ্যের আশ্রয়॥
বিষয় আসক্ত কভু কভু ত্যক্ত বেশ।
কখন পিরীতি রীতি কভু করে দ্বেষ॥
কভু কর্ম্মকাণ্ডে রত কর্ম্মের সন্ধান।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগী কভু নিষ্কর্ম্ম বিধান॥
কখন বিষয়ে রাগ করে নানা ভোগ।
কভু ত্যজি ভোগ রাগ অবলম্ব যোগ॥
কভু শুদ্ধাচার হয় কভু কদাচার।
কখন বিবেকী কভু রহিত বিচার॥
সঙ্কল্প বিকল্প রত এই মত মন।
কেমনে হইবে বল তাহার দমন॥
মনের প্রভুত্ব নাশ না হয় যাবৎ।
জনন মরণ ভোগ সতত তাবৎ॥
উপায় বিশেষ সাধু উক্তি যুক্তি সার।
করিবে বিবেকী জন সহিত বিচার॥
ত্রিগুণে মলিন মন তাহাতে চঞ্চল।
শোধনে সুবর্ণ সম স্বভাব নির্ম্মল॥
রজোতে নাশিবে তমো সত্ত্বে রজোনাশ।
শুদ্ধেতে বিলয় সত্ত্ব স্বরূপ প্রকাশ॥

জানিবে মনের ধর্ম্ম আত্মার লক্ষণ।
মন হৈতে ভিন্ন করে আত্মা বিচক্ষণ ॥
আত্মা সাক্ষী রূপ সদা কর্ম্মে লিপ্ত নয়।
গৃহের প্রদীপ সম জানিবে নিশ্চয় ॥
যে কর্ম্মে প্রবর্ত্ত মন হইবে যখন।
দ্রষ্টা তার ভিন্ন আমি জানিবে তখন ॥
কর কর্ম্ম মন তুমি নিজ মনোনীত।
নাহিক সম্বন্ধ কিছু আমার সহিত ॥
এই ভাব বাক্যে মনোহীন গতি বল।
আপনি বিরত হয়ে ত্যজিবে সকল ॥
মৃত্যু চিন্তা মনো গতি করয়ে নিধন।
যত্নবান হও তাহে শুনহ সুজন ॥ ২ ॥

অথ মনঃ প্রতি উপদেশ তৎপ্রসঙ্গে গর্ব্ভবাস
ও জনন মরণাদি ক্লেশ বর্ণন।

পয়ার।

সবিনয়ে নিবেদন করি শুন মন।
বার বার কর কেন বিপথে গমন ॥
যে কর্ম্ম করিয়ে দুঃখ পাইলে বিস্তর।
কি সুখে তাহাতে রত হও নিরন্তর ॥
জন্ম জন্ম কৃতকর্ম্ম পুন কর তায়।
চর্ব্বিত চর্ব্বন কর বলদের প্রায় ॥
দেহ মাঝে দেখি ভাল ঠাকুরালী তোর
আপনি করিয়ে চুরি অন্যে কহ চোর ॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ তব বশে চরে।
তব অভিপ্রায় মত সবে কায করে ॥

তোমার সংযোগ বিনা শক্তি আছে কায়।
সম্মুখে থাকিতে বস্তু দেখিতে না পায়॥
কল্পনা করিয়ে নিজে অসত্য সংসার।
সত্য মানি ভ্রমি পাও দুঃখ বার বার॥
জন্ম মৃত্যু যাতনা সহিলে কত কত।
তথাপি চেতনা নাই পুন তাহে রত॥
গর্ব্ভ বাসে কত মতে পেলে কষ্ট দুখ।
এখন ভুলেছ পেয়ে বিষয়ের সুখ॥
জরায়ু মধ্যেতে বাস ঘোর অন্ধকার।
নাহি কোন জন সঙ্গী বলিতে আমার॥
শোণিত পুরীষ মুত্র ক্লেদ জলময়।
তাহে হাবু ডুবু সদা জীবন সংশয়॥
ঊর্দ্ধ পদে হেঁট মাথে দুঃখ কর্ম্ম ভোগ।
আয়ু হেতু নাহি হয় প্রাণের বিয়োগ॥
প্রসূতি মারুত পীড়া সহ্য নাহি হয়।
কোমল শরীর তাহে যাতনা না সয়॥
মূর্চ্ছিত হইয়ে তবে ভূমিতে পতন।
রোদন বেদনা হেতু পাইয়ে চেতন॥
বাছা বলে জননী কোলেতে লয় তুলে।
স্তন্য পান করি সব দুঃখ যাও ভুলে॥
অবশ ইন্দ্রিয় তনু মাংস পিণ্ডাকার।
ক্ষুধায় রোদন মাত্র নাহি বোধ আর॥
ক্রমে বলবান তনু উঠে বসে চলে।
ধাবমান ধূলাখেলা কথা বহু বলে॥
চঞ্চলতা পরবশ তৃষ্ণা অতিশয়।
বাল্যকালে দুঃখ অতি মনে নাহি হয়॥
যৌবনের সঙ্গে কাম রসের উদয়।
কামিনী কৌতুক ভোগে সরস হৃদয়॥

প্রমত্ত মদন বাণে হয়ে হতজ্ঞান।
ছিদ্রের সন্ধানে রত খলের সমান॥
যেরূপ তাহাতে দুঃখ কহিতে অপার।
সতত খণ্ডিত মন রহিত বিচার॥
তৃতীয় কালেতে ধন উপার্জ্জনে মন।
দারাপুত্র পরিবারে বিশেষ যতন॥
স্বপ্নেতে যাহার সঙ্গ না ছিল সম্ভাষ।
সেই জরা কেশে ধরি হইল প্রকাশ॥
দন্তহীন পক্ক কেশ দেহ বলক্ষীণ।
অতি ক্ষুধা ব্যাধিযুক্ত নেত্র কর্ণ হীন॥
হতাদর গৃহপাল সমগৃহে বাস।
তথাপি না হ্রাস হয় সংসারের আশ॥
বাল্যকালে প্রিয় অতি সবে করে কোলে।
এখন সম্ভাষ নাহি শত শত বোলে॥
ধনার্জ্জনে যৌবনে আদর অতিশয়।
কেহ না জিজ্ঞাসে এবে বার্দ্ধক্য সময়॥
করিলে যাহার লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশ।
তাহারা আহার দানে করে উপহাস॥
তব প্রেমী নহে কেহ সবে স্বার্থ পর।
তার সাক্ষী অর্থহীনে না থাকে আদর॥
পরে মৃত্যু আসি ধরে পাইয়ে সময়।
শয্যায় কণ্টক সম ব্যথিত হৃদয়॥
শরীরে ব্যাপিত হয় ত্রিদোষ বিকার।
নাড়ী ক্ষীণ বাক্য হীন হিক্কা অনিবার॥
ঊর্দ্ধশ্বাস কণ্ঠরোধ প্রাণের গমন।
তথাপি বিষয়ে আশা ধন্য তুমি মন॥
এইমত যাতায়াত কষ্ট বার বার।
অসহ্য যাতনা বল কত সব আর॥

বিষয় সংসারে দুঃখ পেলে মন কত।
এখন বিনতি করি হওরে বিরত ॥
সঙ্কল্প সমাধা করি জ্ঞান পথে যাও।
আত্মলাভে স্বরূপে অখণ্ড সুখ পাও ॥
ত্যজিয়ে অনর্থ জাল সমান গরল।
সেব রে পীযূষ সম সমর্থ সকল ॥
শ্রীগুরু চরণে মন কররে অর্পণ।
তবে পূর্ণ হবে তব সকল মনন ॥ ২১ ॥

ইতি বিবেক রত্নাবল্যাং প্রথমখণ্ডে অনর্থ-জাল
শমনোনাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদারম্ভ।

জ্ঞানোপযোগী সমর্থ সাধন।

অথ দয়া গুণ বর্ণন।

পয়ার।

হৃদয় পাষাণ সম দয়া নাহি যায়।
বহু যত্নে জ্ঞানাঙ্কুর নাহি হয় তায়॥
দয়ার্দ্র হৃদয় ভূমি বিবেকের চাস।
বিচার বীজেতে জ্ঞান অঙ্কুর প্রকাশ॥
সুযত্নে বর্দ্ধিত হয়ে ফলে মুক্তি ফল॥
ধন্য দয়াবন্ত জন জীবন সফল॥
পর দুঃখে কাতর সতত দয়াবান্।
নাশিতে পরের ক্লেশ করে দেহ দান॥
দয়া সম কর্ম্ম নাহি সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
সেই ধন্য সাধুগণ্য দেহে দয়া যার॥
সর্ব্বভূত তনু যেন আপন শরীর।
দুঃখ ক্লেশ সম জানে দয়াবন্ত ধীর॥
নিজ দেহে যথা ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণ ভয়।
তেমতি সকল ভূতে মানে দয়াময়॥
রোগ শোক চিন্তা তাপ আপন সমান।
দয়াবশে শান্তি হেতু সদা যত্নবান্॥
সর্ব্বভূতে সম দয়া সাধু বলি তায়।
সাধু অভিমান বৃথা দয়া নাহি যায়॥

বিপাকে পতন মৃত্যু যাতনা আপন।
ভাবিলে কি হয় কভু পশু বধে মন॥
স্ব শিশু কল্যাণে পর শিশু বলিদান।
দয়াহীন হিংসা কর্ম্ম পাশব সমান।
বলি বিধি নিধি পেয়ে অনেক নির্দ্দয়।
ধর্ম্ম ভাবে পশু নাশে দয়া নাহি হয়॥
পাষাণাদি দেব মূর্ত্তি করিয়ে নির্ম্মাণ।
সচৈতন্য পশু নাশে কি হবে কল্যাণ॥
মাংস লোভে পশুবধে দয়া নাহি তায়।
একের ক্ষণেক তৃপ্তি একে প্রাণে যায়॥
যাবত না হয় দয়া নহে জ্ঞান মুক্তি।
সর্ব্বভূতে সমদয়া মহাতপ উক্তি॥
যতনে আশ্রয় দয়া কর তুমি মন।
নষ্ট হয় হিংসারত দয়াহীন জন॥
দয়ার তনয় শ্রেষ্ঠ নাম উপকার।
মাতৃ অঙ্গে স্থিতি সদা নির্ম্মল আকার॥
কায়মন বাক্য ধনে করিবে তোষণ।
যথা প্রয়োজন অন্ন ভেষজ বসন॥
পর উপকার সম কর্ম্ম নাহি আর।
শাস্ত্রে লোকে মতে মতে কহে ধর্ম্মসার॥
পর উপকার ব্রত যে করে ধারণ।
কামনা রহিত ভব বন্ধ নিবারণ॥
সকামে কামনা সিদ্ধি বৃদ্ধি ঋদ্ধিবল।
উপকার কোন রূপে না হয় নিষ্ফল॥
বিপদে পতিত যেই হয়েছে উদ্ধার।
মর্ম্ম জেনে ধর্ম্মমানে সেই উপকার॥
পর দুঃখ বুঝে ভাল দুঃখ প্রাপ্ত জন।
নিজ অনুরূপ সব জানয়ে সুজন॥

অনিত্য অসার তনু পঞ্চ ভূতময়।
সেই সার ধন্যতম দয়া যাহে হয়॥
পাশবে মানবে ভেদ দয়াহেতু তার।
দয়াহীন নরপশু বসুমতী ভার॥
লৌহ শঙ্কু বিদ্ধ মীন ধাবিত ব্যাকুল।
তাহে দেখি সুখী হয় নির্দ্দয় বাতুল॥
তেমতি সঙ্কটে নিজে হইলে পতিত।
ভেবে দেখ প্রাণ ভয়ে কিরূপ কম্পিত॥
বেদ রত করে যজ্ঞ তপাদি অনেক।
দয়া না হইলে চিত্তে না হয় বিবেক॥
বিবেক রহিত জন বঞ্চিত বিচার।
না হয় বিচার বিনা জ্ঞানের সঞ্চার॥
জ্ঞানোদয় বিনা মুক্তি না হয় নিশ্চয়।
সর্ব্ব সুখ মূল দয়া নাহিক সংশয়॥
যাহার উদয়ে ক্রোধ হিংসা দ্বেষ ক্ষয়।
হেন দয়া হৃদে যত্নে রাখ মহাশয়॥

অথ আর্জ্জব অর্থাৎ নম্রতা গুণ।

পয়ার।

ধনমান বল বিদ্যা রূপ যশ গুণ।
নম্রতায় শোভা পায় হয়ে শত গুণ॥
অমূল্য হীরক জ্যোতি সমান তড়িত।
সুশোভিত হয় যদি কনকে জড়িত॥
নম্রতা সমান নাহি সুজন ভূষণ।
যাহার অভাবে গুণ সকল দূষণ॥
সদ্গুণে নম্রতা হয় নম্র গুণবান্।
শুষ্ক বংশ ধনু নম্র গুণের প্রমাণ॥

অনিত্য যৌবন তনু কুসুম সমান।
নম্রতা সৌরভে তার সমাদর মান ॥
সম্পদ সলিল উচ্চ গর্ব্বে নাহি রয়।
শৈলবারি যথা নম্র সিন্ধুতে মিলয় ॥
উচ্চ জন নম্র হয় সুযশ প্রচার।
দীনের নম্রতা কিবা স্বভাব তাহার ॥
গুণীগণ সমাগম নম্রতা যথায়।
কুসুম সৌরভে অলিবৃন্দ সদা ধায় ॥
সুবোধ বিদ্বান্ গুণী বিজ্ঞ সেইজন।
নম্রতা ভূষণে যেই ভূষিত সুজন ॥
নম্রতা ঔষধি করে পরক্রোধ নাশ।
নম্র সাধু সাধু সঙ্গে সদা করে বাস ॥
নম্রতা দেখিলে উগ্র শান্তমুর্ত্তি হয়।
প্রচণ্ড অনল ক্রোধ তাপ নাহি রয় ॥
নম্রতায় দম্ভ গর্ব্ব, অভিমান হ্রাস।
সৌভাগ্য উদয় করে জ্ঞান অভিলাষ ॥
নম্রতা যাবত চিত্তে না হয় উদয়।
গুরু সেবা সাধু সঙ্গ কদাচ না হয় ॥
বিনা সাধু সঙ্গে জ্ঞান প্রসঙ্গ কোথায়।
তাহা বিনা কোন রূপে মোহ নাহি যায় ॥
মোহ নাশ বিনা জ্ঞান আত্মলাভ নয়।
বিনা আত্মলাভে মুক্তি কভু নাহি হয় ॥
নম্রতা আর্জব হয় ঋজু ভাব সার।
মুক্তিপথে সঙ্গী হয়ে করে উপকার ॥
হেন ভূষা শিরোমণি করে দোষ নাশ।
সুযত্নে ধারণে শিরে কর অভিলাষ ॥ ২৩ ॥

অথ ক্ষমাগুণ ।

ত্রিপদী ।

ক্ষমতা প্রভুত্ব যথা, যদি ক্ষমা বশে তথা,
তবে যশ ভুবন প্রকাশ ।
আকাশ নির্ম্মল নিশি, তাহে যদি পূর্ণ শশী,
কিবা শোভা আনন্দ বিলাস ॥
ক্ষমা সম নাহি কর্ম্ম, ক্ষান্তিযুক্ত মানে ধর্ম্ম,
মর্ম্ম জানে যেজন বিশেষ ।
ক্ষমা কিবা অপৰূপ, তপস্বী জনের ৰূপ,
ভূষণে ভূপতিগণ বেশ ॥
ক্ষমার ক্ষমতা অতি, করে ক্রোধে শান্তমতি,
প্রচণ্ড অনলে যেন জল ।
তামস করয়ে নাশ, সত্ত্ব ভাব সুপ্রকাশ,
চিত্ত বৃত্তি বিশেষ নির্ম্মল ॥
যে দেহে উদয় করে, মানসিক ক্লেশ হরে,
নাশে দ্বেষ কলহ বিবাদ ।
নিষ্ঠুরতা লুপ্ত হয়, ঈর্ষা হিংসা নাহি রয়,
ধ্বংস শ্লেষ বাদ বিষস্বাদ ॥
দোষির হরয়ে দোষ, শান্তি করে মহারোষ,
নষ্ট মূল কষ্টের বিধান ।
ক্ষমার প্রভাব দেখি, যাতনা মুদিত আঁখি,
শাপ ভয়ে নহে বলাধান ॥
অনিষ্ট করিলে পরে, ক্ষমা তাহা নাহি ধরে,
মানে সব প্রারব্ধের ফল ।
অপরাধ শতবার, গণ্য নহে এক তার,
ধন্য গুণ ক্ষমার সকল ॥

মিত্রতা করয় বৃদ্ধি, একতা স্বভাব সিদ্ধি,
খণ্ড খণ্ড শত্রুতার মূল।
জীবের জীবন দান, মান্যের রক্ষণ মান,
গুরুজনে গৌরব অতুল ॥
ক্ষমা যদি দেহে নয়, সকল অনর্থ হয়,
কোথা জ্ঞান ভক্তের সাধন।
সতত তামসে রত, জ্ঞান বুদ্ধি সব হত,
মোহকূপে বিপাকে নিধন ॥
সৌভাগ্য উদয় যার, হৃদে বসে ক্ষমা তার,
সর্ব্ব শান্তি জ্ঞানের প্রকাশ।
সদাশান্ত দান্ত নর, বিবেকী পুরুষ বর,
বিচারে করয়ে মোহ নাশ ॥
যে জন সুবোধ হবে, ক্ষমারে হৃদয়ে লবে,
সাধু সঙ্গে সতত থাকিবে।
ক্ষমার প্রতাপ তাপ, দূর করে ক্রোধ পাপ,
তবে মুক্তি লভিতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

অথ সন্তোষ গুণ।

পয়ার।

বিবিধ উপায় কর ভ্রম নানা দেশ।
সন্তোষ না হলে মনে নাহি সুখ লেশ ॥
আশা তৃষ্ণা লোভ চিন্তা কামনা প্রবল।
তাবত কি সুখ চিত্ত সতত চঞ্চল ॥
সন্তোষ পরম সুখ কহে সাধুজন।
যত্নে লাভ কর যার সুখ প্রয়োজন ॥
মনের সন্তোষে সর্ব্ব সুখের নিশ্চয়।
উপানদ গঢ়পদে ক্ষিতি চর্ম্মময় ॥

সন্তোষ পূর্ণিত মন সতত যাহার।
নাহি দুঃখ লেশ সুখ আনন্দ অপার॥
সকল অবস্থা ভাবে সন্তুষ্ট মানস।
যেমন সরজ হংসে শোভিত মানস॥
ক্ষোভ চিন্তা বিষাদ রহিত সদামন।
সতত আনন্দময় প্রফুল্ল বদন॥
সন্তোষ সমান ধন নাহি দেখি আর।
সুবর্ণ মৃত্তিকা সম প্রসাদে যাহার॥
সন্তোষ পরম ধন লাভে যত্ন পর।
সুখী হয়ে সাধুজন রবে নিরন্তর॥
সুখাব্ধি সন্তোষ নাহি অবধি তাহার।
নিমগ্ন হইয়ে সুখ দেখ একবার॥
সর্ব্ব বস্তু হেয়জ্ঞান হইলে সন্তোষ।
ভোজ্য দ্রব্য যথা নাহি চায় পরিতোষ॥
বিদিত সন্তুষ্ট জনে সন্তোষে যে সুখ।
অসন্তোষ কিবা জানে সদা ভোগে দুখ॥
হেন সুখ নিধি ত্যজি বিধি বিড়ম্বিত।
সুখ অভিলাষে মিছা ভ্রমিত চিন্তিত॥
উদ্বেগ বিলাপ চিন্তা দীনতা না রয়।
সন্তোষ হইলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়॥
সন্তোষ বিহীন চিত্ত সতত চঞ্চল।
অস্থির থাকিতে মন না হয় নির্ম্মল॥
চঞ্চল মলিন চিত্তে বিবেক অভাব।
বিবেক রহিত মন প্রমত্ত স্বভাব॥
মত্ততায় বুদ্ধি নাশ মোহেতে পতন।
পতিত বিনষ্ট কষ্টে বাক্য সনাতন॥
সন্তোষ অমৃত সদা সাধু করে পান।
কামনা সাপিনী বিষ যাহে অবসান॥

লাভ, অপচয়, সম জয় পরাজয়।
লোভ ক্ষোভ তৃষ্ণা শান্তি আনন্দ হৃদয়॥
সর্ব্ব শান্তি সন্তোষ সতত শান্তমন।
প্রয়াস বিলাপ হীন স্বভাবে রমণ॥
বিপদ সম্পদ কিবা মান অপমান।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দে আনন্দ সমান॥
থাকিতে সন্তোষ ধন নিত্য সুখ কর।
মিথ্যাধন আশে কেন ভ্রম নিরন্তর॥
শুনেছ মাটির হাতে মাটি সোণা হয়।
জানিবে সন্তোষে ভাব সমান উভয়॥
প্রারব্ধে যাবত নহে নির্ভর নিশ্চয়।
ভ্রমিত চিন্তিত সদা সন্তোষ না হয়॥
সন্তোষ সাধনে মধু করহ অভ্যাস।
হেন রত্ন হৃদে রাখ যাহে দুঃখ নাশ॥

অথ সত্যগুণ।

পয়ার।

সত্যপথ্য ভবরোগে তথ্য জান সার।
অসত্য কুপথ্যে রোগ বৃদ্ধি অনিবার॥
অতিশয় প্রিয় হয় অসত্য বচন।
আময়ে অনিষ্ট মিষ্ট অনর্থ ভোজন॥
বাক্য তীর্থ সত্যবাণী সত্য মহাতপ।
অকথ্য অসত্য সদা সত্য যোগ জপ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ ভক্তি স্নানদান।
সকলের সার সত্য কথন প্রধান॥
অসত্যে কেবল পাপ কুযশ প্রকাশ।
মানব সমাজে লজ্জা না করে বিশ্বাস॥

সত্যবাদী বিশ্বাসী সর্ব্বত্র সমমান।
অগ্রগণ্য মান্য যার বচন প্রমাণ॥
অসত্য বচন যদি কেহ এক কয়।
তাহার রক্ষণে শত অসত্য রচয়॥
অসত্য অনর্থ মূল মতি করে হীন।
হীনমতি মন্দগতি পাপের অধীন॥
অসত্য অনেক কহে বহুভাষী জন।
মিথ্যাভয়ে সাবধান তাহাতে সুজন॥
বরঞ্চ বর্ব্বর ভাল কিম্বা মৌন কয়।
ধর্ম্ম হানি মিথ্যা বাণী কভু নাহি হয়॥
প্রবঞ্চনা প্রতারণা পরস্ব হরণ।
মিথ্যা বাক্য হয় সব অনর্থ কারণ॥
সত্যবাণী সুখকরী ভজে সাধুজন।
নির্ম্মল প্রফুল্ল চিত্ত জ্ঞানের ভাজন॥
সত্য কথা সত্যালাপ সত্য আচরণ।
সত্য ধর্ম্মে রত হয়ে সংসারে তরণ॥
সত্য সম পুণ্য নাহি মিথ্যাসম পাপ।
সত্যে সুখ লাভ মিথ্যা দেহ মনস্তাপ॥
সত্য রসে রসনা যাহার হয় বশ।
সেই ধন্য পুণ্যবান্ জীবন সরস॥
রসনা পাইয়ে বশে সত্য নাহি কয়।
বাগিন্দ্রিয় হীন পশু শ্রেষ্ঠ তার হয়॥
উদ্বেগ চাঞ্চল্য হীন সত্য বাক্যে মন।
কলুষ তামস ময় অসত্য বচন॥
সাত্তিক স্বভাব সত্যবাদী নিরন্তর।
মিথ্যাবাদী তমোময় মলিন অন্তর॥
বহু সত্য মধ্যে যদি এক মিথ্যা হয়।
দধি বিন্দু যথা দুগ্ধ অসত্য করয়॥

প্রিয় সত্যবাণী সদা বলিতে বিধান।
কহিতে অপ্রিয় সত্য হবে সাবধান॥
পরমর্ম্ম ভেদী হয় যে সত্য বচন।
সে সত্যে সুবোধ মৌন করয়ে ধারণ॥
দয়াপক্ষ রক্ষা করি কহে সত্য ধীর।
দয়া ত্যাগ সত্যে মত নহে বিবেকীর॥
কর সত্য অবলম্ব ওহে সুচরিত।
সত্যবাণী হৃদে জ্ঞান করে সমুদিত॥

অথ মন প্রতি কর্ত্তব্য উপদেশ।

পয়ার।

হিত উপদেশ বাণী কহি শুন মন।
বিজ্ঞ বৃদ্ধ বাক্যমানে যুবক সুজন॥
কামাদি অনর্থকারী সঙ্গ কর ত্যাগ।
বিষসম বিষয়ে ত্যজিবে অনুরাগ॥
দয়াক্ষমা আদি ভজ অমৃত সমান।
সৎসঙ্গ সতত কর ত্যজ অভিমান॥
সৎসঙ্গ বিবেক চক্ষু নির্ম্মল উভয়।
তাহাতে বঞ্চিত অন্ধ অধোগামী হয়॥
ইন্দ্রিয় দমন করি বশীকর মন।
চিত্ত বৃত্তি রোধ আর বাসনা শাসন॥
সহ্য কর কটু কথা দুঃখ অপমান।
ত্যজ রোষ অসন্তোষ সকলে সমান॥
ক্রমেতে অভ্যাস কর না হবে বিফল।
সহিতে সহিতে তবে সহিবে সকল॥
আত্ম শ্লাঘা পরনিন্দা ত্যজ মহাপাপ।
পর যশ নিজ নিন্দা শুনে নহে তাপ॥

শুনিলে আপন নিন্দা মনেতে বিচার।
ত্যজিবে কুপথ্য সম কর্ম্ম কদাচার॥
প্রশংসা করিলে কেহ না হবে সন্তোষ।
দৃষ্টি কর তখন আপন যত দোষ॥
যে কর্ম্ম অসহ্য তব যাহে দুঃখ হয়।
সে কর্ম্ম অন্যের প্রতি করা মত নয়॥
পেয়েছ মানব তনু রসনা কোমল।
কোমল মধুর বাক্য কহিবে সকল॥
এই হেতু অস্থি হীন রসনা নিশ্চয়।
কঠিনতা জন্য বাণী কঠোর না হয়॥
পর পীড়া পরনিন্দা পর পরিবাদ।
ত্যজিবে যতনে দ্বন্দ্ব কলহ বিবাদ॥
না মানিবে পরদুঃখে নিজ সুখ লেশ।
পরসুখে কাতরতা ত্যজিবে বিশেষ॥
পর দুঃখে দুঃখী হয়ে করিবে উপায়।
পর উপকার কর বাক্য মন কায়॥
সর্ব্বভূতে আত্ম সম জান সুখ দুখ।
দয়ামতে হিংসাপথে হইবে বিমুখ॥
কায় বাক্য ধনে মনে পরের তোষণ।
সমভাবে প্রীতে সবে স্বভাব পোষণ॥
কুরীতি প্রকাশ যদি করে কোন জন।
সুরীতি কৌশল তাব সঙ্গে প্রয়োজন॥
ইক্ষু হৈতে শিক্ষা কর স্বভাব সরস।
যে করে বিরস তারে দেহ বহু রস॥
গর্ব্বহীন নম্র অতি নির্ম্মল স্বভাব।
দম্ভ দ্বেষ ত্যজ কর সবে সমভাব॥
শরীর নির্ব্বাহ মত বসন ভোজন।
বাহুল্য সুশোভ্য কোন নাহি প্রয়োজন॥

আহারে ইন্দ্রিয়গণ না হয় প্রবল।
যাহার প্রাবল্য মন করয়ে চঞ্চল॥
নিজোদর পুর্ণ হেতু পর প্রাণ নাশ।
ত্যজিবে সুজন হেন স্বাদ অভিলাষ॥
গল অধোগত দ্রব্য সমান সকল।
তাহে পশু অশু নাশ কেবল বিফল॥
অনিত্য শরীর মাংস করিতে পোষণ।
অনুচিত পরমাংসে উদর তোষণ॥
সাত্ত্বিক ভোজনে বুদ্ধি করিবে নির্ম্মল।
রাজস তামসে মন সমল চঞ্চল॥
চিত্ত শুদ্ধি হেতু কর বিবিধ উপায়।
ত্রিগুণে মিলিত মন অশুদ্ধ তাহায়॥
নৈমিত্তিক নিত্য প্রায়শ্চিত্ত সদাচার।
কর উপাসনা বিধি মানস প্রকার॥
ব্রহ্ম যজ্ঞ দেব যজ্ঞ পিতৃ ঋষি নর।
পঞ্চ যজ্ঞ রত সাধু হবে নিরন্তর॥
স্ববর্ণ আশ্রম ধর্ম্মে হয়ে যত্নবান্।
ঈশ্বর তোষণ হেতু ভক্তির বিধান॥
চঞ্চলতা ব্যাকুলতা চিত্তের যাহাতে।
ক্রমে ক্রমে সাবধান হইবে তাহাতে॥
শ্রীগুরু শরণ লহ মুক্তি অভিলাষে।
সংসার বন্ধন তবে যাবে অনায়াসে॥ ২৭॥

ইতি বিবেক রত্নাবল্যাং প্রথমখণ্ডে সমর্থ সাধনং নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তোঽয়ং প্রথমখণ্ডঃ।

অথ কর্ম্ম বিবেক নাম দ্বিতীয় খণ্ডারম্ভ।

গুরু শিষ্য সম্বাদ।

অথ কর্ম্মে বন্ধন বা মুক্তি সংশয় নাশ।

পয়ার।

বিষয় বিরাগী শিষ্য কোন মতিমান্।
সংসার বন্ধন ভেদে হয়ে যত্নবান্॥
গুরুর নিকটে আসি করে নিবেদন।
কর প্রভো হৃদি গ্রন্থি সংশয় ছেদন॥
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু করুণা নিলয়।
কর্ম্মের সংশয় নাশ কর দয়াময়॥
বন্ধনের হেতু কর্ম্ম কাহার বচন।
কর্ম্মে মুক্তি যুক্তি সিদ্ধ কহে কোনজন॥
না পাই মীমাংসা প্রভো চিন্তা অতি মনে।
উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্ভব কেমনে॥
গুরু উক্তি শুন তাত হয়ে সাবধান।
বন্ধন মোচন গতি কর্ম্মের বিধান॥
বিষম গহন কর্ম্ম ধর্ম্ম নানা যায়।
পথ নাহি পায় জীব ভ্রমে সদা তায়॥
কর্ম্মেতে বন্ধন ইথে নাহিক সংশয়।
জ্ঞান উপযোগী বটে মুক্তি তাহে নয়॥
নাহি হয় জ্ঞান মুক্তি কর্ম্মে জান সার।
চিত্ত শুদ্ধি হেতু কর্ম্ম বিবিধ বিস্তার॥

অজ্ঞান সম্ভব কর্ম্মে অজ্ঞান বিনাশ।
যেমত পঙ্কেতে পঙ্ক ধৌত অভিলাষ॥
কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হলে বিচার উদয়।
বিচারে উদিত জ্ঞান জ্ঞানে মুক্তি হয়॥
বিবিধ উপায় কর্ম্ম কোটি কর যুক্তি।
জ্ঞান বিনা কোটি কল্পে নাহি হয় মুক্তি॥
রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রম কর্ম্মে নাহি যায়।
স্নানদান যজ্ঞ জপ কর কোটি তায়॥
দীপের প্রকাশে রজ্জু নিশ্চয় যখন।
সর্প-ভ্রান্তি শান্তি ভয় বিনাশ তখন॥
আত্মাতে জগৎ জীব ভ্রমেতে উদয়।
জ্ঞানে আত্মালাভ পরে ভ্রম নাহি রয়॥
শুনিলে মুক্তির যুক্তি কর্ম্মের প্রকার।
মুমুক্ষু করিবে কর্ম্ম করিয়ে বিচার॥

অথ চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্ম্ম বিশেষ।

পয়ার।

শুনি শিষ্য যোড়পাণি করে নিবেদন।
নমো নমঃ গুরু দীন পতিতপাবন॥
বিস্তার করিয়ে কহ সংশয় ভঞ্জন।
কোন কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি কি সেবা বন্ধন।
গুরুবাণী শুন তাত কর্ম্মের বিস্তার।
যাহা না জানিলে ভবে না হয় নিস্তার॥
কর্ত্তা অভিমান যুক্ত সঙ্কল্প সহিত।
বন্ধনের হেতু কর্ম্ম বিবেক রহিত॥
তাহে ভোগ মহারোগ নাশের কারণ।
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব তাপ জনন মরণ॥

কর্ত্তা অভিমান শূন্য সঙ্কল্প বিহীন।
যথামত কর্ম্ম করে শাস্ত্র আজ্ঞাধীন॥
ইন্দ্রিয়গণেতে কর্ম্ম সঙ্গ নাহি তায়।
ভোগ হীন হেতু বলে অকর্ম্ম তাহায়॥
কামনা রহিত কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়।
সকাম ভোগের মূল রজস্তমোময়॥
যতনে ত্যজিবে কর্ম্ম রাজস তামস।
সাত্ত্বিক কর্ম্মেতে হয় নির্ম্মল মানস॥
গুণভেদে কর্ম্ম হয় ত্রিবিধ প্রকার।
নির্ম্মল তাহাতে সত্ত্ব রহিত বিকার॥

অথ সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কর্ম্ম।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য দীন দয়াময়।
ত্রিবিধ ত্রিগুণ কর্ম্ম বল কিবা হয়॥
গুরু উক্তি শুন তাত স্থির কর মন।
কর্ম্মের বিবেক মর্ম্ম জানে সাধুজন॥
ভোগ কাম যুক্ত কর্ম্ম রাজস বিধান।
কামনা সঙ্কল্প দেখ যাহে বিদ্যমান॥
বিধি মন্ত্র শ্রদ্ধা হীন সে কর্ম্ম তামস।
মোহালস্য দম্ভময় যাহাতে মানস॥
মন্ত্রবিধি শ্রদ্ধাযুক্ত কামনা রহিত।
সাত্ত্বিক নির্ম্মল কর্ম্ম বিধান সহিত॥
রাজস তামসে বুদ্ধি সতত মলিন।
সাত্ত্বিকে স্বচ্ছতা হেতু সর্ব্ব দোষ হীন॥
যাহাতে অস্থির চিত্ত সতত চঞ্চল।
সাধুজন ত্যাজ্য তাত সে কর্ম্ম সকল॥

চিত্তের বৈকুল্য যাহে দ্বন্দ্ব তাপ ভোগ।
তাহে সাবধান হবে জানি সমরোগ॥
যাহে স্থির বুদ্ধি হয় মালিন্য রহিত।
বিচার করিয়ে কর্ম্ম কর সমাহিত॥

অথ নিষিদ্ধাদি কর্ম্ম।

পয়ার।

দয়ার্দ্র হৃদয় গুরু আনন্দিত মন।
কহেন শিষ্যের প্রতি সুপ্রীতি বচন॥
ত্যজিবে নিষিদ্ধ, কাম্য কর্ম্মদোষ ময়।
অনর্থের মূল তাত জানিবে উভয়॥
নিষিদ্ধ নরক হেতু ব্রহ্মহত্যা আদি।
স্বর্গাদি সাধন কাম্য কহে বেদবাদী॥
প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ বিধি পাপ নাশ।
কর্ত্তব্য নির্ম্মল যাহে হৃদয় আকাশ॥
নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে হইবে তৎপর।
নিমিত্তকে হবে রত বিগত মৎসর॥
ব্রহ্ম উপসনা যেবা মানস প্রকার।
একাগ্র যাহাতে চিত্ত বিনাশ বিকার।
এ সকল কর্ম্মে তাত চিত্তশুদ্ধি হয়।
রাগদ্বেষ আদি পাপ তাপ নাহি রয়॥

অথ মোক্ষাভিপ্রায়ে ত্রিবিধ বেদবাণী
কথন।

পয়ার।

পুনঃ প্রশ্ন করে শিষ্য নাশিতে সংশয়।
কৃপা করি কহ নাথ দীন দয়াময়॥

জ্ঞান প্রতিযোগী কাম্য ত্যজিবে বিধান।
কাম্য কর্ম্ম বিধি বেদ বিদিত প্রমাণ ॥
জীবের কল্যাণ মাত্র শ্রুতি অভিপ্রায়।
কাম্য কর্ম্ম বিধি তাহে প্রবঞ্চনা প্রায় ॥
প্রবর্ত্ত করান্ কোন কামনাতে বেদ।
বিস্তারিয়ে বল নাথ ইহার বিভেদ ॥
প্রশ্নেতে প্রসন্ন গুরু আনন্দ হৃদয়।
কহেন নিগূঢ় ভাব হইয়ে সদয় ॥
শুন তাত একমনে কহি মর্ম্ম সার।
বেদ অভিপ্রায় মোক্ষ জীবের নিস্তার ॥
অভিপ্রায় বিনা বাক্য মর্ম্ম ব্যক্ত নয়।
তাৎপর্য্য প্রকাশ হয় মিলিলে উভয় ॥
বুদ্ধি শুদ্ধি অভিপ্রায়ে কর্ম্মের বিধান।
ভ্রমিত তাপিত ভবে জীবের কল্যাণ ॥
সংসারে সকল লোক চতুর্ব্বিধ হয়।
পামর, বিষয়ী, জ্ঞানী মুমুক্ষু নিশ্চয় ॥
শিশ্নোদর পরায়ণ কেবল পামর।
বিষয়ী বিষয় ভোগ রত নিরন্তর ॥
মুক্তি ইচ্ছু মুমুক্ষু বিশেষ যত্নযুক্ত।
জ্ঞানী আত্মবেত্তা সদা ব্রহ্মনিষ্ঠ মুক্ত।
পামরে বিষয়ী করি মুমুক্ষু করয়।
মুমুক্ষু হইয়ে জ্ঞানী সংসারে তরয় ॥
তাৎপর্য্য বুঝিবে এই শ্রুতি অভিপ্রায়।
নানাবিধ কর্ম্মাদেশ মর্ম্ম আছে তায় ॥
ভয় লোভ যথার্থ ত্রিবিধা বেদবাণী।
সকল জীবের মুক্তি অভিপ্রায় মানি ॥
ভয়ানক ভয় বাক্য বিবিধ বিস্তার।
কুকর্ম্ম নিবৃত্তি হেতু সমস্ত প্রচার ॥

অশান্ত অসৎকর্ম্মী দেখি জীবচয়।
নিবর্ত্ত তাহাতে করে দেখাইয়ে ভয়॥
জনক জননী শিশু অশান্ত যেমন।
ভয় বাক্যে শান্ত করে কুনীতি দমন॥
সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি লোভ বাক্যেতে নিশ্চয়।
তাহাতে দেখায় নানা ভোগ সুখময়॥
রোগযুক্ত শিশু যেন ঔষধ না খায়।
পান করাইতে পিতা মোদক দেখায়॥
মোদক ভোজন তার অভিপ্রায় নয়।
ঔষধ সেবনে মাত্র রোগ শান্তি হয়॥
মোদকের লোভে শিশু হয়ে যত্নবান্।
অনায়াসে তিক্তৌষধ সুখে করে পান॥
স্বর্গভোগ আদি লোভে মানব তেমন।
করয়ে কঠোর ব্রতে ঈশ্বর ভজন॥
ভজনের গুণে বুদ্ধি শুদ্ধি ক্রমে হয়।
যথার্থ বিধান মতে বৈরাগ্য উদয়॥
স্বরূপ আনন্দ লাভ মোহের নিধন।
যথার্থ বাক্যের ভাব জান সাধুজন॥ ২৯॥

অথ কাম্যকর্ম্মে অবান্তর ফল কথন।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য পুন পুটপাণি।
অন্তর করিল স্নিগ্ধ সুধাময় বাণী॥
সংশয় নাশিতে আর সংশয় উদয়।
ছেদন কর হে নাথ হইয়ে সদয়॥
বেদ লোভ বাক্যে করে কর্ম্মেতে নিয়োগ।
তবেত সকল মিথ্যা কাম্যকর্ম্ম ভোগ॥

শ্রুতি আছে শ্রুতি বাণী মিথ্যা কিছু নয়।
দয়া করি দুর কর হৃদয় সংশয়॥
শুনিয়ে কহেন গুরু মধুর বচন।
শ্রবণ করহ তাত ভাব সুগোপন॥
শ্রুতি মিথ্যা নাহি ভাষে জানিবে নিশ্চয়।
অবান্তর ভোগ মাত্র কাম্যকর্ম্মে হয়॥
যেমত উদ্দেশ্য স্থানে করিতে গমন।
পথি মধ্যে সুখ ভোগ এ ভোগ তেমন॥
বেদের উদ্দেশ্য মুক্তি মধ্যে ভোগ তার।
ভোগ অন্তে সেই পথে গতি আরবার॥
পুনঃ পুনঃ কাম্যছলে ঈশ্বর ভজন।
করিতে করিতে ক্রমে শুদ্ধ হয় মন॥
তবে শুদ্ধচিত্তে হবে বৈরাগ্য উদয়।
রহিবে ভজন মাত্র কামনা বিলয়॥
দুগ্ধেতে মিশ্রিত জল যেন অবিশেষ।
অগ্নি তাপে জল নাশে থাকে দুগ্ধ শেষ॥
কামনা সলিল দুগ্ধ ঈশ্বর ভজন।
বৈরাগ্য অনল ভাব জানিবে সুজন॥

অথ পাত্রভেদে কাম্যকর্ম্ম মোক্ষোপযোগী কথন।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য কহ দয়াময়।
মোক্ষ উপযোগী কাম্য কেন নাহি হয়॥
সদয়ে কহেন গুরু শুন সার মর্ম্ম।
উপযোগী অধিকারী ভেদে কাম্যকর্ম্ম॥
ত্রিদোষ বিকারে যার তৃষ্ণা অতিশয়।
কেবল যাচিঞা জল ব্যাকুল হৃদয়॥

ভেষজ না করে পান জল মাত্র চায়।
ঔষধ মিশ্রিত জল তাহার উপায় ॥
জল জ্ঞানে করে পান যথা অভিলাষ।
ভেষজ উদর স্থিত করে রোগ নাশ ॥
তৃষা শান্তি রোগনাশে নাহি চায় জল।
ভব রোগে সেই মত কাম্যকর্ম্ম ফল ॥
কাম্যকর্ম্মে ভোগ দোষ বিবেকী না চায়।
একারণে সাধুজন ত্যাগ করে তায় ॥
তাৎপর্য্য ভেষজ পানে জলে কিবা কায।
সলিল অনর্থ হেতু কহে বৈদ্যরাজ ॥
কাম্যকর্ম্ম করে দেহে আত্ম বুদ্ধি নাশ।
এই ভাবে কাম্যবিধি বেদে সুপ্রকাশ ॥
দেহ অবসানে স্বর্গ ভোগের কামনা।
কিম্বা সুখ ভোগ অন্য জন্মেতে মাননা ॥
দেহে আত্মবুদ্ধি নাশ ইহাতে নিশ্চয়।
এহেতু কামনাযুক্ত কর্ম্ম বেদে কয় ॥
কর্ম্মের নিষেধ বিধি সুকঠিন অতি।
অধিকারী বিশেষে বিশেষ অনুগতি ॥
কালপাত্র অনুসারে ভেষজ বিধান।
সাধুর এ বাক্য লহ কল্যাণ নিদান ॥

অথ পিতৃকর্ম্মে মোক্ষোপযোগিতা অন্তর্ভাব কথন।

পয়ার।

কৃতাঞ্জলি কহে শিষ্য গল কৃতবাস।
বচন পীযূষে তৃষা সমূল বিনাশ ॥
কৃপায় করিলে দূর সকল সংশয়।
প্রণমামি দীননাথ দীন দয়াময় ॥

শ্রাদ্ধাদি তর্পণ পিতৃকর্ম্ম পিণ্ডদান।
কর্ত্তব্য বেদের মতে বচন প্রমাণ॥
জ্ঞান উপযোগী পিতৃকর্ম্ম কিসে হয়।
এই তত্ত্ব কহ দীনে হইয়ে সদয়॥
প্রসন্ন হৃদয় গুরু কহেন বচন।
স্থির চিত্তে শুন ভাব তাহার যেমন॥
জ্ঞান উপযোগী নানা কর্ম্ম নানামতে।
বিবেকী জানয়ে মর্ম্ম হইবে যেমতে॥
জ্ঞানের বিশেষ হেতু বৈরাগ্য নিশ্চয়।
যাহা বিনা সুদুর্লভ জান জ্ঞানোদয়॥
পিতৃকর্ম্ম শ্রাদ্ধ আদি বেদের বিধান।
বৈরাগ্য সাহায্য করে কহে জ্ঞানবান্॥
পিতৃ পিতামহ আদি মৃত বন্ধুগণ।
স্মরণে ঔদাস্য মনে হয় সর্ব্বজন॥
গতাশু বংশেতে সবে অনিত্য সংসার।
আপনার সেইপথ সকলি অসার॥
সংসার অনিত্য বোধ নিশ্চয় মরণ।
বৈরাগ্য উদয় মনে হইলে স্মরণ॥
বৈরাগ্যের হেতু তাত পিতৃকর্ম্ম হয়।
একারণে বেদে বিধি জ্ঞানীজন কয়॥
অত্যন্ত বৈরাগ্যোদয়ে আশ্রম সংন্যাস।
পরে পিতৃকর্ম্ম নাহি বুঝহ নির্যাস॥
তর্পণান্তে দেবার্চ্চনে বিশেষ আদেশ।
বৈরাগ্য উদয়ে মন ঈশ্বরে নিবেশ॥
পরম্পরা ক্রমে যুক্তি উপযোগী হয়।
শ্রুতি অভিপ্রায় তাত গূঢ় অতিশয়॥

অথ জাতেষ্ট্যাদি কর্ম্মে মোক্ষ উপযোগিতা ভাব।

পয়ার।

পুন করে নিবেদন শিষ্য মতিমান।
নৈমিত্তিক জাতেষ্ট্যাদি কি হেতু বিধান ॥
পুত্রের জননে যেবা হয় পিতৃ কর্ম্ম।
না পারি বুঝিতে নাথ তার কিবা মর্ম্ম ॥
হাসিয়ে কহেন গুরু শুন তাত সার।
মোহের প্রাবল্য নাশে আশয় তাহার ॥
পুত্র জন্ম হেতু জন্মে আনন্দ বিপুল।
তাহাতে ব্যপয়ে মোহ প্রবল অতুল ॥
মৃত পিতৃগণে বেদ করান স্মরণ।
জন্মিয়ে সকলে হয় কালের হরণ ॥
পরম্পরাক্রমে পুত্র জন্মে সবাকার।
ক্রমে নাশ হয় দেখ অনিত্য সংসার ॥
মোহের প্রাবল্য নাশে কর্ম্মের বিধান।
না পড়ে মোহেতে বেদ করে সাবধান ॥
এইমত অভিপ্রায় বেদের সকল।
না জানিলে বাক্য ভাবে অনর্থ কেবল ॥
ধনাসক্তি হ্রাস জন্য দানে অনুমতি।
মর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করে বিবেকী সুমতি ॥
উদ্দেশ্য লইয়ে ভাব করিবে বিচার।
তবে প্রকাশিত হবে অভিপ্রায় সার ॥
বিচারে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি সব বাক্য ভাব।
ইহা ভিন্ন বুঝে দেখ ভাবের অভাব ॥ ৩১ ॥

অথ কর্ম্ম ত্যাগ কথন।

পয়ার।

প্রণমিয়ে পুন শিষ্য করে নিবেদন।
কর্ম্মের সংশয় সব হইল ছেদন॥
শুনিতে বাসনা কর্ম্ম ত্যাগের বিধান।
কৃপা করি কহ নাথ করুণা নিধান॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি লবে ঈশ্বরে শরণ।
সাধুজন কহে তবে সংসার তরণ॥
কেমনে ত্যজিবে কর্ম্ম কিবা মর্ম্ম তার।
কি করিবে কর্ম্ম ত্যাগী কি রূপ আচার॥
সদয় হৃদয় গুরু প্রশ্নে আনন্দিত।
কহেন শুনহে তাত ত্যাগের বিহিত॥
বৈধত্যাগ বিধি বটে হয় শ্রেয়স্কর।
অবৈধ ত্যাগেতে পাপ জন্মে বহুতর॥
সংন্যাস গ্রহণে ত্যাগ হয় কর্ম্ম যেই।
বিধানত বিধিমতে বৈধবলি সেই॥
অবৈধ জানিবে ত্যাগ বিধি শ্রদ্ধাহীন।
না জানে না মানে বিধি মনের অধীন॥
জানিবে সাত্ত্বিক ত্যাগ বিধির সহিত।
জ্ঞানোদয়ে স্বয়ং ত্যাগ অবশ্য বিহিত॥
শারীরিক সুখ হেতু আয়াসের ভয়।
সে ত্যাগ রাজস জান উচিত না হয়॥
শ্রদ্ধাহীন দম্ভমদ কিবা মোহ বশ।
অলসে করিলে ত্যাগ সে হয় তামস॥
সাক্ষাৎ করিলে আত্মা কর্ম্ম নাহি আর।
কর্ম্মাকর্ম্ম পাপ পুণ্য সমান তাহার॥

তথাপি না করে ত্যাগ কর্ম্ম জ্ঞানী জন।
বুঝিবে ইহার ভাব যেজন সুজন॥
কর্ম্মভব দেহ কর্ম্ম বিনা নাহি রয়।
অবশ হইয়ে কর্ম্ম আপনি করয়॥
এই হেতু বাহ্যে সদা কর্ম্মে নিযোজিত।
অন্তরে নিষ্ক্রিয় কর্ম্মে আশক্তি রহিত॥
ত্যাগ হৈতে আচরণ হয় শ্রেষ্ঠতর।
কর্ম্ম ত্যাগী ভ্রষ্ট নষ্ট মলিন অন্তর॥
আসক্তি কামনা ত্যাগে কর্ম্ম ত্যাগ হয়।
অন্তরে কামনা কর্ম্ম ত্যাগে ত্যাগ নয়॥
ধ্যানাসক্ত বাহ্যে মন বিষয়ে নিবেশ।
অনর্থের মূল সেই জানিবে বিশেষ॥
বিষয়ে নিরত বাহ্যে অন্তরে উদাস।
সেই যোগী শ্রেষ্ঠধ্যানী যে ভাবে বিলাস॥
অহং মমতায় সদা মলিন হৃদয়।
বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগে কভু যোগী মুক্ত নয়॥
কর্ম্মের কৌশলে করে ইন্দ্রিয় স্ববশ।
তাহার ক্রমেতে বুদ্ধি নির্ম্মল সরস॥
অবশ ইন্দ্রিয় মন কর্ম্ম ত্যাগ তায়।
অনর্থ অভাব কিবা হেন যোগ যায়॥
বন্ধন রহিত মন প্রমত্ত বারণ।
পতন বিষয়ে পঙ্কে কে করে বারণ॥
জ্ঞানির কর্ম্মেতে কোন নাহি প্রয়োজন।
তথাপি করেন কর্ম্ম জ্ঞানী মহাজন॥
কেবল বচনে পটু জ্ঞান অভিমান।
কর্ম্ম ত্যাগী জ্ঞানহীনে না হয় কল্যাণ॥
জন্ম অন্ধ জীব হস্তে যষ্টি কর্ম্মময়।
সেই অবলম্বে গতি লোচন আশয়॥

বার্ত্তা শুনি পথমাঝে যদি ত্যাগে তায়।
মতি ভ্রষ্ট গতি হীন নষ্ট কষ্ট পায়॥
কর্ম্ম করে মর্ম্মজ্ঞ ত্যজিয়ে কর্ম্মফল।
কর্ম্ম তরু চারু অতি ফলেতেগরল॥
গৃহস্থ যদ্যপি জ্ঞানী শিব তুল্য হয়।
তথাচ করিবে কর্ম্ম ত্যাগ মত নয়॥
অনুচিত কর্ম্মত্যাগ জানিবে সুবোধ।
শ্রুতিমার্গ ভ্রষ্ট তাহে মুক্তি পথরোধ॥
শ্রেষ্ঠজন আচরণ সংসারে প্রমাণ।
পরম্পরা করে কর্ম্ম যে করে প্রধান॥
একের দৃষ্টান্তে অন্যে করে ব্যবহার।
নষ্ট হয় ধারাবহ রূপেতে সংসার॥
সঙ্কল্প, কামনা, ফল ত্যজিয়ে সুজন।
করিবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মুক্তির ভাজন॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ ত্যাগসার।
করিলে বিবিধ কর্ম্ম ভোগ নাহি তার॥
আত্মলাভ যবে দেহ অভিমান যায়।
তখন যে কর্ম্ম ত্যাগ ত্যাগ জান তায়॥
স্বরূপে আনন্দ সদা কেবল চিন্ময়।
জ্ঞান মূর্ত্তি দেহ ছায়া কর্ম্ম নাহি হয়॥
ভোজনের তৃপ্তি জন্য পাক আয়োজন।
সুতৃপ্ত ভোজনে কিবা পাক প্রয়োজন॥
ধান্যার্থী করয়ে শ্রম ক্ষেত্রে নিরন্তর।
ক্ষেত্রের কর্ষণ কোথা ধান্য লাভান্তর॥
গ্রহণ বর্জন দুই অজ্ঞান স্বভাব।
জ্ঞানের প্রভাবে ভাব উভয় অভাব॥
ইন্দ্রিয় মনের ধর্ম্মে কর্ম্ম সব হয়।
সাক্ষী রূপ সদা জ্ঞানী আত্মা লিপ্ত নয়॥

শাস্ত্রআজ্ঞামত কর্ম্ম করিবে তাবত।
দেহ অভিমান তাত না যায় যাবত॥
সকল অবস্থা ভাবে সর্ব্বদা চিন্তন।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগী আত্মা করিবে মনন॥
চিন্তামণি লাভে সব চিন্তার নিধন।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি যত্ন কর সাধুজন॥ ৩২॥

অথ ত্যক্ত বিষয়ে পুনঃ প্রবৃত্তি হেতু কথন।

পয়ার।

শিষ্য শুনি গুরু বাক্য আনন্দ অপার।
প্রণত পতিত ভুবি হয়ে দণ্ডাকার॥
উঠিয়ে সংযত মন করে নিবেদন।
দয়াকরি কর আর সংশয় ছেদন॥
পাপ কর্ম্ম জানি হয় বিরতি যাহায়।
কেন প্রভো পুন হয় প্রবৃত্তি তাহায়॥
না করিব যাহা সদা নিশ্চয় মানস।
কি হেতু প্রবর্ত্ত তাহে হইয়ে অবশ॥
কহেন প্রসন্ন গুরু শুন মর্ম্ম তার।
কেবল অভ্যাস দোষ হেতু জান সার॥
নানা জন্ম অভ্যাসে স্বভাব বুদ্ধি পায়।
উদয় হইয়ে করে প্রবর্ত্ত তাহায়॥
বহুমত যত্নে যদি হয় সাবধান।
তথাপি অভ্যাসে রত স্বভাব প্রধান॥
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম তাহে না হয় বিচার।
বুদ্ধির স্বভাব হয় বলেছে প্রচার॥
নাশিতে স্বভাব মন্দ বুদ্ধি অনুগত।
কর্ম্মের বিধান শ্রুতি করে বিধিমত॥

সৎসঙ্গ বিবেক গুরু শাস্ত্র উপদেশ।
কুস্বভাব নাশ জন্য সুকর্ম্ম আদেশ॥
সৎকর্ম্ম অভ্যাস হয় কুস্বভাব নাশ।
অভ্যাসে অভ্যাস যায় জগতে প্রকাশ॥
এই হেতু শিক্ষা দীক্ষা কর্ম্মের বিস্তার।
ত্যজয়ে স্বভাব বুদ্ধি অভ্যাসে প্রচার॥
অসৎ অভ্যাস পাপ রাগ দ্বেষময়।
তাহাতে মলিন সদা বুদ্ধি অতিশয়॥
সময়ে উদয় হয় স্বভাব প্রবল।
অবশে প্রবর্ত্ত জীব তাহাতে চঞ্চল॥
সৎকর্ম্ম সাধনে বুদ্ধি করিবে শোধন।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম দেব আরাধন॥
ভক্তি যোগ শম দম বৈরাগ্য নিয়ম।
দয়া ক্ষমা সত্য তপ আর্জব সংযম॥
সৎসঙ্গ বিবেক শ্রদ্ধা গুরু উপদেশ।
বুদ্ধির শোধনে সব ঔষধ বিশেষ॥
অভ্যাস রহিত বুদ্ধি হইবে নির্ম্মল।
পঙ্ক লিপ্ত মণি ধৌতে স্বভাবে উজ্জ্বল॥
বিচারে উৎপন্ন জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশ।
অধ্যাস সহিত সব অনিত্য বিনাশ॥
বিলীন আত্মাতে বুদ্ধি যাবৎ না হয়।
কিঞ্চিৎ বিষয়াভাসে স্বভাবে উদয়॥
যেমন যোষিৎ দুষ্টা পাইয়ে সময়।
প্রবল স্বভাবে যার প্রিয়রতা হয়॥
বিবিধ উপায় যোগে করিবে রক্ষণ।
বিষয়ানুসঙ্গ নাহি দিবে বিচক্ষণ॥
লক্ষেতে সংযুক্ত করি রাখিবে সুস্থির।
লক্ষচ্যুতমাত্র রত বিষয়ে অস্থির॥

পিঞ্জরের পক্ষী যদি দ্বারমুক্ত পায়।
মন অভিলাষে বনে উড়িয়ে পলায়॥
বন্ধন বিমুক্ত অশ্ব ধাবিত যেমন।
বিষয়ে সে মত্ত রত কর্ম্ম ত্যক্ত মন॥
অতএব সাধু সদা হবে সাবধান।
কর সাধুজন তাহে উচিত বিধান॥ ৩৩॥

অকস্মাৎ বৈরাগ্য বা জ্ঞানোদয়ের হেতু কথন।

পয়ার।

প্রণমিয়ে পুন শিষ্য করে নিবেদন।
কৃপা করি কর আর সংশয় ছেদন॥
অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ভোগ রত জন।
হঠাৎ বিরাগী হয় জ্ঞানের ভাজন॥
বিলিপ্ত কুকর্ম্ম পাপে কল্মষ দোষচয়।
অকস্মাৎ কি হেতু তাহাতে জ্ঞানোদয়॥
গুরু বাক্য শুন তাত হয়ে একমন।
বলেছি তোমারে পূর্ব্বে স্বভাব লক্ষণ।
পূর্ব্ব জন্মে সাধন করিয়ে জ্ঞানযোগ।
তৎপূর্ব্ব অভ্যাস বসে করে সব ভোগ॥
অভ্যাসিত জ্ঞান পুন হইয়ে উদয়।
অকস্মাৎ স্বভাবতঃ সেই বুদ্ধি হয়॥
ভোগে অনাসক্তি তাহে বিষয় বিরাগ।
জ্ঞানপথ অবলম্ব গুরু অনুরাগ॥
বিনা উপদেশে জ্ঞান উদয় যাহার।
পূর্ব্ব জন্ম অভ্যাসিত নিশ্চয় তাহার॥
কিঞ্চিৎ রচিয়ে গ্রন্থ কবি নিদ্রা যায়।
সে বুদ্ধি জাগিলে হয় পূর্ণ করে তায়॥

সেই মত পূর্ব্ব বুদ্ধি অভ্যাস স্বভাব।
উদয়ে প্রকাশ করে নিজ যত ভাব॥
বাল্যকালে বহুদিন যেবা অভ্যাসিত।
যৌবন বার্দ্ধক্যে নিজ ভাবে প্রকাশিত॥
এই হেতু শ্রেষ্ঠ সাধু কহেন অভ্যাস।
অভ্যাস স্বভাব প্রাপ্ত বুদ্ধি নহে নাশ॥
জ্ঞানের অভ্যাসে বুদ্ধি হয় জ্ঞান রূপ।
বিলয় হইলে মাত্র প্রকাশ স্বরূপ॥
মুক্তিতে বিশেষ যত্ন, বৈরাগ্য অভ্যাস।
এ তিন মুমুক্ষু ধন জানিবে নির্য্যাস॥
সতত চঞ্চল চিত্ত অভ্যাসে অচল।
অভ্যাস রহিত ক্রম নিয়ম বিফল॥
গ্রন্থ পাঠ অনভ্যাসে ফলোদয় নয়।
শ্রম অভিমান মাত্র স্মরণ না হয়॥
সৎকর্ম্ম অভ্যাসে হয় কুস্বভাব নাশ।
কাম্যকর্ম্ম বিধি তাত এহেতু প্রকাশ॥
স্বভাব অন্যথা হয় অভ্যাসের গুণ।
অভ্যাসে স্বভাব কহে অভ্যাস নিপুন॥
যে কর অভ্যাস জন্মে নৈপুণ্য তাহায়।
অভ্যাসে তদ্রূপ বুদ্ধি সুপ্রকাশ পায়॥
শুনিলে সকল যুক্তি অভ্যাস স্বভাব।
সাধুজন অনভ্যাসে সকল অভাব॥ ৩৩॥

অথ শ্রেষ্ঠকর্ম্ম জপধ্যান কথন।

পয়ার।

করুণা বশেতে গুরু হইবে সদয়।
কহেন মধুরবাণী আনন্দ হৃদয়॥

সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ জপ জপ হইতে ধ্যান।
উভয় একত্র যোগে পরম কল্যাণ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য সর্ব্ব কর্ম্মেতে প্রকাশ।
জপ ধ্যানে একাগ্রতা চাপল্য বিনাশ॥
কায় মন বাক্য ঐক্য জপে স্থির মন।
বাক্যে জপ করে সঙ্খ্যা মনেতে মনন॥
ভাগ্যোদয়ে যদি মন ধ্যানে স্থির হয়।
তাহার সমান আর কোন কর্ম্ম নয়॥

অথ মনের স্থৈর্য্য উপায়।

পয়ার।

ধ্যান কথা শুনি শিষ্য করে নিবেদন।
স্থির হবে কিসে ধ্যান সচঞ্চল মন॥
চঞ্চল সলিলে রবি নহে সুপ্রকাশ।
সেমত চঞ্চল মনে ধ্যান প্রতিকাশ॥
দয়া করি কহ নাথ বিশেষ উপায়।
সুস্থির চঞ্চল মন ধ্যান হয় যায়॥
করুণা প্রকাশে গুরু কহেন বচন।
শিষ্য হৃদি ক্ষেত্র যেন পীযূষে সেচন॥
ইহার উপায় তাত বৈরাগ্য অভ্যাস।
মন ধ্যান স্থির হয় ইহাতে নির্য্যাস॥
বৈরাগ্য হইলে মন বিষয়ে না ধায়।
ধ্যান গত হয়ে সুখে নিরত তাহায়॥
অভ্যাস স্বভাব প্রাপ্ত তাহে লিপ্ত মন।
মন ধ্যান স্থির হবে করিলে যতন॥
স্বভাবে সতত করে ধ্যানেতে মিলিত।
সকল অবস্থাভাবে হবে অচলিত॥

অথ বৈরাগ্য কথন এবং তদুপায়।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য কহ দয়াময়।
বিষয়ে বৈরাগ্য নাথ কি রূপেতে হয়॥
দুস্ত্যজ্য বিষয় অতি দুরাশয় আশা।
সদুপায় বল শুনি সুমধুর ভাষা॥
কহেন করুণাবিষ্ট গুরু মিষ্টবাণী।
শ্রবণ করহ কথা অনিষ্ট নাশিনী॥
সকল বিষয়ে দোষ দৃষ্টি অনুক্ষণ।
নিজ মৃত্যু স্মরে সদা সাধু বিচক্ষণ॥
মৃতদেহ অস্থি আদি দেখয়ে সর্ব্বথা।
নিজ দেহ গতি ভাবে তেমত নান্যথা॥
অন্যের মরণে শোক মোহেতে রহিত।
চিন্তাকরে নিজ মৃত্যু নিশ্চয় সহিত॥
এ উপায়ে হয় তাত বৈরাগ্য উদয়।
প্রয়োজন শূন্য হেয় বস্তু সমুদয়॥
ব্রহ্মাদি স্থাবরাবধি যে বস্তু সকল।
কাক বিষ্ঠা সমভাব বৈরাগ্য নির্ম্মল॥
বৈরাগ্যের রূপ সাধু কহে অনুপম।
বিষয়ে হেয়তা বুদ্ধি বান্তাশন সম॥
যখন হইবে তাত বিষয়ে বিরাগ।
ঈশ্বর আশ্রয় মনে ভক্তি অনুরাগ॥
বিষয় ত্যজিলে তাত বৈরাগ্য সে নয়।
রাগাসক্তি ত্যাগ জান বৈরাগ্য নিশ্চয়॥
সংযুক্ত অভুক্ত ভুক্ত এতিন বিরাগ।
বিশেষ তাহার মর্ম্ম শুন মহাভাগ॥

অভুক্ত অজ্ঞাত রস ভোগেতে বিরত।
ভোগ করি ত্যাগে ভুক্ত দেখি দোষ যত ॥
সংযুক্ত বৈরাগ্য হয় ভোগের সহিত।
ভোগ করে অনাসক্ত বাসনা রহিত ॥
অভুক্ত ভুক্তেতে পুন বাসনা সম্ভব।
সংযুক্ত রহিত দোষ কর অনুভব ॥
মনেতে আসক্তি অতি না থাকে বিষয়।
অনর্থের হেতু তাত জান যেই হয় ॥
বিষয় বিশেষ আছে নাহি অনুরাগ।
দোষহীন সে বিষয় জান তাহে ত্যাগ ॥
অনুরাগ হয় যদি সমূল নিধন।
লিপ্ত হয়ে লিপ্ত নহে তবে সাধুজন ॥ ৩৪ ॥

অথ দোষিত ও নির্দ্দোষ বৈরাগ্য।

পয়ার।

ক্রোধে, ভয়ে, শোকে, লোভে, যশ অভিলাষে।
লজ্জা, অভিমান, রোগ বশে, মান আশে ॥
এরূপে বিরক্তি তাত মূল শুদ্ধ নয়।
হেতু নাশে তার নাশ নাহিক সংশয় ॥
হেতু যুক্ত আনুরক্তি না থাকে সমান।
সহেতু বৈরাগ্য সেই মত অনুমান ॥
বিবেকে জানিয়ে দোষ বিষয়ে নিশ্চয়।
মুমুক্ষুত্ব সহিত বৈরাগ্য সত্য হয় ॥
এমত বৈরাগ্যে তাত হয় সর্ব্ব সুখ।
সহেতু হইলে তাহে অন্তর্ভূত দুখ ॥
যে বৈরাগ্যে আশক্তি বাসনা সহ নাশ।
মুক্তির কারণ যাহে বিজ্ঞান প্রকাশ ॥

নবদ্বার বদ্ধ করি যোগে কিবা ফল।
অন্তরে বিষয়াসক্তি মানস চঞ্চল॥
বাহ্যেতে বিষয় যুক্ত নির্লেপ অন্তর।
সেই ধন্যযোগী তার কথা স্বতন্তর॥
বনেবাস গৃহে মন অনর্থ কেবল।
গৃহে বসি বনবাসী ভাব সুনির্ম্মল॥
শম দম পরায়ণ বৈরাগ্য বিহীন।
মরু ভূমি জলসম জানয়ে প্রবীন॥
শমাদি রহিত মনে বৈরাগ্য নির্ম্মল।
সুরূপ ভূষণ হীন স্বরূপে উজ্জ্বল॥
আপনি শমাদি হয় হইলে বিরাগ।
স্বজনে বেষ্টিত ধনী জন মহাভাগ॥
দুই বৃত্তি এককালে মনের না হয়।
একের উদয়ে অন্য বৃত্তি নাহি রয়॥
অনুরাগে লিপ্ত যবে বিরাগ রহিত।
না হয় বিরাগ অনুরাগের সহিত॥
বৈরাগ্য আশ্রয় মন করিবে যখন।
আপনি বিষয় ভোগে বিরত তখন॥
আসক্তি বাসনা যদি নাহি থাকে মনে।
ধাবিত না হবে চিত্ত ভোগ অন্বেষণে॥
নির্ম্মল বৈরাগ্যে মন চাঞ্চল্য রহিত।
সুস্থির হইবে ধ্যানে তবে সুবিহিত॥

সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য কথন।

পয়ার।

সাবধানে শুন কহি সর্ব্ব কর্ম্ম সার।
সকল সিদ্ধান্ত মত প্রসিদ্ধ বিচার॥

না দেখি জগতে কর্ম্ম সৎসঙ্গ সমান।
মুমুক্ষু জনের ধন কহে জ্ঞানবান্॥
বিপুল বিস্তার অতি ভব পারাবার।
তরণের হেতু সেতু সৎসঙ্গ তাহার॥
কামধেনু কল্পতরু সেবিলে যে ফল।
সৎসঙ্গ প্রসাদে সাধু পায় সে সকল॥
যজ্ঞব্রত তপদানে যে ফল সঞ্চয়।
সৎসঙ্গ গমনে তাহা পদে পদে হয়॥
ব্রহ্মাদি দেবতা পুজি ভক্তির সহিত।
যেবা ফলে সেই হয় সৎসঙ্গ উদিত॥
সৎসঙ্গে সংশয় নাশ নির্ম্মল হৃদয়।
বিবেক বৈরাগ্য হয় স্বভাবে উদয়॥
পরম পবিত্র মন কলুষ বিনাশ।
বুদ্ধি শুদ্ধি শ্রদ্ধাজ্ঞান বিমল প্রকাশ॥
কোটি জন্ম পুণ্যবশে যার ভাগ্যোদয়।
সৎসঙ্গ ভাগ্যেতে সেই সঙ্গতি সম্ভব॥
লবমাত্র সাধু সঙ্গে সৌভাগ্য সঞ্চার।
শতবর্ষ নিজ কর্ম্ম তুল্য নহে তার॥
পরশ পরশে লৌহ কাঞ্চন যেমন।
সাধু সঙ্গে সাধু হয় অসাধু তেমন॥
কাঞ্চনে না হয় কভু স্পর্শ মণিগুণ।
পরশ স্বভাব হয় সৎসঙ্গ নিপুন॥
কুনীতি সুনীতি যত জগতে প্রচার।
সঙ্গদোষ গুণে তাত তাহার সঞ্চার॥
কুসঙ্গে কুমতি গতি আচার কুৎসিত।
সৎসঙ্গে সুমতি জ্ঞান সদাচার হিত॥
সুবর্ণ জড়িৎ কাঁচ মনি সম মান।
রাঙ্গের সহিত মনি কাচের সমান॥

মলিন কর্দ্দম জল ধুলীতে মিলিত।
চন্দনের সঙ্গে দিব্য সুগন্ধ ললিত॥
সুগন্ধিত তিল, তৈল পুষ্প সহবাসে।
মিলিত কর্পূর জল পুর্ণিত সুবাসে॥
রত্নমণি সঙ্গে সুত্র সম্মানে ভূষণ।
মণি সঙ্গে হীন হয় ভূষণে দূষণ॥
ক্ষীররূপ গুণ নীর ক্ষীর সঙ্গে পায়।
দুগ্ধে দধি বিন্দু মিলি দধিকরে তায়॥
সলিল শর্করা সঙ্গে মধুর সরস।
নিম্ব সঙ্গে মিলি সেই হয় তিক্তরস॥
সঙ্গ অনুসারে গুণ স্বভাব আচার।
বচন চলন ভাব নিয়ম বিচার॥
কাঞ্চনে মিলিলে তাম্র সুবর্ণ প্রকাশ।
রঙ্গ সঙ্গে কাংস্য হয় জানিবে নির্য্যাস॥
যতনে সৎসঙ্গ রত হইবে সুজন।
সঙ্গগুণে হয় লোকে লাঞ্ছনা পুজন॥
সাধু সেবা সাধুসঙ্গ করে ভাগ্যবান্।
সৌভাগ্য উদয় তার পরম কল্যাণ॥
অনর্থ সময় আয়ু মিছে কাযে যায়।
সুবোধ সফল করে সাধু সঙ্গে তায়॥
বৃথা ক্রীড়া বশে কাল না করে যাপন।
তৎ সফল সাধু সঙ্গে করে আলাপন॥
বিষয় আবৃত সদা মন্দ বুদ্ধি নর।
সুজন সৎসঙ্গ করে পেলে অবসর॥
শুনি সাধু সমাগম হবে উপস্থিত।
সঙ্গকরি বুদ্ধি মন মালিন্য রহিত॥
অবধানে সাধু যদি না কহে বচন।
তথাপি করিবে তার নিকটে গমন॥

সাধুগণ বাক্য যেবা কহে পরস্পর।
শ্রবণে পবিত্র হবে মোদিত অন্তর॥
সাধুর সহজ বাণী হবে দুঃখ তাপ।
চিত্ত শান্ত কর বাক্য করে নাশ পাপ॥
সাধুর সমাজে অন্য নাহি কথা আর।
সৎপ্রসঙ্গ সাধুচর্চ্চা তত্ত্বজ্ঞান সার॥
বুদ্ধির মালিন্য দোষ সৎসঙ্গে প্রয়াণ।
সুযত্নে তাহাতে রত হবে পুণ্যবান্॥ ৩৬॥

অথ সাধু লক্ষণ।

ত্রিপদী।

হইয়ে সংযত মন, করে শিষ্য নিবেদন,
সাধুজন লক্ষণ কেমন।
সৎসঙ্গ করিতে বিধি, কেবা সৎ দয়ানিধি,
বল নাথ বিশেষ যেমন॥
কহেন সদয় গুরু, দয়াজ্ঞান কল্পতরু,
শুন তাত বিস্তর তাহার।
সাধু সৎ নহে ভিন্ন, কি কব বিশেষ চিহ্ন,
নানাভাবে করেন বিহার॥
বিবেক বৈরাগ্য রত, বিচার নৈপুণ্য মত,
শুদ্ধি বুদ্ধি নির্ম্মল হৃদয়।
কাম আদি রাগদ্বেষ, ক্রোধ মোহ দম্ভ লেশ,
রহিত অন্তর সুখময়।
দয়া ক্ষমা সত্য শান্তি, আর্জ্জব সন্তোষ দান্তি,
যুক্তমন বিহীন বিকার॥
লাভ অপচয়, হর্ষ না বিষাদ হয়,
সুখ দুঃখ সমান স্বীকার॥

সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, সম মান অপমান,
সঙ্কল্প বিকল্প হীন মন ।
মিত্র রিপু জয়াজয়, সমান আনন্দময়,
সর্ব্বভাবে স্বভাবে মগন ॥
স্বয়ং ব্রহ্ম রূপ হয়, পরংব্রহ্ম বিলোকয়,
পরাৎপর নিত্য নিরাময় ।
সদা মন আনন্দিত, সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত,
নিস্পৃহ উদার দয়াময় ॥
যথা তথা অবস্থান, লাভালাভ সমজ্ঞান,
স্বল্প কিবা বহুল প্রকার ।
সতত সন্তুষ্ট মন, নাহি কোন প্রয়োজন,
ভোগ সব নিষ্কাম তাহার ॥
অহেতুক দয়াসিন্ধু, কৃপাময় দীনবন্ধু,
মুক্ত দেহ জগত পাবন ।
যথা হয় অবস্থান, ধন্য পুণ্য সেই স্থান,
নগর, শিখর কিবা বন ॥
বিগত উদ্বেগ ভয়, গম্ভীর শীতলাশয়,
সহিষ্ণুতা শীল ধৈর্য্যবান্ ।
পর উপকার রত, মৎসরাভিমান গত,
সাধুশাস্ত্র রহিত সমান ॥
বিশেষ জানিবে তার, কহি শুন মর্ম্মসার,
ত্রিবিধ হয়েন সাধুগণ ।
সকল বিচার সিদ্ধ, প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ,
ভাব বাক্যে বুঝিবে সুজন ॥
নানা ভাব নানাবেশ, ভ্রমে সাধু নানাদেশ,
স্বভাবে অভাব কভু নয় ।
সবাস অম্বর হীন, সসম্পদ কিবা দীন,
মূঢ় সম বিজ্ঞতম হয় ॥

যেজন সুজন হবে, সেবায় নিরত রবে,
বেশভূষা না করে বিচার।
সেবায় সুভাগ্যোদয়, ভাগ্যে সাধু লাভ হয়,
শাস্ত্র সেবা বলেতে প্রচার॥
সঙ্গ করি অনিবার, শুনিবে বচন তার,
বাক্যেতে প্রকাশ হবে ভার।
যে দ্রব্য উদরে রয়, তাহার উদ্গার হয়,
সেইমত বচন স্বভাব॥
শুনিয়ে সকল বাক্য, লক্ষেতে করিবে ঐক্য,
অপক্ক বিপক্ক জানে শেষ।
সুপক্ক মধুর রস, তাহে মন কর বশ,
ত্যজ সাধু অপক্ক বিশেষ॥

অথ বেশধারী সাধু।

পয়ার।

বচনে নিপুন অতি অন্তর অসার।
শুক মুখে রাম নাম শব্দমাত্র সার॥
বেদশাস্ত্র দর্শী বহু পাণ্ডিত্যে সরস।
না জানে পরম তত্ত্ব দর্ব্বী পাকরস॥
সমল চঞ্চল মন বাক্যে মৌন ভাব।
বৈখরী বচনে মৌন বালক স্বভাব॥
নয়ন মুদিত চিত্ত বিষয়ে ধাবিত।
মন্দ বুদ্ধি অন্ধদেহ নির্ব্বাহে ভাবিত॥
বাহ্যেন্দ্রিয় স্থির ধ্যানে চিন্তন বিষয়।
বিড়াল বকের বৃত্তি দম অতিশয়॥
অন্তর মলিন অতি পবন আহার।
ভুজঙ্গ স্বভাব সঙ্গ অনর্থ তাহার॥

শৈলগুহ বনেবাস ভোগাসক্ত মন।
বিজ্ঞান বৈরাগ্য হীন শার্দ্দূল যেমন ॥
সুশোভিত কেশজটা অতি লম্বমান।
অজ্ঞান ভুজঙ্গাহারী ময়ূর সমান ॥
জ্ঞান হীন ভস্ম অঙ্গ দণ্ড উচ্চরব।
গ্রাম্য সিংহ স্বভাব সমান অনুভব ॥
তৃণ পর্ণোদকাহারী সদা বনেবাস।
হরিণাদি পশু যথা অজ্ঞান বিলাস ॥
সহ্য শীত বাতাতপ ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম।
বিচরে শূকর আদি অজ্ঞান বিষম ॥
জ্ঞান হীন ত্যক্ত লজ্জা ভ্রমে দিগম্বর।
গর্দ্দভাদি পশু যথা মলিন অন্তর ॥
জলমগ্ন কণ্ঠাবধি তপো জ্ঞান হীন।
সলিলে করয়ে বাস গ্রাহভেক মীন ॥
বিষয়ে খণ্ডিত মন মুণ্ডিত শরীর।
মেষ বেশ অনুপম অজ্ঞান অধীর ॥
জ্ঞান হীন রক্তবস্ত্রে তনু সুশোভিত।
যেমত দণ্ডের শোভা পতাকা সহিত ॥
তপোব্রত কায় কষ্ট বিবিধ প্রকার।
অজ্ঞান বিফল যথা বল্মীক প্রহার ॥
লোক মনোরঞ্জন এমত নানা বেশ।
তত্ত্বজ্ঞানে মাত্র মুক্তি সাধুতা বিশেষ ॥
ভোগীকর্ম্মে রত যোগে দেহ অভিমান।
জ্ঞানী মুক্তি অভিমানী শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
অভিমান শূন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়।
গ্রহণ বর্জ্জন নাই সর্ব্ব আত্মময় ॥
আশ্রম অবস্থা সব সমান তাঁহার।
চৈতন্য সমাধিযুক্ত সতত বিহার ॥

ত্যক্ত কর্ম্ম মুক্ত দেহ চৈতন্য স্বরূপ।
ভেবে দেখ সাধুজন এভাব অনুপ॥

অথ যোগ বিবরণ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন করে কহ দয়াময়।
দেহ অভিমান নাথ কোন যোগে হয়॥
কহেন সদয় গুরু কর হে শ্রবণ।
যোগের বিশেষ মর্ম্ম জানে যোগী জন॥
বিবিধ আসন মুদ্রা নিয়ম সহিত।
শরীর স্বাচ্ছন্দ্য পুষ্টি আরোগ্য বিহিত॥
এই হঠযোগে হয় দেহ অভিমান।
অনেক কৌশল কল ব্যায়াম সমান॥
কর্ম্মে যোগে রত কর্ম্মী মানে কর্ম্মসার।
সাংখ্যযোগে নিষ্ঠযোগী নিপুন বিচার॥
ষট্ চক্র ভেদন যোগ জ্ঞান শিবময়।
কুণ্ডলিনী যোগে যাহে সর্ব্ব তত্ত্ব লয়॥
কেবল শাশ্বত শিব হয়েন প্রকাশ।
অভ্যাসে সাক্ষাৎ মুক্তি অজ্ঞান বিনাশ॥
জীব ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞান যোগ অনুপম।
বেদান্ত বিদিত তত্ত্ব বিচার নিয়ম॥
যোগ শব্দে সুমিলন জানে বিচক্ষণ।
উভয়ে করিবে ঐক্য জানিয়ে লক্ষণ॥
খেচরত্ব আদি সিদ্ধ বায়ুবন্ধযোগ।
চমৎকার নানাবিধ সর্ব্ব কর্ম্মভোগ॥
প্রাণায়াম বিধি পাপ নাশের কারণ।
মন স্থির হেতু সাধু করে আচরণ॥

পূরকের চতুর্গুণ কুম্ভকে বিধান।
দ্বিগুণে রেচন বায়ু জপ পরিমাণ ॥
প্রণব বা মন্ত্র জপ বিধি জান তায়।
সাবধানে শব্দ নিজ কর্ণে নাহি পায় ॥
বামেতে পূরণ বায়ু দক্ষিণে রেচন।
উভয় নিরুদ্ধ স্থির কুম্ভক বচন ॥
প্রাণায়ামে অঙ্গুলি নিয়ম জান তিন।
তর্জ্জনী মধ্যমা বিনা কহেন প্রবীণ ॥
পদ্মাসনে বসিয়ে অভ্যাস করে ধীর।
যত্নযুক্ত যোগরত সুস্থির শরীর ॥
অধমে প্রকাশ স্বেদ মধ্যমে কম্পন।
উত্তমে অধীন ত্যাগ এই নিরূপণ ॥
দুগ্ধ ঘৃত সৈন্ধবাদি করে অল্পাহার।
জিতেন্দ্রিয় ত্যক্ত শ্রম যথেষ্ট বিহার ॥
অর্দ্ধোদর পুরে অন্ন তদর্দ্ধ সলিল।
একাংশ রাখিবে শূন্য চলিতে অনিল ॥
অতি নিদ্রাহার উপবাস জাগরণ।
যোগাভ্যাসী ত্যজিবে অধিক বিচরণ ॥
ষটচক্র ভেদন যোগ প্রাণায়াম আর।
মুমুক্ষু অভ্যাস করে জানি তত্ত্বসার ॥
প্রণব সগুণ ব্রহ্ম আকার প্রকাশ।
ত্রিগুণ সহিত মায়া ব্রহ্ম সুবিলাস ॥
তত্ত্ব জান কুণ্ডলিনী প্রণব রূপিণী।
ত্রিগুণা পরমা মায়া বিশ্ব প্রসবিনী ॥
নির্গুণ পরম ব্রহ্মে মিলন তাহার।
যোগেতে প্রকাশ শিব ব্রহ্ম নিরাকার ॥
যোগ বিবরণ বাক্য পরম উল্লাস।
এই যোগে পূর্ণানন্দ জান কাশীদাস ॥ ৩৭ ॥

অথ প্রারব্ধাদি কর্ম্ম কথন।

পয়ার।

যোড়পাণি পুনঃ শিষ্য করে নিবেদন।
কৃপায় করিলে সব সংশয় ছেদন॥
প্রারব্ধে শরীর ভোগ দুঃখ সুখ হয়।
কাহারে প্রারব্ধ বলে কহ দয়াময়॥
হাসিয়ে কহেন গুরু শুন তাত সার।
প্রারব্ধে বিশেষ কর্ম্ম দৈব নাম যার॥
প্রারব্ধ, সঞ্চিত, কর্ম্ম আর ক্রিয়মান।
এতিন প্রকার কর্ম্ম কহে জ্ঞানবান॥
নানা জন্ম কৃতকর্ম্ম একত্র সঞ্চয়।
সঞ্চিত তাহার নাম ক্রমে ভোগ হয়॥
তার মধ্যে ফলোন্মুখী কর্ম্ম সমুদয়।
শুভাশুভ একত্রিত প্রারব্ধ উদয়॥
অদৃষ্ট, প্রারব্ধ, দৈব পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম।
সুখ দুঃখ আদি ভোগ দেহে তার ধর্ম্ম॥
আপাতত কৃতকর্ম্ম ক্রিয়মাণ নাম।
ক্রমেতে তাহার যোগ ভোগ পরিণাম॥
প্রারব্ধে উৎপন্ন দেহ পোষণ তাহায়।
সেই পরিমাণে স্থিতি ভোগে নাশ পায়॥
বিপদ, সম্পদ, সুখ দুঃখ তাহে ভোগ।
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি হয় বিবিধ উদ্যোগ॥
কমণ্ডলু মগ্ন কর জলনিধি জলে।
না উঠে অধিক জল যতন কৌশলে॥
বিনাভোগে কোনমতে প্রারব্ধ না যায়।
বলেতে করায় ভোগ ভোগে নাশ পায়॥

দেহে ভোগ হয় যত প্রারব্ধের ফল।
প্রকাশ সময় বশে হয় অবিকল ॥
তত্ত্বজ্ঞানে ক্রিয়মাণ বিনাশ সঞ্চিত।
ভোগের কারণ শেষ না থাকে কিঞ্চিত ॥
বিনা ভোগে ক্ষয় নয় প্রারব্ধ নিশ্চয়।
যেমত উৎসৃষ্ট বাণ নিবারিত নয় ॥
কুরঙ্গ বুদ্ধিতে ত্যক্ত পূরিত সন্ধান।
পশ্চাৎ নিশ্চয় গাভী ব্যর্থ নহে বাণ ॥
প্রারব্ধে নিশ্চয় রূপে নির্ভর যাহার।
পরাজিত লোভ আশা কামনা তাহার ॥
আসক্তি ত্যজিতে শক্ত সেই সাধু বীর।
ত্যক্তচিন্ত সুনির্ব্বাহ প্রারব্ধে শরীর ॥
দারু যেন লয়ে যায় প্রবাহিত জলে।
কখন উন্নত স্থানে কভু নিম্ন স্থলে ॥
সেমত প্রারব্ধ বশে শরীরের গতি।
জানিয়ে ত্যজিবে চিন্তা সাধু শান্তমতি ॥
করিলে উদ্যোগ চিন্তা বিবিধ প্রকার।
অন্যথা না হয় মাত্র মোহের বিকার ॥
অবিকল দিবে ফল না হবে অন্যথা।
তবে মিছা চিন্তা যত্নে ত্যজহ সর্ব্বথা ॥

অথ প্রারব্ধ কর্ম্মভোগে পাপ পুণ্যের কারণ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন ভোগ প্রারব্ধে নিশ্চয়।
পাপ পুণ্য গণ্য কেন তাহে দয়াময় ॥
প্রারব্ধ খণ্ডনে শক্ত নহে কোন জন।
সে কর্ম্মে কি হেতু পুণ্য পাপের ভাজন ॥

প্রশ্নেতে প্রসন্ন গুরু কহেন সদয়।
সহাস্য বদন অতি প্রফুল্ল হৃদয়॥
নাহিক সংশয় হয় প্রারব্ধের ভোগ।
অভিমান, আসক্তি তাহাতে মহারোগ॥
কর্ত্তা, ভোক্তা অভিমান মোহ অনুরাগ।
পাপ পুণ্য হেতু সেই জান মহাভাগ॥
আসক্তি রহিত মন শূন্য অভিমান।
পাপ পুণ্য হীন ভোগ পবন সমান॥
না জানে না মানে ভোগ হয় দৈব বশে।
মোহ হেতু অভিমান উদ্যোগ পৌরুষে॥
এ কারণে পাপ পুণ্য ঘটিবে তাহায়।
নিজ দোষে লিপ্ত হয়ে নানা ভয় পায়॥
জানি যে সুজন সদা হবে সাবধান।
আসক্তি বাসনা মোহ ত্যজ অভিমান॥

অথ পাপ পুণ্য ও নিষ্পাপ রূপ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন বল দীন দয়াময়।
পাপ পুণ্য কারে বলে নিষ্পাপ কি হয়॥
গুরু বাক্য শুন তাত বিবরণ তার।
জ্ঞানীর সম্মত সাধুগণের বিচার॥
রাজস তামস কর্ম্মে হিংসা রাগ দ্বেষ।
ক্রোধ লোভ মোহ আদি উদয় অশেষ॥
এ সকল পাপ যাহে মলিন অন্তর।
সে মলে আচ্ছন্ন বুদ্ধি হয় নিরন্তর॥
যাহাতে মলিন বুদ্ধি বিবেক রহিত।
সেই পাপ তাহে ভোগ বন্ধন সহিত॥

মালিন্য হইলে নাশ বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।
নিষ্পাপ তাহারে বলে জ্ঞানী মহাশয়॥
দোষ নাশ বুদ্ধি শুদ্ধি পুণ্য জান তায়।
বিবেক বৈরাগ্য শ্রদ্ধা আদি জন্মে যায়॥
উভয় বর্দ্ধন কর্ম্ম কামনার যোগ।
তাহাতে নরক স্বর্গ দুঃখ সুখ ভোগ॥
নির্ম্মল হইলে বুদ্ধি জ্ঞানের উদয়।
জ্ঞানোদয়ে পাপপুণ্য শূন্য সমুদয়॥
সর্ব্ব ভ্রান্তি শান্তি যাহে স্বরূপ প্রকাশ।
সব ত্যজি তাহে সদা কর অভিলাষ॥ ৪১॥

অথ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি পূজনের তাৎপর্য্য।

পয়ার।

পুন প্রণমিয়ে শিষ্য কহে সবিনয়।
কৃপা করি কর নাশ হৃদয় সংশয়॥
নির্ম্মাণ করিয়ে দেব মূর্ত্তির পূজন।
ভক্তিযুক্ত নানা মতে করে বহুজন॥
কেমনে সদ্গতি মুক্তি হবে প্রভু তায়।
চিত্র চন্দ্রে অন্ধকার নাশ কোথা পায়॥
কল্পতরু কামধেনু লিখে যদি বাসে।
তাহে কি কখন নাথ দরিদ্রতা নাশে॥
চিত্রিত নৌকাতে যত্ন করি অতিশয়।
তরিতে সরিত কেবা ক্ষম তাহে হয়॥
মীমাংসাতে কর নাথ এ সংশয় নাশ।
চিন্তিত ভাবিত অতি প্রণত এ দাস॥
কহেন হাসিয়ে গুরু শুন তাত সার।
দেবমূর্ত্তি পূজে সবে গূঢ় মর্ম্ম তার॥

চিত্ত একাগ্রতা আর মনের নিবেশ।
ইহাতে অবশ্য তাত হইবে বিশেষ॥
বহু শাখা বুদ্ধি তাত বিস্তৃত সংসারে।
অভ্যাস স্বভাবে রত্ত বিষয় অসারে॥
তাহে আহরণ করি একাগ্র করণ।
আসক্তি আকার রূপে ভক্তি প্রকরণ॥
বিষয়ে মলিন বুদ্ধি জানে সে বিষয়।
জ্ঞান মূর্ত্তি গ্রহণে অশক্ত অতিশয়॥
সংলগ্ন কেমনে হবে না হয় প্রতীত।
ভাবে কি আসিবে ভাব ভাবের অতীত॥
একারণে উপাসনা বিবিধ প্রচার।
নিরঞ্জন নিরাকারে কল্পনা আকার॥
রূপের বর্ণন শুনি মূর্ত্তি স্থির নয়।
কি রূপে মনন মনে না হলে উদয়॥
ধ্যানানুরূপিণী মূর্ত্তি এ হেতু নির্ম্মাণ।
ভাব শুদ্ধ মূর্ত্তি স্থির মানসে সমান॥
যেমত দর্শন বাহ্যে সে রূপ মনন।
মানসে উদয় যাহা দেখিবে নয়ন॥
সুস্থির মনেতে ধ্যান হইবে যখন।
প্রয়োজন বাহ্যে আর না হবে তখন॥
নানা ভাবে রত মন সতত চঞ্চল।
রূপাসক্ত করি তাহে করিবে অচল॥
মননে সেরূপ যবে ভুলে আপনায়।
আপনি বিলীন আত্মা রূপ দেখে তায়॥
জানিলে তাহার তত্ত্ব স্বরূপ প্রকাশ।
নাম রূপ বিবর্জ্জিত আত্মা নিরাভাস॥
ক্রমেতে আনন্দ বৃদ্ধি স্থূলে অবসর।
সুধা সিন্ধু প্রতিত না ভাবে সরোবর॥

ত্যাগ কর তত্ত্ব জ্ঞানে মূর্ত্তির পূজন।
অজ্ঞানে একাগ্র হেতু সাকার ভজন ॥
বালিকা পুত্তলি লয়ে খেলে মগ্না তায়।
প্রিয় অঙ্গ সঙ্গ পরে পুন নাহি চায় ॥
উপাসনা ভক্তি পূজা জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি যোগে লাভ মুক্তি উক্তি সাধারণ ॥
উপাসনা প্রধানত মানস প্রকার।
মনঃ স্থির হেতু সব বাহ্য পূজাচার ॥
সদামত্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয় সহ মন।
বশী আশে বাহ্য পূজা দ্রব্য আয়োজন ॥
কোনমতে লগ্ন করি মগ্ন কর তায়।
তৃষিত সলিলে তৃপ্ত সরিতে না ধায় ॥
বাহ্য পূজা জন্ম নানা দ্রব্য আয়োজন।
চঞ্চল তাহাতে বটে হয় চিত্ত মন ॥
উদ্দেশ্য উদ্দেশে সদা স্মরণ তাহায়।
সর্ব্ব কর্ম্মে স্মরণ স্বভাব মন পায় ॥
ক্রমেতে সচ্ছতাপ্রাপ্তি ভক্তি শক্তি বশে।
চাঞ্চল্য স্বভাব যায় যদি মনোবসে ॥
প্রথমেতে স্থূলাশ্রয় করিবে সুজন।
সুক্ষ্মদর্শী ক্রমে করে সুক্ষ্ম আলোচন ॥
স্বচ্ছতা স্বভাবে যত বুদ্ধির নিবেশ।
সূক্ষ্ম অনুভব তত হইবে বিশেষ ॥
শাস্ত্র গুরু উপদেশ বুদ্ধি অনুসারে।
যেমত ঔষধ বিধি রোগ অধিকারে ॥
স্থূল বুদ্ধি বিষয়ে মলিন অতিশয়।
বুঝিতে না পারে জ্ঞান বার্ত্তা সুখময় ॥
মলিন মুকুর সম বুদ্ধি মান্দ্য ভাব।
মার্জিলে যতনে তবে প্রকাশে স্বভাব ॥

দেখিতে স্বরূপ নিজ যদি অভিলাষ।
মাজরে মুকুর বুদ্ধি যত্নে কাশীদাস ॥ ৪২ ॥

অথ ভক্তি বিবরণ।

পয়ার।

মুক্তির কারণ ভক্তি বস্তু লাভ যায়।
শমাদি বিফল ভক্তি না থাকিলে তায় ॥
সেই ভক্তি মনো যাহে ঈশ্বরে নিবেশ।
তত্ত্বানুসন্ধান যত্ন তাহার বিশেষ ॥
জ্ঞানী উক্তি ভক্তি আত্ম তত্তানুসন্ধান।
সুবিদিত ভক্ত জনে ভক্তির বিধান ॥
স্নানাদি মার্জ্জন ভক্তি নবধা লক্ষণ।
তাহারে অপরা ভক্তি কহে বিচক্ষণ ॥
বিনা হেতু রূপাসক্তি সদা মন চায়।
পরাভক্তি গরীয়সী ভক্তজন গায় ॥
প্রবাহিতা গঙ্গা যেন নহে ধারাছেদ।
সেইমত পরাভক্তি অতি অবিচ্ছেদ ॥
সদা চিন্তা ধ্যান গুণ কীর্ত্তন স্মরণ।
মননে মোদিত মন একান্ত শরণ ॥
সতত ভাবনা ভাব প্রীতি অভিলাষ।
হৃদয়ে ভাবিয়ে রূপ আনন্দ বিলাস ॥
দিন দিন সরস নীরস নাহি হয়।
সংসারে উদাস মন ত্যক্ত লজ্জা ভয় ॥
আপনা আপনি সুখী ভাবিয়ে স্বরূপ।
ভাবে উল্লাসিত মন ভাব অপরূপ।
নাহি জানে পাপ পুণ্য মুক্তি যোগ যাগ।
রূপেতে মোহিত সদা রূপ অনুরাগ ॥

হর্ষযুক্ত চিত্ত নিত্য বিমর্ষ না দুখী।
ভাবে মগ্ন রূপ ভাবি মনে মনে সুখী॥
তার সুখে সুখী ত্যক্ত নিজ সুখ মান।
সন্তোষ স্বভাব মন সতত সমান॥
ভক্তি লতা সদা ভাব করেন আশ্রয়।
বিনা ভাবে স্বভাবে সুস্থিতা কভু নয়॥
সে ভাব পঞ্চধা তাত কহে সাধুজন।
অন্তর্ভূত নানা তার মানয়ে সুজন॥
শান্ত, সখ্য, দাস্য, আর বাৎসল্য, মধুর।
পঞ্চ মধ্যে এক ভাব লইবে চতুর॥
পিতৃ মাতৃ আদি ভাব আছে বহুতর।
আশ্রয় করিবে যাহে প্রশস্ত অন্তর॥
সুবোধ করিবে ভক্তি লয়ে এক ভাব।
ভাবান্তর মিশ্রে হয় স্বভাবে অভাব॥
ত্যজিবে কপট ভক্তি কেবল অসার।
একান্ত সরল চিত্ত ভাব অনুসার॥
অব্যভিচারিণী ভক্তি যদি ভাগ্যোদয়।
সফল জীবন তার নাহিক সংশয়॥
কামনা কাপট্য শাঠ্য তাহে মহাদোষ।
ত্যজি শুদ্ধ পরাভক্তি সাধিবে সন্তোষ॥
হেতুযুক্ত ভক্তি, স্নেহ, বিরাগ বিফল।
সতত সমান ভাবে না থাকে সকল॥
পরাভক্তি অনুপমা প্রেম নাম তার।
মধুর মাধুর্য্য রসে সর্ব্ব ভাব সার॥
প্রেমরসে পূর্ণ ত্যক্ত সকল মনন।
তবে প্রেমাস্পদ লাভ হবে সাধুজন॥ ৪৩॥

অথ চতুরাশ্রমাদি কথন।

পয়ার।

শুনিবৎ নত শিষ্য শ্রীগুরু সদন।
পুনর্ব্বার পুটপাণি করে নিবেদন॥
দীনবন্ধু দীনে দয়া করিয়ে প্রকাশ।
করিলে সংশয় চয় সমূল বিনাশ॥
শুনিতে বাসনা নাথ আশ্রম প্রকার।
আশ্রম কাহারে বলে কিবা ভাব তার॥
কহেন মধুর বাণী গুরু দয়াময়।
শ্রবণ করহ যাহে না থাকে সংশয়॥
শরীর নির্ব্বাহ ধর্ম্মে যে ভাব আশয়।
আশ্রম তাহার নাম শাস্ত্র লোকে কয়॥
ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, ভীক্ষাচার।
জ্ঞানীজন চতুর্ব্বিধ করেন বিচার॥
আদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বেদ অধ্যয়ন।
বিদ্যালাভে যত্নযুক্ত শাস্ত্র পরায়ণ॥
অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জিত সাবধান।
একাহারী সদাচারী সৎকর্ম্ম বিধান॥
দ্বিতীয় গার্হস্থ ধর্ম্ম সদার বসতি।
পুত্র উৎপাদন রক্ষা নিজ কুলরীতি॥
পিতৃশ্রাদ্ধ যজ্ঞদান কুল সদাচার।
অতিথি সেবন ব্রত বিবিধ প্রকার॥
লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম ধর্ম্মের সঞ্চয়।
সদ্বৃত্তি সাধন রক্ষা কীর্ত্তি যশময়॥
পঞ্চযজ্ঞ বিধি তত্ত্ব জ্ঞানের অভ্যাস।
সৎসঙ্গ সুনীতি সদামুক্তি অভিলাষ॥

শ্রেষ্ঠতর আশ্রম গার্হস্থ্য সুখময়।
চতুর হইলে দুই লোক রক্ষা হয়॥
সর্ব্বস্ব প্রদান পুত্রে অরণ্যে প্রস্থান।
বানপ্রস্থ তপোযুক্ত বনে অবস্থান॥
বনজে নির্ব্বাহ দেহ চিন্তা ভয় হীন।
মুক্তি যুক্তি সাধনে বঞ্চয়ে চিরদিন॥
চতুর্থ ভিক্ষুক যেই হইবে সন্ন্যাস।
ভিক্ষায় নিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস॥
সদ্গৃহে অন্নের ভীক্ষা উদর পূরণ।
উদার স্বভাব লোভ রহিতাচরণ॥
শাস্ত্রের অধীন চারি আশ্রম নিশ্চয়।
লঙ্ঘন করিলে বিধি প্রায়শ্চিত্তী হয়॥
ধর্ম্মাচার অতীত পতিত জান তায়।
বিপথ গমনে স্থান উদ্দেশ্য কে পায়॥
এ চারি আশ্রমী তাত সদা শ্রুতি দাস।
শ্রুতি শিরোমণি জ্ঞানী চৈতন্য বিলাস॥
*তত্ত্বজ্ঞ পরম হংস নহে শাস্ত্রাধীন।
স্বেচ্ছাচারী স্বয়ং বিভু বিধি বৈধহীন॥
নিষ্কর্ম্ম নিস্পৃহ শান্ত দেহ ছায়া রূপ।
সদানন্দ দ্বন্দ্বাতীত চিন্ময় স্বরূপ॥
হয়েন পরম হংস এ চারি সঙ্গক।
হংস পরমহংস, কুটীচক, বহূদক॥
যে আশ্রমে স্থিতি জ্ঞান করিয়ে অভ্যাস।
স্বরূপ আনন্দ লাভে ত্যজিবে অধ্যাস॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে সব সংশয় উচ্ছেদ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি স্মরিবেদ॥ ৪৪॥

অথ গৃহস্থাশ্রমে মুক্তির অসম্ভাবনা
সংশয় বিনাশ।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য কহ দয়াময়।
গার্হস্থ আশ্রমে জ্ঞান মুক্তির সংশয়॥
দারা পুত্র স্নেহে লিপ্ত চিন্তাযুক্ত মন।
লৌকিক রক্ষণে রত লইয়ে স্বজন॥
দৃঢ়তর বন্ধন তাহাতে অনিবার।
গার্হস্থে দুর্লভ মুক্তি কি যুক্তি তাহার॥
কহেন হাসিয়ে গুরু শুন তাত মর্ম্ম।
রক্ষণ কঠিন বটে এ আশ্রম ধর্ম্ম॥
সমস্ত গৃহস্থ তাত না হয় সমান।
ইহার বিশেষ তত্ত্ব জান মতিমান॥
গৃহস্থ ত্রিবিধ হয় কহে সাধুগণ।
গৃহমেধী গৃহব্রতী মুমুক্ষু গণন॥
গৃহ দেহ সম বুদ্ধি তৎ কর্ম্মে নিরত।
অবসর মাত্র নাই জাগ্রত যাবত॥
সাংসারিক কর্ম্ম ভিন্ন নাহি জানে আর
সংসারে নিবিষ্ট মন লয়ে পরিবার॥
গৃহ মেধী গৃহস্থে দুর্ল্লভ ভক্তি জ্ঞান।
অজ্ঞান মোহিত সদা না জানে কল্যাণ।
ব্রত রূপ গৃহ মানি আশ্রয় করণ।
বিধানত বিধিমত ধর্ম্ম আচরণ॥
যজ্ঞ তপ ব্রত দান নিয়ম সকল।
শ্রদ্ধাবান্ গৃহ ব্রতী করে অবিকল॥
ঈশ্বর ভজনে রত ধর্ম্মের সঞ্চয়।
শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘনে সভয় অতিশয়॥

মুমুক্ষু গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ সাধু মতিমান।
গৃহে বসি উদাসীন মুক্তির সন্ধান ॥
সংসার বন্ধন নাশে প্রযত্ন অশেষ।
দিবানিশি মুক্তি চিন্তা বিরাগ বিশেষ ॥
জ্ঞান চর্চ্চা সাধু সঙ্গ মুক্তি অভিলাষ।
বাহ্যত লৌকিক রক্ষা অন্তরে উদাস ॥
কোটি কোটি জন্ম কোটি পুণ্য ভাগ্যোদয়।
পরম দুর্ল্লভ গৃহে জ্ঞানী মহাশয় ॥
জীবনে জীবন জন্ম স্থিতি জলবল।
জীবন না স্পর্শে উচ্চ যেমত কমল ॥
পঙ্কে স্থিতি গতি নিত্য কীটের বিশেষ।
নাহি লাগে কোন রূপে অঙ্গে পঙ্ক লেশ ॥
গৃহেতে তত্ত্বজ্ঞ করে সেইমত বাস।
লিপ্ত মত লিপ্ত নহে যেমত আকাশ ॥
শুন তাত কহি আর বিচার সম্মত।
গৃহস্থে বিশেষ তপ যুক্তি অনুগত ॥
শরীর রক্ষণ হেতু যাহার ভোজন।
পুত্র জন্য নারী সঙ্গ যার প্রয়োজন ॥
পর উপকার ধর্ম্ম হেতু যার ধন।
অতিথি দেবতা জন্য গৃহ নিকেতন ॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ শৌচ সংযম নিয়ম।
দয়া ক্ষমা শান্তি শ্রদ্ধা ভক্তি অনুপম ॥
যজ্ঞ ব্রত সাধু সঙ্গ বিবেক বিরাগ।
মুক্তি অভিলাষ গুরু তীর্থ অনুরাগ ॥
গৃহস্থে থাকিলে সব সেই ভাগ্যধর।
ধন্য গণ্য ধরাতলে মান্য শ্রেষ্ঠতর ॥
এরূপ গৃহস্থ সাধু সঙ্গে পাপ নাশ।
পুণ্য দেশ সেই যথা করেন বিলাস ॥

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মর্ম্ম শুনিলে বিশেষ।
কর সাধুজন মন স্বতত্ত্বে নিবেশ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবিবেক রত্নাবল্যাং কর্ম্ম বিবেকো নাম
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

অথ বিজ্ঞান প্রকাশ নাম তৃতীয় খণ্ডারম্ভ।

অথ মুক্তি চেষ্টা উদ্দীপন।

পয়ার।

সংসার জলধি মগ্ন আত্মা নিরন্তর।
উদ্ধারিতে তাহে নিজে হবে যত্নপর॥
আপনি করিবে নিজ মুক্তির উপায়।
পরের বন্ধন দুঃখ পরে নাহি পায়॥
শিরোভার দুঃখ অন্যে করে নিবারণ।
স্বয়ং বিনা ক্ষুধা দুঃখে কে করে তারণ॥
ঋণের মোচন কর্ত্তা সুতাদি স্বজন।
স্বয়ং বিনা নাহি হয় বন্ধন মোচন॥
নিজমুক্তি জন্য নিজে হবে যত্নবান।
স্বতত্ত্বে নিবিষ্ট সাধু সাধিতে কল্যাণ॥
জ্ঞান বিনা নহে মুক্তি সর্ব্বযুক্তি বাণী।
মুক্তজন উক্ত বিদ্যা অবিদ্যা নাশিনী॥
তীক্ষ্ণ জ্ঞানায়ুধ কাটে সংসার বন্ধন।
ভস্মী হয় জ্ঞানানলে অজ্ঞান ইন্ধন॥
স্বরূপ আনন্দলাভ ভ্রমশান্তি যায়।
সাবধান হয়ে সাধু সাধিবে তাহায়॥
জনন মরণ দুঃখ সংসার যন্ত্রণা।
নাশিতে মুনীন্দ্র মনে জ্ঞানের মন্ত্রণা॥
কোটি কোটি কর কর্ম্ম পুণ্যের সঞ্চয়।
শত ব্রহ্মা গতে জ্ঞান বিনামুক্তি নয়॥

স্বতত্ত্ব হারায়ে ঘোর মায়া অন্ধকারে।
দেহ অভিমানে দুঃখ ভুঞ্জয় সংসারে॥
জ্ঞান দীপোদয়ে তত্ত্ব আপনি প্রকাশ।
স্বকার্য্য সহিত হয় মায়া তমোনাশ॥
পরম আনন্দ লাভে রুচি যার হয়।
স্বতত্ত্ব সাধনে যত্ন কর মহাশয়॥ ৪৬॥

অথ অধিকারী বিবরণ ও লক্ষণ।

পয়ার।

প্রণতি করিয়ে শিষ্য শ্রীগুরু সদন।
পুটাঞ্জলি সবিনয়ে করে নিবেদন॥
কৃতার্থ করিলে কৃপা করি কৃপাময়।
করুণা ভেষজ নাশ সংসার আময়॥
প্রপন্নে প্রসন্ন নাথ হও আর বার।
জ্ঞান বার্ত্তা শ্রবণে বাসনা অনিবার॥
আত্ম জ্ঞান বিনা মুক্তি কোন মতে নয়।
তাহে অধিকারী নাথ কোন জন হয়॥
বল প্রভু আত্ম জ্ঞানে অধিকার কার।
কোন্ জন যোগ্য পাত্র জ্ঞান সাধিবার॥
গুরু শুনি হৃষ্টচিত্ত সুমধুর হাস।
কহেন শুনহে তাত তাহার নির্য্যাস॥
সামান্য বিশেষ অধিকারী দুই মত।
সাধুজন সিদ্ধান্তিত সজ্জন সম্মত॥
সামান্য বিচার মতে করেন স্বীকার।
আপনারে জানিতে সকলে অধিকার॥
সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে যোগ্যতা সুনিবেশ।
তাহারে পাত্রতা রূপে কহেন বিশেষ॥

মুখ দেখিবার পাত্র দর্পণ সকল।
তাহাতে বিশেষ যেন হইলে নির্ম্মল॥
যেমন ইন্ধন সর্ব্ব দহন কারণ।
তাহে শুষ্ক আশু অগ্নি করয়ে ধারণ॥
আত্ম জ্ঞানে সর্ব্ব জীব আছে অধিকার।
আপনারে জানা মত হয় সবাকার॥
সংসার বন্ধন বোধ যাহার নিশ্চয়।
মুক্তি ইচ্ছা বশে সেই অধিকারী হয়॥
বন্ধীগণে মুক্তি যত্নে যেন অধিকার।
সেই মত সর্ব্ব জীব করিবে বিচার॥
বিষয়ে বৈরাগ্যোদয় যাহার যখন।
আত্ম জ্ঞানে অধিকার তাহার তখন॥
দেখিলে বৈরাগ্য ভাব নির্ম্মল বিশেষ।
তৎক্ষণে করেন সাধু জ্ঞান উপদেশ॥
অর্জ্জুনে বৈরাগ্য দেখি সমর সময়।
আত্ম জ্ঞান কহেন কেশব দয়াময়॥
অঞ্জনা তনয়ে দেখি বৈরাগ্য নির্ম্মল।
কহিলেন গীতা জ্ঞান পরম মঙ্গল॥
শ্রীরামে বশিষ্ঠ দেখি বৈরাগ্য প্রকাশ।
জ্ঞান উপদেশে করে সংশয় বিনাশ॥
মুক্তি ইচ্ছু জনে হয় জ্ঞানে অধিকার।
নাহি জাতি বর্ণাশ্রম যাহাতে বিচার॥
সংসার বন্ধন দুঃখ জান বিচক্ষণ।
জ্ঞান অভিলাষী হও করিতে ছেদন॥ ৪৭॥

অথ বিশেষাধিকারী লক্ষণ।

পয়ার।

পুনঃ পুটপাণি শিষ্য কহে সবিনয়।
বিশেষাধিকারী নাথ কোন জন হয়॥
দয়া করি বল প্রভু তাহার লক্ষণ।
কি কর্ম্ম করিলে অধিকারী বিচক্ষণ॥
গুরু উক্তি শুন ভক্ত হয়ে সাবধান।
অধিকারী বিশেষের লক্ষণ বিধান॥
অধীত বেদাঙ্গ বেদ বিধি অনুসার।
জন্মান্তরে কিবা ইহ জন্মে নিরাধার॥
তাহে আপাতত বেত্তা সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম।
ত্যজিয়ে নিষিদ্ধ কাম্য করে বৈধ কর্ম্ম॥
নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনা।
অনুষ্ঠানে ক্ষীণ পাপ নির্ম্মল বাসনা॥
চতুর্ব্বিধ সাধন সম্পন্ন মতিমান্।
পূর্ণ রূপ অধিকারী সাধিতে কল্যাণ॥
প্রথমেতে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেচন।
দ্বিতীয় অনিত্য সদা বৈরাগ্য সাধন॥
তৃতীয় সম্পত্তি সম, দম আদি ছয়।
মুমুক্ষুত্ব চতুর্থ সাধন এই হয়॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি জ্ঞানিজন॥ ৪৮॥

অথ সাধন বিশেষ।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য নত আরবার।
বিস্তারিয়ে কহ নাথ সাধন প্রকার॥

কি রূপ সাধিতে হয় মর্ম্ম কিবা তার ।
যাহার সাধনে হয় জ্ঞানে অধিকার ॥
গুরু বাক্য শুন তাত হয়ে একমন ।
চতুর্ব্বিধ সাধনের সার বিবরণ ॥
নিত্য আত্মা তাহা ভিন্ন অনিত্য সকল ।
বিবেকে নিশ্চয় জানে মানে অবিকল ॥
এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক প্রথম ।
সদা রত তাহে সাধু বুদ্ধি অনুপম ॥
অনিত্য সমস্ত বস্তু হেয়জ্ঞান তায় ।
সর্ব্ব ভোগে বিরাগ বৈরাগ্য বলে যায় ॥
সতত বাসনা ত্যাগ শম অভিধান ।
অন্তর করিবে বশ হয়ে সাবধান ॥
বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি সহ নিগ্রহ-প্রকার ।
তাহাকে কহেন দম দমন বিচার ॥
বিষয় হইতে মন করি আহরণ ।
উপরতি সদা যাহে স্বলক্ষে রমণ ॥
সহন সকল দুঃখ বিনা প্রতিকার ।
রহিত বিলাপ চিন্তা তিতিক্ষা সে সার ॥
শুদ্ধ ব্রহ্মে সর্ব্বদা বুদ্ধির অবস্থান ।
চাঞ্চল্য রহিত চিত্ত সেই সমাধান ॥
শাস্ত্র গুরু বাক্য সত্য বিশ্বাস তাহায় ।
তাহারে কহেন শ্রদ্ধা বস্তু লাভ যায় ॥
সংসার বন্ধনে মুক্তি ইচ্ছাযত্ন পর ।
মুমুক্ষুতা তাহারে কহেন জ্ঞানী বর ॥
মুমুক্ষুত্ব বৈরাগ্য যাহার তীব্র হয় ।
অর্থবন্ত শম আদি তাহার নিশ্চয় ॥
মুমুক্ষুতা বিরক্তির মন্দতা যাহায় ।
মরু ভূমি সলিল শমাদি মান তায় ॥

এ যুগল পক্ষ মুক্তি শৈল আরোহণে।
বঞ্চিত উভয় পক্ষে বিফল যতনে॥
অস্তেয় অহিংসা সত্য ব্রহ্মচর্য্য আর।
পরিগ্রহ নাহি থাকে যম নাম তার॥
সন্তোষ স্বাধ্যায় তপ শৌচ বিধিমত।
ঈশ্বরে নিবিষ্ট মন নিয়ম কথিত॥
সাধন সম্পন্ন জ্ঞান অধিকারী হয়।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসার যোগ্য পাত্র সে নিশ্চয়॥
সলিলে প্রবেশে যথা অর্দ্ধ দগ্ধ শির।
সদ্গুরু শরণ লয় সেইমত ধীর॥
শ্রোত্রিয় কামাদি জিত ব্রহ্ম উপরত।
ব্রহ্মবিদ্ দয়াময় শান্ত স্বভাবত॥
হেন গুরু আরাধিয়ে সুভক্তি সেবায়।
পাইয়ে প্রসন্ন জ্ঞান জিজ্ঞাসে তাহায়॥
শ্রীগুরু কৃপায় করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন॥

অথ বন্ধন ও মুক্তি ও জ্ঞান ও অজ্ঞান নিরূপণ।

পয়ার।

পুন পুটাঞ্জলি শিষ্য কহে সবিনয়।
প্রপন্নে প্রসন্ন হয়ে কহ দয়াময়॥
সংসার বন্ধন কিবা যাহা দুঃখ কর।
মুক্তি কিবা সুখ নাথ নাহি যার পর॥
অজ্ঞান কাহারে বলে বন্ধনের মূল।
জ্ঞান কিবা যাহে মুক্তি আনন্দ অতুল॥
কহেন প্রসন্ন গুরু শুন তাত সার।
যাহার শ্রবণে পার ভব পারাবার॥

অসত্য জগত ব্রহ্মে মায়া আরোপিত।
সত্য সদাসক্ত তৎকার্য্য বিমোহিত॥
দেহ অভিমানে মত্ত সুখ ভোগ রাগ।
বন্ধন ইহার নাম জান মহাভাগ॥
বাসনা বিষম পাশ বন্ধন তাহায়।
লৌহময় শৃঙ্খল সমান মান পায়॥
যাহার হইবে বোধ সংসার বন্ধন।
বন্ধন যাতনা দুঃখ মানিবে সে জন॥
জড় বুদ্ধি জনে নহে বন্ধন বিদিত।
তৎকর্ম্মে প্রয়াস যত সুখী আনন্দিত॥
নাহি জানে সংসারে নাহিক সুখলেশ।
পাপ তাপ শোক দুঃখ পুর্ণিত অশেষ॥
দুঃখময়ে যবে দুঃখ অনুভব নয়।
তাহে সুখ মানি মনে মূঢ় সুখী হয়॥
ভাগ্যোদয়ে বুদ্ধি যার নির্ম্মল প্রকাশ।
তাহার বন্ধন বোধ মুক্তি অভিলাষ॥
নানা মতে নানা মুক্তি কহে নানা জন।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত কহি বুঝিবে সুজন॥
মহা বাক্যে জীবলক্ষে ঐক্য যেবা হয়।
লক্ষণে লক্ষেতে স্থিতি মুক্তি সে নিশ্চয়॥
সদামুক্ত আত্মা ব্রহ্ম রহিত বিকার।
অসম্ভব তাত মুক্তি বন্ধন তাহার॥
মায়া ভ্রম ব্রহ্মে জীব জগত প্রকাশ।
স্বরূপ আনন্দ লাভ হলে ভ্রম নাশ॥
কণ্ঠ মাল্যে অহি ভ্রমে যথা কম্প ভয়।
ভ্রম শান্তি পরে শান্ত সে সুখ লভয়।
এই মুক্তি তত্ত্ব তাত কহিলাম সার॥
জানিয়ে সাধিয়ে সাধু তরিবে সংসার॥

নির্ম্মল নিষ্কল আত্মা দেহ মলময়।
তাহে ঐক্য দুষ্ট আর অজ্ঞান কি হয়॥
তমোময় জড় তনু আত্মা জ্ঞানময়।
ঐক্য দেখে মূঢ় বুদ্ধি অজ্ঞান সে হয়॥
আত্মা অবিনাশী দেহ বিনাশী সমল।
তাহে ঐক্য দেখে মূঢ় অজ্ঞান কেবল॥
মায়া কার্য্য মিথ্যা বোধ আত্মা জান যায়।
চৈতন্যে বিশ্রাম সাধু জ্ঞান বলে তায়॥
জড় দেহে আত্ম বুদ্ধি করিয়ে বিনাশ।
সেই জ্ঞান যাহে আত্মা হয়েন প্রকাশ॥
যাহে মায়া তমোনাশ আত্মলাভ হয়।
দেখাইয়ে রজ্জু দীপ নাশে সর্প ভয়॥
অজ্ঞান খণ্ডন যাহে চিনি আপনায়।
জ্ঞানী সাধুজন জ্ঞান বলেন তাহায়॥
বন্ধন বিনাশ যাহে মুক্তি পরাৎপর।
তাহারে কহেন জ্ঞান শান্ত জ্ঞানীবীর॥
হেন জ্ঞান লোভে যত্ন কর ধীরগণ।
সংসার যাতনা ঘোর হইবে বারণ॥ ৫০॥

অথ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ও জীব এবং মায়া নিরূপণ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন করে কহ দয়াময়।
ব্রহ্ম কে ঈশ্বর কেবা মায়া কিবা হয়॥
জীব কিবা জগত কেমনে হয় সৃষ্টি।
বিস্তারিয়ে কহ নাথ করি কৃপা দৃষ্টি॥
গুরু বাক্য ধন্য তাত শুন এক মনে।
সংসার বন্ধন নাশ যাহার শ্রবণে॥

জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন সত্য নিরাকার।
সচ্চিৎ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম নির্ব্বিকার॥
অহ্রস্ব অদীর্ঘ ব্রহ্ম শ্রুতি গায় সুখে।
সত্য জ্ঞান আনন্দ কহেন বিধিমুখে॥
নহে জ্যোতি রবি শশী তারক অনল।
সৌদামিনী জ্যোতি নহে আত্মা নিরমল॥
আত্ম জ্যোতি লয়ে সবে হয় ভাসমান।
তাহে প্রকাশিতে সবে অক্ষম সমান॥
রত্ন ধাতু শব্দ আদি জ্যোতি আত্মা নয়।
চৈতন্য শাশ্বত আত্মবোধ জ্যোতির্ম্ময়॥
নিষেধ মুখেতে বেদ করিতে প্রকাশ।
নেতি নেতি বাক্যে সব করেন নিরাস॥
যেখানে নিরস্তা বাণী ব্রহ্ম জান সেই।
বাক্য মন অগোচর স্বপ্রকাশ যেই॥
অজো নিত্য শাশ্বত চৈতন্য নিরাভাস।
কেবল সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত প্রকাশ॥
আত্ম শক্তি অনাদি ত্রিগুণময়ী মায়া।
আত্ম তত্ত্ব আচ্ছাদয় রবি অভ্র ছায়া॥
সত্যাসত্য ভিন্নাভিন্ন নাহি বলা যায়।
সঙ্গা বা অসঙ্গা নহে কি বলিব তায়॥
অনির্ব্বাচ্যা মহামায়া অদ্ভুত রূপিণী।
কার্য্য অনুমেয়া সদা ব্রহ্ম বিরোধিনী॥
বিশুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মে বিরোধন ক্রম।
অবিবেকে রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম॥
মায়ার প্রভাব কিবা কহিতে অপার।
ব্রহ্মেতে ঈশ্বর পদ আভাস যাহার॥
নিষ্ক্রিয় নিষ্কল ব্রহ্ম পেয়ে মায়া ভাস।
জীব রূপে নানা ভাবে হয়েন প্রকাশ॥

মায়াকৃত উপাধি আশ্রয়ে অভিমান।
তাদাত্ম্য ভাবেতে দেহে সুখের সন্ধান॥
সে মায়া দ্বিবিধা বিদ্যা অবিদ্যা রূপিণী।
বন্ধন কারণ আর বন্ধন মোচনী।
সংসার বন্ধন মূল অবিদ্যা অজ্ঞান।
রজস্তমোময় সত্ত্ব মলিন প্রধান॥
শুদ্ধ সত্ত্বময়ী বিদ্যা অজ্ঞান নাশিনী।
আত্ম প্রাপ্ত করি সদা মুক্তি বিধায়িনী॥
মায়া উপস্থিত হয় চৈতন্য তাহায়।
দ্বিবিধ সমষ্টি ব্যষ্টি জান অভিপ্রায়॥
ভিন্ন ভিন্ন ব্যস্ত জ্ঞান ব্যষ্টি বলে তায়।
সমষ্টি সমস্ত লয়ে এক জ্ঞান যায়॥
বন বৃক্ষ দৃষ্টান্ত বুঝিবে এই স্থলে।
নানা বৃক্ষ সমষ্টি তাহারে বন বলে॥
শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান সমস্ত এক জ্ঞান।
এহেতু ঈশ্বর বিভু সর্ব্ব শক্তিমান॥
সকল নিয়ন্তা এক সর্ব্বজ্ঞ সগুণ।
সর্ব্বময় কহে তারে বিচার নিপুণ॥
নিমিত্ত কারণ স্বয়ং চৈতন্য প্রধান।
উপাধি প্রধান হেতু নিজে উপাদান॥
যেমন নিমিত্তে লূতা স্বপ্রধানে হয়।
শরীর প্রধান জন্য উপাদান ময়॥
সর্ব্ব শক্তিমান মায়া করি নিজ বশে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন স্বপৌরুষে॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা প্রণব আকার।
অকার উকার সন্ধি ওকার মকার॥
সর্ব্ব জীব অন্তর্যামী সর্ব্বফল দাতা।
বিশ্বাধার বিশ্বাকার বিশ্বলোক পাতা॥

মলিন সত্ত্বেতে জীব উপাধি তাহার ।
স্বল্পজ্ঞ সে প্রাজ্ঞ জ্ঞান অনেক প্রকার ॥
চৈতন্য অনুপহিত উভয়ে সমান ।
মহাকাশ বন বৃক্ষে যথা ভাসমান ॥
মায়াগুণ সত্ত্বরজস্তমো জান ধীর ।
ঈশ্বর জীবের তাহে অবস্থা শরীর ॥
তমোগুণে সুষুপ্তি কারণ দেহ তায় ।
অজ্ঞান আনন্দ সর্ব্ব উপরম যায় ॥
পরমার্থ সত্তা সর্ব্বাবস্থা অনুস্যূত ।
দুই দেহ কারণ আনন্দ অভিভূত ॥
সত্ত্বগুণে জাগ্রদ্দেহ ঈশ্বর বিরাট ।
স্থূল তনু জীব বিশ্ব নানাবিধ ঠাট ॥
ব্যবহার দৃষ্টি হেতু সত্তা ব্যবহার ।
কালান্তরে ব্যবহারে প্রাপ্তি দৃষ্টি তার ॥
ঈশ্বর হিরণ্য গর্ভ স্বপ্নে রজোগুণে ।
জীব লিঙ্গ দেহ জানে তৈজস নিপুণে ॥
প্রতীতি তৎকাল মাত্র হেতু প্রতি ভাস ।
পর ক্ষণে নাহি রয় এ সত্তা প্রকাশ ॥
বন বৃক্ষে কিছু মাত্র যথা নাহি ভেদ ।
সর্ব্বাবস্থা দেহে জীব ঈশ্বর অভেদ ॥
বৃক্ষের সমষ্টি বন জানিবে যেমন ।
জীবের সমষ্টি জান ঈশ্বর তেমন ॥
এ তিন অবস্থা দেহে আত্মা সাক্ষী রূপ ।
সদা সর্ব্ব সম নিত্য চৈতন্য স্বরূপ ॥
উভয় উপাধি তাহে আত্মা লক্ষ হয় ।
উপাধি নিষেধে দেখ কেবল চিন্ময় ॥
ভটের খেটক রাজ্য যেমন রাজার ।
নহে ভট নহে রাজা অপায়ে তাহার ॥

ত্যজিয়ে উপাধি দুই চৈতন্যে বিশ্রাম।
আনন্দে বিহার সদা মুক্ত আত্মারাম॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি প্রেমীজন॥ ৫১॥

অথ ঈশ্বরে অজ্ঞান শঙ্কা নাশ।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য কহ দয়াময়।
ঈশ্বরে অজ্ঞান ইথে উদয় সংশয়॥
জীবের অজ্ঞান নাশ ঈশ্বর ভজনে।
ঈশ্বরে অজ্ঞান ইহা সম্ভব কেমনে॥
হাসিয়ে কহেন গুরু শুন তাত সার।
ঈশ্বর উপাধি হয় মায়াতে প্রচার॥
অজ্ঞান সমষ্টি বটে নাহিক সংশয়।
শুন সত্ত্ব প্রধানে সতত জ্ঞানময়॥
মায়া কার্য্য অসত্য তাহাতে বিদ্যমান।
গুণেতে অবস্থা দেহ অবশ্য অজ্ঞান॥
কিন্তু বিদ্যা সদা ঈশে আছেন প্রবলা।
এহেতু অবিদ্যা তাহে সতত দুর্ব্বলা॥
জীব সমা বিদ্যা মুগ্ধ নহেন ঈশ্বর।
বিদ্যাবশে পতি রূপ মায়ার উপর॥
ঈশ্বরে অজ্ঞান আর জ্ঞান অহঙ্কার।
সামবেদ বাক্য হয় প্রমাণ তাহার॥
এক আমি বহু হই কহেন ইচ্ছায়।
জ্ঞানাজ্ঞান অহঙ্কার প্রকাশ তাহায়॥
এক জ্ঞান বাক্য আমি অহঙ্কার তায়।
বহু হই এই শব্দে অজ্ঞান বুঝায়॥

ঈশ্বরে প্রবলা বিদ্যা এহেতু নিশ্চয়।
ভজনে জীবের হয় অজ্ঞান বিলয়॥
যদিচ ঈশ্বরোপাধি বটে মায়াময়।
বিদ্যার প্রাবল্য হেতু তাহে সঙ্গ নয়॥
শুদ্ধ সত্ত্ব হেতু বিদ্যা প্রবলা প্রকাশ।
মলিন সত্ত্বেতে গুপ্তা করেন বিলাস॥
ঈশ্বর ভজনে বৃদ্ধি বিদ্যার প্রভাব।
অজ্ঞান বিনাশ করে প্রকাশি স্বভাব॥
অনল স্ফুলিঙ্গ গুপ্ত বায়ুতে বর্দ্ধিত।
দগ্ধ করে গৃহে ধর্ম্ম দ্রব্যের সহিত॥
শ্রীগুরু প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি অকিঞ্চন॥

অথ সৃষ্টি বিবরণ।

ত্রিপদী।

কহেন সদয় গুরু, দয়া জ্ঞান কল্পতরু,
শুন তাত সৃষ্টি বিবরণ।
মায়া কার্য্য সত্য নয়, ব্রহ্মেতে আরোপ হয়,
অজ্ঞানে স্বরূপ আবরণ॥
আত্মা ব্রহ্ম নিরাভাস, নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ,
কেবল সচ্চিৎ সুখময়।
অদ্বৈত পরমানন্দ, রহিত দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব,
বিকার স্বীকার তাহে নয়॥
মায়া পরমেশ শক্তি, অব্যক্তা অনাদি উক্তি,
সত্ত্ব রজস্তমোগুণময়ী।
সদা ব্রহ্ম বিরোধিনী, দ্বৈত ভাব প্রবোধিনী,
অজ্ঞান রূপিণী মহোদয়ী॥

দৃষ্টি সর্য্য বিলোকন, আচ্ছাদয় যেন ঘন,
মেঘাচ্ছন্ন রবি কহে জন।
আত্ম বুদ্ধি আচ্ছাদিত, করে মায়া যথোচিত,
স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
মায়া সে অজ্ঞান উক্তি, জান তার দুই শক্তি,
আবরণ বিক্ষেপ উভয়।
তমোময় আবরণ, করে বস্তু আচ্ছাদন,
অন্যরূপ বিক্ষেপে উদয়॥
স্বরূপ সচ্চিন্ময়, তোমাতে আবৃত হয়,
বিপক্ষেতে জগত দেখায়।
সুজন বুঝিবে ভাব, গোপন রজ্জুত্ব ভাব,
অহি রূপ উদ্ভব তাহায়॥
সৃষ্টির কারণ তম, জান তাহে বীজ সম,
তমো শক্তি হয় আবরণ।
রাগ আদি দুঃখ চয়, রাজস বিকারে হয়,
রজোশক্তি বিক্ষেপ গণন॥
দুর্দ্দিনে নিবিড় ঘন, করে ভানু আচ্ছাদন,
বায়ু শীতে করয়ে ব্যথিত।
আবরণ তমোময়, আত্ম তত্ত্ব আচ্ছাদয়,
করে শক্তি বিক্ষেপে দুঃখিত॥
যদি ভাগ্য সুপ্রকাশ, আবরণ হয় নাশ,
বিক্ষেপে না হয় দুঃখ তার।
রজ্জু জানি সুনিশ্চয়, দেখিয়ে প্রতীত হয়,
সর্প ভ্রমে কোথা ভয় আর॥

রজোগুণ ধর্ম্ম।

কাম ক্রোধ লোভ ভয়, মৎসর অসূয় চয়,
দম্ভ ঈর্ষা অহঙ্কার যত।

জান তাত সার মর্ম্ম, সব রজোশক্তি ধর্ম্ম,
স্বভাবে করয় জীবে রত ॥

তমোশক্তি ধর্ম্ম।

জড়ত্ব মূঢ়ত্ব আর, নিদ্রাদি প্রমাদ সার,
তমোগুণ শক্তিতে নিশ্চয়।
তাহাতে আবৃত যেই, নিদ্রালু সমান সেই,
বালক সদৃশ সদা রয় ॥

মিশ্রিত সত্বগুণ ধর্ম্ম।

মিশ্রিত সত্বের ধর্ম্ম, যম নিয়মাদি কর্ম্ম,
মুমুক্ষুত্ব ভক্তি শ্রদ্ধাচার।
অসৎ নিবৃত্তি রীতি, সৎসঙ্গ প্রসঙ্গ নীতি,
দৈবমতি বিবেক বিচার ॥

শুদ্ধ সত্বগুণ ধর্ম্ম।

আত্মা অনুভূতি শান্তি, তৃপ্তি হর্ষ তোষ ক্ষান্তি,
পরমাত্মনিষ্ঠা উপরতি।
শুদ্ধ সত্ব গুণে হয়, রজস্তমো যাহে নয়,
নির্ম্মল স্বভাব স্থিরমতি ॥
ত্রিগুণ অতীত যেই, মায়াগুণভ্রষ্ট সেই,
সকলের বৃত্তি সাক্ষী রূপ।
জান তাহে মহোল্লাস, বোধানন্দ স্বপ্রকাশ,
সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

অথ অধ্যারোপ সৃষ্টি কথন।

পয়ার।

আবরণে আত্ম তত্ত্ব হইলে গোপন।
বিক্ষেপে জগত রূপ তাহে আরোপণ॥
অভাবনা কিবা ভাবনার বিপরীত।
সম্ভাবনা কিবা অন্য আসক্তি রহিত॥
ধ্রুব না মোচন হয় দেখ অবিকল।
অজস্র বিক্ষেপ শক্তি ক্ষরয়ে সকল॥
শক্তি দ্বয়ে পুরুষের ঘটয়ে বন্ধন।
জ্ঞানোদয়ে নাশ হলে লাভ মুক্তি ধন॥
আবরণ নাশে যদি বিক্ষেপ না যায়।
রজ্জু ত্ব নিশ্চয় নাহি সর্প ভয় তায়॥
নিঃসংশয় রজ্জু জ্ঞান দেখে সর্পাকার।
সেই মত আত্ম জ্ঞানে জগত সংসার॥
অধ্যারোপ সৃষ্টি তাত যেই মত হয়।
শ্রবণ করহ দূর হইবে সংশয়॥
আবরণে আত্ম তত্ত্ব হয় অপ্রকাশ।
তোমাতে উদ্ভব করে বিক্ষেপ আকাশ॥
আকাশে প্রকাশ বায়ু পবনে তপন।
তেজে রস সলিলে অবনী প্রকাশন॥
আকাশাদি পৃথিবীর নাম পঞ্চভূত।
প্রপঞ্চ কারণ পঞ্চ বিষয় সংযুত॥
আকাশে প্রকট শব্দ পবনে স্পর্শন।
তেজে রূপ জলে রস পৃথ্বীতে গন্ধন॥
এ পঞ্চ বিষয় তাত অনর্থের মূল।
সন্তাপ সঙ্কর শোক দেয় দুঃখ শূল॥

সর্প বিষ হৈতে তীব্র দোষেতে বিষয়।
বিষে হত ভোক্তা দ্রষ্টা বিষয়ে নিশ্চয়॥
বিষয় আশক্ত নষ্ট কষ্ট বহু পায়।
সন্তাপ বিপদ ভীতি দুঃখ পায় পায়॥
সদা সুখী ত্যক্ত রাগ বিষয়ে সুজন।
সন্তোষ স্বভাব শান্ত মুক্তির ভাজন॥
যাহা হৈতে প্রকাশিত হয় যেই ভূত।
স্বীয় গুণ সহ হয় পূর্ব্ব গুণযুত॥
আকাশেতে শব্দ শব্দ স্পর্শন অনিলে।
রূপ তিন তেজে রস অধিক সলিলে॥
শব্দ আদি গন্ধ পঞ্চ মহীতে প্রকাশ।
প্রপঞ্চ কারণ পঞ্চ বিষয় নির্যাস॥
পঞ্চভূত সত্ত্ব অংশে বুদ্ধির উদয়।
সঙ্কল্প বিকল্প মন রজো অংশে হয়॥
সমষ্টি ভূতাংশে বুদ্ধি মনের উৎপত্তি।
উদ্ভব ইন্দ্রিয় ব্যষ্টি অংশে শুন রীতি॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ জন্মে বিষয়ানু রাগে।
প্রত্যেকের সত্ত্ব অংশে বিষয় বিভাগে॥
শব্দ হেতু প্রকাশিত গগণে শ্রবণ।
প্রকট অনিলে ত্বক্ স্পর্শের কারণ॥
রূপজন্য তেজো অংশে দর্শন প্রকাশ।
রসহেতু আস্বাদন সলিলে নির্যাস॥
অবনীতে গন্ধহেতু ঘ্রাণের উৎপত্তি।
স্বীয় স্বীয় বিষয়ে সকল অনুভূতি॥
পঞ্চভূত রজো অংশে কর্ম্মেন্দ্রিয় হয়।
প্রত্যেক ভূতের স্বার্থ আপন বিষয়॥
অবকাশে বাণী পাণি পবনে প্রচার।
তেজে পদ উপস্থ সলিলে জান সার॥

মলদ্বার পায়ুনাম অবনীর ধর্ম্ম।
বচন আদান গতি বিসর্গাদি কর্ম্ম॥
সূক্ষ্ম ভূতে সূক্ষ্ম সৃষ্টি সূক্ষ্ম কলেবর।
উৎপন্ন সমষ্টি ব্যষ্টি উভয় নশ্বর॥
পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে স্থূল সৃষ্টি হয়।
জগৎ প্রপঞ্চ সব পঞ্চভূত ময়॥

অথ পঞ্চীকৃত বিবরণ।

পয়ার।

পঞ্চীকৃত বিবরণ জান মহাভাগ।
পঞ্চভূত দুই দুই খণ্ড সমভাগ॥
অর্দ্ধে অর্দ্ধে পুন সব চারি চারি করি।
নিজ নিজ অংশ ত্যজি পূর্ব্ব অর্দ্ধে ধরি॥
পঞ্চ অংশ মিলে পূর্ণ পঞ্চীকৃত নাম।
প্রপঞ্চ প্রকাশ তাহে জান গুণধাম॥
পঞ্চীকৃত মহাভূতে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ।
স্ব স্ব অংশ সংমিলনে পঞ্চত্ব বিনাশ॥
চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকাশ তাহে হয়।
চতুর্ব্বিধ শরীর তাহাতে উপজয়॥
অণ্ডে জন্মে পক্ষীসর্প আদি সে অণ্ডজ।
যূক মশকাদি স্বেদে উপজে স্বেদজ॥
তৃণ বৃক্ষ পর্ব্বতাদি উদ্ভিজ্জ গণন।
মহীভেদ করি উঠে বুঝিবে সুজন॥
জরায়ু চর্ম্মের থলি তাহে জন্মে যেই।
পশু মনুজাদি সব জরায়ুজ সেই॥
স্ত্রীপুং ক্লীব লিঙ্গ তাহে প্রকাশিত।
অন্ন পান আদি সব সর্ব্ব মনোনীত॥

স্থূলদেহ ঈশ্বর বিরাট রূপ হয় ।
বনবৃক্ষ সমান জীবেতে ভেদ নয় ॥
জগত প্রপঞ্চ জান সর্ব্ব ব্রহ্মময় ।
উপাদান সত্য সেই কার্য্যেতে উদয় ॥
ইক্ষুরসে ব্যাপ্ত কল্প সর্করা যেমন ।
ব্রহ্মময় জান তাত জগত তেমন ॥
ঘট সরাবাদি নানা রচন প্রকার ।
মৃত্তিকা কেবল নাম বচন বিকার ॥
মুকুট কুণ্ডল আদি সুবর্ণ নির্ম্মিত ।
সুবর্ণ জানিবে সত্য নাম আরোপিত ॥
সেইমত দেখ যত সব ব্রহ্মময় ।
ব্রহ্ম ভিন্ন নাহি অন্য শ্রুতি সত্য কয় ॥
শ্রুতি বাণী দ্বৈত হানি সতত প্রকাশ ।
সত্য আত্মা ভিন্ন অন্য করেন নিরাস ॥
অদ্বিতীয় পরং ব্রহ্ম নিরন্তর কহে ।
বিশ্ববাণী মাত্র শ্রুতি দ্বিতীয় না সহে ॥
জল ভিন্ন নহে বিম্ব ফেনবা প্রবীণ ।
কিবা বস্তু দেখ করি উপাধি বিহীন ॥ ৫৪ ॥

অথ মায়া সত্ত্বে অদ্বৈত হানি শঙ্কা বিনাশ ।

পয়ার ।

নিবেদন করে শিষ্য পুন সবিনয় ।
অদ্বৈত কেমনে হয় কহ দয়াময় ॥
যেহেতু দ্বিতীয়া মায়া ব্রহ্ম বিরোধিনী ।
সৃষ্টি প্রসবিণী সদা দ্বৈত প্রবোধিনী ॥
গুরু বাক্য শুন তাত হয়ে একমন ।
মায়া বস্তু নহে তবে দ্বিতীয়া কেমন ॥

পুরুষের ভ্রান্তি যথা বস্তু অন্য নয়।
সেই মত মায়া ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
ভ্রম সত্য নহে তাত নহে সত্য ভান।
দ্রষ্টা মাত্র সত্য অন্য অসত্য বিধান॥
ইন্দ্র জাল স্বপ্ন ক্রম বস্তু নহে অন্য।
সমস্ত অসত্য জান উপদান ভিন্ন॥
এ কারণে শ্রুতি দ্বৈত করেন নিরাস।
অসত্য নিরাসে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ॥
চক্ষু দোষে দ্বৈত চন্দ্র দেখে বহুজন।
চন্দ্র দুই নহে ভ্রম জানয়ে সুজন॥
মরীচি সলিল ভ্রম সত্যের বিকার।
তেমতি সকল মিথ্যা সত্য পরাৎপর॥
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য নাহি অন্য যার।
অন্য যেবা দেখ ভাব অজ্ঞান বিকার॥
দ্বৈত ভ্রান্তি শান্তি করে আত্ম অনুভূতি।
বিচার মননে সাধু হও স্থির মতি॥ ৫৫॥

অথ ব্রহ্মে বিকারিত্ব আশঙ্কা বিনাশ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন ব্রহ্ম হয়েন সকল।
কি রূপে বিকার হীন নিষ্কল কেবল॥
গুরু বাক্য ব্রহ্ম সব নাহিক সংশয়।
সকল হয়েন কিন্তু বাস্তবিক নয়॥
বস্তু অন্য রূপ তাত হয় দুই মত।
পরিণাম বিবর্ত্ত কহেন জ্ঞানী যত॥
দুগ্ধ দধি হয় সেই জান পরিণাম।
বাস্তবিক ভিন্ন রূপ যথা ভিন্ন নাম॥

বিবর্ত্তি রজ্জুতে ফণি কেবল আরোপ।
উপাদান বস্তু জ্ঞানে হয় তাহা লোপ॥
বিবর্ত্তি রূপেতে ব্রহ্ম তেমতি সকল।
স্বরূপে বিকার নাহি কেবল নিষ্কল॥
পুরুষ ভ্রমেতে স্থাণু পুরুষ না হয়।
সেই মত ব্রহ্ম বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়॥
অনল না মণি হয় মণি না অনল।
বুদ্ধি ভ্রম মাত্র ব্রহ্ম সেমত সকল॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি বুধজন॥ ৫৬॥

অথ জড়া মায়ার চৈতন্যতা হেতু কথন।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন করে কহ দয়াময়।
মায়া জড়া সচৈতন্যা কিরূপেতে হয়॥
গুরু বাক্য মায়া জড়া নাহিক সংশয়।
সদ্ব্রহ্ম চৈতন্যাভাসে সচৈতন্যা হয়॥
অসঙ্গ চৈতন্য ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নিষ্কল।
মায়া জড়া অচৈতন্যা শূন্যা বোধ বল॥
অয়স্কান্ত সমীপে যেমত লৌহ গতি।
ব্রহ্ম সন্নিধানে তথা সচেষ্ট প্রকৃতি॥
ব্রহ্ম সত্তা মায়া গর্ভে করিলে প্রবেশ।
সসত্তা হইয়ে মায়া প্রসবে অশেষ॥
এমতে মৈথুনী সৃষ্টি মিলিত উভয়।
পুরুষের সত্তা ভিন্ন কার্য্য কিছু নয়॥
দ্রষ্টা মাত্র পুরুষ প্রকৃতি করে সব।
নিষ্ক্রিয় পুরুষ সদা কর অনুভব॥

মায়া কার্য্য মিথ্যা যেন মরীচিকা নীর।
সংসার অসত্য সব জানে জ্ঞানী ধীর ॥
অধিষ্ঠান ভিন্ন তাত নাহি কিছু আর।
রজ্জু সত্য তাহে সর্প অজ্ঞান বিকার ॥
দ্বৈত ভ্রান্তি আত্মজ্ঞানে সমূল ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি জ্ঞানিজন ॥ ৫৭ ॥

অথ জগত মিথ্যা সর্ব্ব ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মবৃত্তি কথন।

লঘুত্রিপদী।

শুন তাত সার, অসত্য সংসার,
অজ্ঞান কারণ তার।
অধিষ্ঠান ভিন্ন, নাহি কিছু অন্য,
ভ্রম মাত্র নানাকার ॥
রজ্জু যথা ফণি, হুতাশন মণি,
তস্কর পুরুষ স্থাণু।
রবি কর জল, তেমতি সকল,
ব্রহ্ম সব পরমাণু ॥
যাবত অজ্ঞান, করে অবস্থান,
প্রপঞ্চ কারণ ভূত।
তাবত অসত্য, ভাসে যেন সত্য,
সংসার বিষয় যুত ॥
স্বকালে স্বপন, অসত্য যেমন,
সত্য সম হয় জ্ঞান।
প্রবোধে অসত্য, এই জান তথ্য,
সংসার সকল ভান ॥
যাবত না জ্ঞান, সর্ব্ব অধিষ্ঠান,
চিদানন্দ ব্রহ্মাদ্বয়।

তাবত জগত, শুক্তিকা রজত,
সম সত্য বোধ হয়॥
সাক্ষাৎকার ব্রহ্ম, হলে যায় ভ্রম,
মায়া কার্য্য নাশ পায়।
সূর্য্য দরশন, করিলে যেমন,
দিগ ভ্রম সব যায়॥
করিয়ে শ্রবণ, কর্ত্তব্য মনন,
সাক্ষাত করিবে পরে।
আত্মার প্রকাশে, অজ্ঞান বিনাশে,
তম পুঞ্জে রবি করে॥
জিজ্ঞাসু যেজন, বিবেকী সুজন,
কর্ত্তব্য বিচার তার।
বিচারে প্রবল, হয় জ্ঞানানল,
নাশয়ে অজ্ঞান ভার॥
সদসতদ্বয়, মিলিয়ে উভয়,
অবিবেক দ্বন্দ্ব ময়।
নিবারণ তার, করিয়ে বিচার,
আত্ম লাভ তবে হয়॥
অসত্য সকল, ত্যজি সমমল,
ভাবে আত্মা নিরন্তর।
বিরক্ত বিষয়, ব্রহ্ম বৃত্তি হয়,
সেই জ্ঞানী স্বতন্তর॥
ব্রহ্ম বৃত্তি যায়, ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
করিবে উপায় তার।
সেই সাধু ধন্য, জ্ঞানীগণ গণ্য,
ব্রহ্ম বৃত্তি বৃদ্ধি যার॥
ত্যজি ব্রহ্ম বৃত্তি, বিষয়ে প্রবৃত্তি,
জীবন শূকর সম।

আনন্দে বিমুখ, ভুঞ্জে সদা দুখ,
কেবল অজ্ঞান তম ॥
ব্রহ্ম বৃত্তি হীন, রাগের অধীন,
ব্রহ্ম বার্ত্তা সুকুশল।
অজ্ঞান প্রকৃতি, নাহিক নিষ্কৃতি,
পুন যাতায়াত ফল ॥
পরম পাবনী, আনন্দ দায়িনী,
ব্রহ্মবৃত্তি অনুপমা।
তাহে বুধজন, আনন্দ মগন,
সতত জীবন সমা ॥ ৫১ ॥

অথ ব্রহ্মবৃত্তি বিবরণ ও বৃত্তিজ্ঞানে
দ্বৈতশঙ্কা নিবারণ।

পয়ার।

নিবেদন শিষ্য ব্রহ্মবৃত্তি কিবা হয়।
বৃত্তি বিবরণ কহ প্রভু দয়াময় ॥
কহেন প্রসন্ন গুরু ধন্য তাত ধন্য।
হেন প্রশ্ন না করিল পুরা কেহ অন্য ॥
তদাকার হয় মন বৃত্তি নাম তার।
এই হেতু সর্ব্ব হৈতে ব্রহ্ম বৃত্তি সার ॥
বিষয়ী বিষয় বৃত্তি আশা সুখ ভোগ।
তাহাতে সন্তাপ পাপ দুঃখ শোক রোগ ॥
ভাববৃত্তি ভাবত্ব শূন্যতা শূন্যবৃত্তি।
ব্রহ্মবৃত্তি পূর্ণত্ব সংসার বিনিবৃত্তি ॥
বৃত্তি অনুসার গতি জানিবে নিশ্চয়।
একারণে ধ্যান জ্ঞান সহ শ্রেষ্ঠ হয় ॥
বৃত্তিবশে কীট ভৃঙ্গ ধ্যানেতে যেমন।
ব্রহ্ম ধ্যানে জীবব্রহ্ম জানিবে তেমন ॥

শিষ্য নিবেদন প্রভু শুনিলাম সার।
বৃত্তি জ্ঞানে দ্বৈত সিদ্ধি হয় আরবার॥
গুরু উক্তি শুন তাত হয়ে একমন।
দ্বৈত হানি হয় যাহা করিলে শ্রবণ॥
জ্ঞাতৃ জ্ঞান জ্ঞেয়ভেদ নাহিক আত্মায়।
এ সকল ভেদাভেদ কেবল মায়ায়॥
সলিল কতক রেণু করিয়ে নির্ম্মল।
আপনি বিনাশ পায় প্রকাশিত জল॥
অজ্ঞান কলুষ তথা করিয়ে বিনাশ।
স্বয়ং জ্ঞান নাশ হয় আত্মা সুপ্রকাশ॥
দেখ তাত কেহ যদি অঙ্গুরী হারায়।
তদাকার হয়ে মন তত্ত্ব করে তায়॥
প্রাপ্তিমাত্র সেই বৃত্তি বস্তুতে মিলয়।
বস্তুলাভে বৃত্তি লয় নাহিক সংশয়॥
ব্রহ্মলাভে ব্রহ্মবৃত্তি সেইমত লয়।
কেবল প্রকাশ ব্রহ্ম দ্বৈত সত্য নয়॥
বিদ্যা সত্ত্বগুণে মায়াময় বৃত্তি জ্ঞান।
ব্রহ্মলাভে বৃত্তি লয় মায়িক বিধান॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় নিধন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন॥ ৫৯॥

অথ আত্মানুভূতি ও ব্রহ্মবৃত্তি উপায়।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন করে বল দয়াময়।
আত্মা অনুভূতি ব্রহ্মবৃত্তি কিসে হয়॥
প্রসন্ন হয়েন গুরু কহেন বচন।
শ্রবণ করহ তাত হয়ে এক মন॥

বিষয় বিরক্ত লয় শ্রীগুরু শরণ।
জিজ্ঞাসিয়ে আত্ম তত্ত্ব করয়ে শ্রবণ॥
শ্রবণ করিয়ে শাস্ত করিবে বিচার।
বিচারত আত্মবোধ চিন্তা সহকার।
বিচার সহিত বোধ চিন্তা নিরন্তর।
স্বাত্মা অনুভূতে হয় প্রকাশ অন্তর॥
অনুভূতি সহ সদা মনন করয়।
অপরোক্ষ অনুভূতি ব্রহ্মবৃত্তি হয়॥
অনিবার ব্রহ্মবৃত্তি হইলে নিশ্চল।
প্রকাশ হয়েন আত্মা চিন্ময় কেবল॥
আত্ম প্রাপ্তিমাত্র বৃত্তি জ্ঞান হয় লয়।
অতএব বৃত্তিজ্ঞানে দ্বৈত সিদ্ধি নয়॥
অরুণ বোধেতে পূর্ব্বে তমো করে নাশ।
তবে রবি সম আত্মা হয়েন প্রকাশ॥
রত্নাবলি পদ্মসূত্রে যতনে গ্রন্থিত।
অর্পিয়ে শ্রীগুরুপদে সাধু আনন্দিত॥ ৬০॥

অথ মনন প্রকার।

পয়ার।

শুদ্ধাসনে নির্জ্জনে বসিবে শুদ্ধাচার।
জিতেন্দ্রিয় ত্যক্ত রাগ মানস বিকার॥
সুস্থির শরীর শান্ত বুদ্ধি সুনিশ্চল।
স্বাত্মানু সন্ধানে রত ভক্তি সুনির্ম্মল॥
অনন্য বুদ্ধিতে এক আত্মাভাবে ধীর।
জগত প্রকাশ তাহে যেমত শরীর॥
বুদ্ধি দ্বারা লয় করে অনিত্য সকল।
স্বাত্মা ব্রহ্ম জ্ঞানময় ভাবয় কেবল॥

এই রূপ নিরন্তর করে সাধু ধ্যান।
ব্রহ্মবৃত্তি হয় নাশে সকল অজ্ঞান ॥
প্রথমে সংসার দেখে সব আত্মাময়।
পরেতে জাগ্রত নিজে স্বপ্ন বিলোকয় ॥
তার পর সংসার আত্মাতে হয় লয়।
কেবল স্মরণ ভান নাহি কিছু রয় ॥
স্বপ্ন কার্য্য যেমন জাগিলে হয় বোধ।
সেরূপ সংসার সব হইলে প্রবোধ ॥
পরে বুদ্ধি আদি লয় নিঃশেষ যখন।
সংসার স্মরণ আর না হয় তখন ॥
কেবল সচ্চিদানন্দ নিজ বোধ রূপ।
জীবন্মুক্ত হয় সাধু পাইয়ে স্বরূপ ॥
ছায়ারূপ দেহ সঙ্গে সঙ্গ নাহি তায়।
চৈতন্য অসঙ্গ ব্রহ্ম শ্রুতি যথা গায় ॥
দেহ নাশে নিরঞ্জন থাকেন প্রকাশ।
ভাঙ্গিলে যেমন ঘট প্রকাশ আকাশ ॥
কেবল মননে লাভ আত্মানন্দ সুখ।
ক্ষণমাত্র তাহে সাধু না হবে বিমুখ ॥
শয়নে স্বপনে অবস্থানে বা ভোজনে।
এক ভাবে নিরন্তর থাকিবে মননে ॥
শৌচাশৌচ কালাকাল নিয়ম আচার।
আত্মার মননে কিছু না করে বিচার ॥
আচার, নিয়ম, কাল, শৌচ, আয়োজন।
আপনাকে জানিতে কি আছে প্রয়োজন ॥
আমি দেবদত্ত ইহা জানিতে যেমন।
প্রতি বন্ধ নাহি আত্মা মননে তেমন ॥
স্বপ্রকাশ গুরুরূপ মননে আনন্দ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সদানন্দ ॥ ৬১ ॥

অথ জ্ঞানাঞ্জন দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন জ্ঞান।

পয়ার।

পুন শিষ্য কৃতাঞ্জলি শ্রীগুরু সদন।
প্রণমিয়ে সবিনয়ে করে নিবেদন॥
নমো নমো দীননাথ পতিতপাবন।
দয়াময় কর দীনে কৃপাবলোকন॥
দুস্তর সংসার সিন্ধু বিপুল বিস্তার।
করুণা তরণীযোগে কর হে নিস্তার॥
দেহ ভিন্ন আত্মা অন্য বোধ নাহি হয়।
কেমনে জানিতে পারি কহ দয়াময়॥
দেহ হৈতে ভিন্ন আত্মা হয়েন কেমন।
কিরূপে চিনিব বল করিতে মনন॥
আপনারে নাহি চিনি অন্ধ অভাজন।
জ্ঞানাঞ্জন দানে প্রভো প্রকাশ লোচন॥
কহেন প্রসন্ন গুরু প্রফুল্ল হৃদয়।
মধুর বচন শিষ্যে হইয়ে সদয়॥
অনর্থের মূল তাত এইত অজ্ঞান।
নাহি হয় দেহ আত্মা ভিন্ন অনুমান॥
ঘটে মঠে প্রকাশিত যথা মহাকাশ।
ঘট মঠ নাশে নাহি তাহার বিনাশ॥
শরীর ইন্দ্রিয়গণ আদি বুদ্ধি মন।
চৈতন্য আশ্রয়ে হয় সবে অচেতন॥
এ সকল হৈতে ভিন্ন কেবল চিন্ময়।
অসঙ্গ পরমানন্দ দেহ আদি নয়॥
শরীরাদি তুষযুক্ত বিচারে ঘাতন।
বাছিয়ে লইবে আত্মা তণ্ডুল যেমন॥

বিষয় ব্যাপারে রত বুদ্ধীন্দ্রিয় মন।
মানয়ে ব্যাপার আত্মা অবিবেকী জন॥
শশি প্রতিবিম্ব জলে সুচঞ্চল জল।
দেখিয়ে যেমত বলে সুধাংশু চঞ্চল॥
বুদ্ধীন্দ্রিয় আদি আত্ম চৈতন্য আশ্রয়ে।
সূর্য্যালোকে লোক সম প্রবর্ত্ত বিষয়ে॥
অজ্ঞান বশত দেহ আত্মাতে অধ্যাস।
যেমন অজ্ঞানী বলে নীলাদি অকাশ॥
রসবর্ণ ভেদে জল নির্ম্মল যেমন।
শুদ্ধ আত্মা বর্ণাশ্রম যোগেতে তেমন॥
দেহেন্দ্রিয় মনোকর্ম্ম অবিবেকী জন।
আত্মাতে অজ্ঞান বশে করয়ে যোজন॥
যেমত ধাবিত ঘন নিরখি সকলে।
ধাবমান সুধাকর অবিবেকে বলে॥
অহঙ্কার ধর্ম্ম কর্ত্তৃ ভোক্তৃ অভিমান।
মানয়ে আত্মার ধর্ম্ম সকল অজ্ঞান॥
দেহ ধর্ম্ম জরামৃত্যু শোক মোহ মনে।
কহে জ্ঞানী প্রাণ ধর্ম্ম পিপাসা অশনে॥
ষড়ুর্ম্মী ইহার নাম নাহিক আত্মায়।
অবিবেকে মানে সবে আত্ম ধর্ম্মতায়॥
আছে, জন্মে, বৃদ্ধিপায়, আর পরিণাম।
ক্ষয়, নাশ এই ছয় বিকারের নাম॥
আত্মা নির্ব্বিকারে নহে সম্ভব বিকার।
সে সব অজ্ঞানী করে আত্মাতে স্বীকার॥
দেহেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি ভিন্ন আত্মা হয়।
বিচারে সিদ্ধান্ত করি নাশিবে সংশয়॥
গুরুপদ হৃদি ধ্যানে প্রফুল্ল হৃদয়।
রচিল বিবেক রত্নাবলি প্রেমময়॥ ৬২॥

অথ আত্মবোধ।

যেমতে চিনিবে আত্মা সেই বিবরণ।
সংযত মানসে তাত করহ শ্রবণ॥
মহামায়া তিন গুণ সত্ত্বরজস্তম।
তাহাতে অবস্থা দেহ তিন অনুপম॥
সত্ত্বগুণে জাগরণ স্থূল দেহ তায়।
রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা সূক্ষ্ম তনু যায়॥
তমোগুণে সুষুপ্তিতে কারণ শরীর।
সকল কারণ ভূত কহে জ্ঞানী ধীর॥
এতিন অতীত জান তুরীয় তাহায়।
অদ্বৈত চতুর্থ শিব শ্রুতি যারে গায়॥

অথ স্থূল দেহ।

উর পদ ভুজপৃষ্ঠ মস্তকে শোভিত।
অঙ্গোপাঙ্গে যুক্ত তাহে সন্ধিতে যোজিত॥
মজ্জা অস্থি মেদ রক্ত নাড়ী চর্ম্ম পল।
সংযোজিত বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাদি সকল॥
স্থৌল্য কার্য্য, শৈশবাদি অবস্থা তাহায়।
একের প্রকাশে দেখ অন্যে নাশ পায়॥
জরা মৃত্যু ধর্ম্মান্বিত জাগ্রত প্রতীত।
ভোগ আয়তন স্থূল শরীর বিদিত॥
অবনী সলিল তেজ অনিল অম্বর।
সম্ভূত মিলিত ভূত পঞ্চ পরস্পর॥
পূর্ব্ব কর্ম্ম বশে হয় গঠন তাহার।
প্রারব্ধ পর্য্যন্ত স্থিতি নিশ্চয় যাহার॥
গৃহমেধী গৃহ সম জড় তমোময়।
বিকারী বিকার তাহে প্রকাশিত হয়॥

পুরুষে সংসার বাহ্য আশ্রয় যখন।
পঞ্চীকৃত স্থূল দেহ জানিবে তখন॥
বাহ্যেন্দ্রিয়ে সেবা স্থূল পদার্থ সকল।
মালিকা চন্দন নারী আদি অবিকল॥
স্থূল দেহ অচৈতন্য নানা দোষ-ময়।
তাহা হৈতে বোধ রূপ আত্মা ভিন্ন হয়॥
শ্রীগুরু প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি বুধজন॥ ৬৩॥

অথ সূক্ষ্ম শরীর।

পয়ার।

সূক্ষ্ম দেহ জান তাত ভোগের কারণ।
সংযত মানসে শুন তার বিবরণ॥
সূক্ষ্ম ভূতোদ্ভব তনু পঞ্চীকৃত নয়।
সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত সূক্ষ্ম হয়॥
দশেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি আর পঞ্চ প্রাণ।
প্রাণাপান উদান সমান আর ব্যান॥
মহাপ্রাণ এক পঞ্চবৃত্তি জান তার।
কর্ম্ম ভেদে নাম ভেদ বৃত্তি নানাকার॥
শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ দর্শনাস্বাদন।
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ এই কহে জ্ঞানীজন॥
বাক্‌পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ সঙ্গিত।
কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ এই স্বকর্ম্ম সহিত॥
সঙ্কল্প বিকল্প ময় হয় জান মন।
নিশ্চয় আত্মিকা বুদ্ধি সুবুদ্ধি বচন॥
স্বার্থানুসন্ধানে রত চিত্ত ধাবমান।
অহঙ্কার রূপ তাত জান অভিমান॥

একান্ত করণ তার বৃত্তি চারি জান।
পাঠক, পাচক যথা এক বিপ্র মান॥
তিন পঞ্চ দুই মিলে হয় সপ্তদশ।
স্ববাসনা ফলানু ভাবক মায়াবশ॥
শরীর বাসনাময় স্বপন প্রতীত।
চেতনা স্বভাব তার স্থূলেতে বিদিত॥
বাসনা বিবিধ হয় জাগ্রত সময়।
স্বপ্নে সেই বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি সূক্ষ্ম দেহে হয়॥
কর্ত্তা আদি ভাব লয়ে হয় বিরাজিত।
রহিত সম্বন্ধ লেশ আত্মার সহিত॥
অবিবেকী জন এই তনু আত্মা জানে।
স্থূল দেহ নাশে স্বর্গ ভোগ তাহে মানে॥
অনেক সংযুক্ত তাহে আবৃত বিষয়।
অদ্বিতীয় চিদানন্দ আত্মা সেই নয়॥
অন্ধত্ব চক্ষের ধর্ম্ম কর্ণে বধীরতা।
মূকত্ব বাক্যেতে কর্ম্ম সব বিভিন্নতা॥
উচ্ছ্বাস নিশ্বাস আদি পঞ্চ বায়ু কর্ম্ম।
অশন পিপাসা দুই জান প্রাণ ধর্ম্ম॥
কর্ত্তা ভোক্তা অভিমান ময় অহঙ্কার।
বিষয়ে সতত রত অহংভাব তার।
বিষয়ের আনুকুল্যে সেই হয় সুখী॥
নিশ্চয় জানিবে তাহে বিপর্য্যযে দুখী।
সুখ দুঃখ তার ধর্ম্ম না হয় আত্মার।
সদানন্দ সর্ব্ব সম দুঃখ কিবা তার॥
নির্ব্বিষয় সুষুপ্তিতে কিছু নাহি রয়।
সে সময় আত্মানন্দ অনুভব হয়॥
রাগ ইচ্ছা আদি বুদ্ধি যার ধর্ম্ম সার।
সুষুপ্তিতে বুদ্ধি লয়ে নাহি থাকে তার॥

সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় বিনাশ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সুপ্রকাস ॥ ৬৪ ॥

অথ জীবত্ব নির্ণয় ও আত্মস্বরূপ বোধন।

পয়ার।

সকলের কর্ম্ম তাত কর অনুমান।
স্ব স্ব কর্ম্মে রত জড় সকল সমান ॥
যত দেখ বোধ শূন্য চৈতন্য রহিত।
কেবল চৈতন্য আত্মা জ্ঞানে সুবিদিত ॥
স্থূল সূক্ষ্ম অবয়ব ভৌতিক প্রকার।
স্বার্থে রত স্বভাবত জড় যন্ত্রাকার ॥
তন্মধ্যে নির্ম্মল বুদ্ধি স্বচ্ছ অতিশয়।
চিৎ প্রতিবিম্ব তাহে প্রকাশিত হয় ॥
বুদ্ধি প্রতিবিম্বান্বিত চৈতন্য আত্মায়।
আত্মভাবে অহঙ্কার উদিত তাহায় ॥
জীবরূপে সবে লয়ে কর্ত্তা অভিমান।
অবিরক্ত লৌহ পিণ্ড প্রতপ্ত সমান ॥
আত্ম তত্ত্ব বিস্মৃত বিষয়ে অনুরাগ।
নিরন্তর সুখী দুঃখী সেই মহাভাগ ॥
তাদাত্ম্য ভাবেতে সর্ব্ব দেহে আনন্দিত।
না জানে অজ্ঞানে দেহ সম্বন্ধ রহিত ॥
অহংপদ প্রত্যয়াবলম্ব হন যিনি।
যাহাতে প্রকাশ সব আত্মা জান তিনি ॥
যে চৈতন্য ভাসে সবে সচৈতন্য হয়।
ভেবে দেখ সেই আত্মা চিদানন্দ ময় ॥
ঘটজলে রবি প্রতিবিম্ব প্রকাশিত।
দেখিয়ে তাহাতে ছবি গগনে প্রতীত ॥

রবি সম আত্মা সদা আছেন প্রকাশ।
স্বচ্ছ বস্তু সম্মুখে থাকিলে প্রতিকাশ ॥
প্রতিবিম্ব নাহি থাকে সে আধার নাশে।
আপনি আপন ভাবে সদা স্বপ্রকাশে ॥
সেইমত বুদ্ধি আদি হইলে বিলয়।
কেবল প্রকাশ আত্মা বোধানন্দ ময় ॥
সদ্গুরু করুণা বশে সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি জ্ঞানীজন ॥ ৬৫ ॥

অথ কারণ শরীর ও পরমাত্মা স্বরূপ কথন।

পয়ার।

স্থূল সূক্ষ্ম তনু তাত করিলে শ্রবণ।
তৃতীয় কারণ দেহ শুন বিবরণ ॥
ত্রিগুণা পরমা মায়া অজ্ঞানরূপিণী।
কার্য্য অনুমেয়া অনির্ব্বাচ্যা বিমোহিনী ॥
দুই দেহ লয় স্থান সকল কারণ।
এহেতু কারণ দেহ উক্ত সাধারণ ॥
তাহাতে আবৃত আত্মা অজ্ঞান মোহিত।
অজ্ঞান আনন্দময় সুষুপ্তি প্রতীত ॥
মায়িক ভৌতিক তিন অবস্থা শরীর।
প্রকাশক সাক্ষীরূপ আত্মা জান ধীর ॥
সর্ব্ব অনুভব যাহে আত্মা জান তায়।
অবস্থা শরীর কর্ম্ম প্রকাশিত যায় ॥
সেই নিত্য স্বয়ং অহং প্রত্যয়ালম্বন।
এঅবস্থা সাক্ষী পঞ্চ কোষ বিলক্ষণ ॥
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে যে জানে সকল।
সেই আত্মা জান তাত আনন্দ অচল ॥

অহঙ্কার আদি দেহ সুখাদি বিষয়।
ঘট সম দেখে যেই সে আত্মা চিন্ময় ॥
বুদ্ধিতে উদিত রবি আত্মা নিরাভাস।
স্বপ্রকাশে দেহ বিশ্ব করেন প্রকাশ ॥
অহঙ্কার দেহ মন প্রাণেন্দ্রিয় কর্ম্ম।
জ্ঞাতা বুদ্ধি আদি ক্রিয়া সবিশেষ মর্ম্ম ॥
না করে না জন্মে নিত্য না মরে অক্ষয়।
ঘটাকাশ সম দেহ নাশে নাশ নয় ॥
প্রকৃতি বিকৃতি ভিন্ন শুদ্ধ বোধ যিনি।
নির্ব্বিশেষে ভাসমান সদসতে তিনি ॥
জাগ্রৎ আদি অবস্থাতে স্বয়ং বিলাসিত।
বুদ্ধি সাক্ষী রূপ অহং সাক্ষাৎ বিদিত ॥
জ্ঞানময় নিজ আত্মা জানিয়ে স্মরণ।
কৃতার্থ হইয়ে ভব জলধি তরণ ॥
অনাত্মাতে আত্ম বুদ্ধি অবিবেক যেই।
বন্ধন জনন মৃত্যু হেতু জান সেই ॥
এই তনু অসত্য মানিয়ে সত্য তায়।
আত্ম বুদ্ধি করি তাহে বন্ধন দশায় ॥
কোষ কীট বদ্ধ দেহ তন্তুতে যেমন।
স্বশরীর মোহপাশে জীব সে তেমন ॥
অখণ্ড অদ্বয় নিত্য বোধ সনাতন।
প্রকাশিত আত্মা সদানন্দ পুরাতন।
আবরণ শক্তি তাহে আবৃত করয়।
যথা দিনমণি বিম্ব রাহু আচ্ছাদয় ॥
তিরোভূত স্বাত্ম তত্ত্ব হইলে পুমান।
মোহবশে অনাত্ম শরীরে অভিমান ॥
তাহে কাম ক্রোধ আদি গুণেতে বন্ধন।
ব্যথিত বিক্ষেপ শক্তি করে অনুক্ষণ ॥

মহামোহ বশে নানা অবস্থা ভনয়।
কুমতি কুৎসিত গতি সংসারে ভ্রময়॥
অস্ত্রে শস্ত্রে কর্ম্মযোগে না কাটে সে পাশ।
ছেদন কারণ অসি বিজ্ঞান প্রকাশ॥
শ্রুতি প্রমাণেতে সাধু স্বধর্ম্মে নিরত।
তাহাতে হইবে বুদ্ধি বিশুদ্ধ সংযত॥
বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্ম জ্ঞান সুপ্রকাশ।
তাহাতে সংসার তরু সমূল বিনাশ॥
গুরু পদ ধ্যান রত কৃপা অভিলাষ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি মহোল্লাস॥ ৬৬॥

অথ সুষুপ্তিতে আত্মাভাব শঙ্কা
নিরাকরণ।

পয়ার।

প্রণমিয়ে পুন শিষ্য করি নিবেদন।
হৃদয় সংশয় নাথ করহ ছেদন॥
সুষুপ্তি সময়ে সব শূন্য ভাবাভাব।
চৈতন্য অভাব হেতু আত্মার অভাব॥
তবে কি ক্ষণেক আত্মা অনিত্য বিকারী।
শ্রুতির বিরোধ ইথে বুঝিতে না পারি॥
কহেন সদয় গুরু শুন তাত সার।
সুপ্তোত্থিত পরামর্শে করিবে বিচার॥
পূর্ব্বেতে জাগ্রত আমি ছিলাম নিদ্রিত।
জাগিয়াছি সেই আমি প্রত্যক্ষ প্রতীত॥
ছিলাম নিদ্রিত সুখে কিছু নাহি জানি।
অজ্ঞান আনন্দময় আত্মা তাহে মানি॥
সুখ অনুভব আত্মা বিনা নাহি হয়।
সদা মগ্ন স্থিত আত্মা রহিত সংশয়॥

অবিনাশী আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বভাব ।
কোন্‌কালে নাহি তাত আত্মার অভাব ॥
দেশ, কাল, বস্তুভেদ রহিত চিন্ময় ।
পরিপূর্ণ অবিশেষ সত্য নিরাময় ॥
সদা সর্ব্ব সম সাক্ষীরূপ নিরাকার ।
স্বপ্রকাশ সদানন্দ বিহীন বিকার ॥
মায়াবৃত আত্মা তাহে বুদ্ধি আদি লয় ।
অজ্ঞান আনন্দ মাত্র অনুভূতি হয় ॥
আবৃত আবৃতি শক্তি পরাত্মা যখন ।
সুষুপ্তি অবস্থা তাত জানিবে তখন ॥
বিক্ষেপ প্রকাশ হয় স্বপ্ন জাগরণ ।
সদা সম আত্মা মায়া এ সব কারণ ॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে সব সংশয় ছেদন ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন ॥ ৬৭ ॥

অথ মৃতদেহে চেতনাভাবে আত্মার অভাবত্ব ও অসর্ব্বগতত্ব শঙ্কা নিরাকরণ ।

পয়ার ।

পুন শিষ্য নিবেদন কহ দয়াময় ।
মৃত দেহে আত্মাভাব নাহিক সংশয় ॥
যদি সর্ব্ব গত নিত্য আত্মা সনাতন ।
তবে কেন শবে নাথ না থাকে চেতন ॥
যদি শবে সমভাবে প্রকাশ চিন্ময় ।
কি কারণে তবে সেই সচৈতন্য নয় ॥
গুরু উক্তি যুক্তি সিদ্ধ শুন তাত সার ।
সংশয় বিনাশ হয় শ্রবণে যাহার ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রৌদ্র স্বভাবে প্রকাশ ।
দাহ নাহি করে তৃণ পটাদি কার্পাস ॥

আগ্নিক কাঠের যোগ প্রকট অনল।
দগ্ধ করে সূত্র আদি হইয়ে প্রবল॥
সামান্য বিশেষ দুই রূপ হয় তথ্য।
কল্পিত বিশেষ রূপ সামান্য সে নিত্য॥
অস্তি ভাতি প্রায় রূপে সংপূর্ণ সমান।
আত্মার সামান্য রূপ কহে জ্ঞানবান॥
বুদ্ধি যোগে বিশেষ অনিত্য জান তায়।
বুদ্ধির চেতনা যেবা স্থূলে দেখা যায়॥
বুদ্ধির অভাবে শবে না থাকে চেতন।
সামান্য রূপেতে সদা সম সনাতন॥
রবি অভিমুখ স্থিত বারি পূর্ণ ঘট।
স্বভাবত প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রকট॥
অন্য পাত্রে যদি তাতে রাখ সেই জল।
প্রকাশিত প্রতিবিম্ব তাহে অবিকল॥
যথা পূর্ব্ব দিনমণি স্বয়ং প্রকাশিত।
জল শূন্য ঘট কভু না হয় বিম্বিত॥
স্থূল তনু তমোময় কলস সমল।
সূক্ষ্ম দেহ অঙ্গ বুদ্ধি সলিল নির্ম্মল॥
সর্ব্ব গত সদা সম আত্মা অংশুমান।
কেবল বুদ্ধিতে তাতে হন ভাসমান॥
বাহির অন্তর ঘটে যেমত আকাশ।
সেইমত আত্মা পূর্ণ আছেন প্রকাশ॥
সূক্ষ্ম দেহ চৈতন্য বিম্বিত সচেতন।
বাহির হইলে স্থূল দেহের পতন॥
সদাসম নিত্য আত্মা নাহিক সংশয়।
প্রতিবিম্ব স্বচ্ছাধারে প্রকাশিত হয়॥
শ্রীগুরু করুণা বশে সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি জ্ঞানীজন॥ ৬৮॥

অথ প্রতিবিম্ব ভাবে জীব ব্রহ্মাভিন্নত্ব দ্বৈত শঙ্কা নিরাকরণ।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন জীব প্রতিবিম্ব হয়।
তবে ভেদ কিছু নাথ তাহে কি সংশয়॥
প্রতিবিম্ব ভাবে বস্তু ভিন্ন নহে বটে।
তথাপি অদ্বৈত মতে দ্বৈত আসি ঘটে॥
গুরু উক্তি শুন তাত দ্বৈত মাত্র ভান।
প্রতিবিম্ব তাবত যাবত জীব জ্ঞান॥
মহাবাক্য লক্ষে ঐক্য হইবে যখন।
প্রতিবিম্ব ভাব আর না রবে তখন॥
মুকুরে দেখিয়ে মুখ চিনি আপনায়।
দর্পণ অভাব ছায়া স্বরূপে মিসায়॥
বুদ্ধির বিলয় হয় সে ভান বিনাশ।
না থাকে জীবত্ব আত্মা চিন্ময় প্রকাশ॥
বুদ্ধি সাক্ষীরূপ আত্মা দেখিলে সাক্ষাৎ।
নাহি থাকে প্রতিবিম্ব জীবত্ব পশ্চাৎ॥
জলে প্রতিবিম্ব দেখি সূর্য্য মান তায়।
সূর্য্য দেখ ঘট জলে প্রকাশ কে পায়॥
প্রতিবিম্ব ঘট জল সূর্য্যেতে কেমন।
এতিন ভাসক এক জান সাধুজন॥ ৬৯॥

অথ পঞ্চ কোষ বিবরণ।

পয়ার।

গুরূক্তি জীবের হেতু শুন পঞ্চকোষ।
নিরাসে স্বরূপ চিনি হইবে সন্তোষ॥

সমাবৃত পঞ্চ কোষে আত্মা নিরাময়।
তন্ময় ভাবেতে সদা ভাসমান হয়॥
নিজ শক্তি সমুৎপন্ন শৈবাল পটল।
তাহাতে আবৃত যথা বাপি স্থিত জল॥
সে শৈবাল নাশে জল নির্ম্মল প্রকাশ।
সুখ কর লোকে তৃষা শান্তি তাপ নাশ॥
সেমত নিরাস তাত হলে পঞ্চকোষ।
স্বাত্মা প্রকাশিত শান্তি মায়াময় দোষ॥

অথ অন্নময় কোষ।

পয়ার।

অন্নরস বাহুল্য কারণ অন্নময়।
কোষ সম আচ্ছাদক জন্ম কোষ ময়॥
অন্নময় অন্নালয় অন্নেতে জীবিত।
বিহীন হইলে তাহে বিনাশ ত্বরিত॥
মাংস চর্ম্ম রুধির পুরীষ অস্থিময়।
নিত্য শুদ্ধ স্বয়ং সেই হৈতে ক্ষম নয়॥
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ক্ষণে ভাবান্তর।
বিকারী তামস তনু সমল নশ্বর॥
অনেক সংযুক্ত ঘট সম দৃশ্যমান।
কেমনে হইবে আত্মা বিকার বিমান॥
হস্তপদ আদিযুক্ত শরীর কশ্মল।
কেমনে হইবে আত্মা চিন্ময় কেবল॥
শরীর অবস্থা ধর্ম্ম কর্ম্ম সাক্ষী যেই।
শরীরাদি বিলক্ষণ আত্মা জান সেই॥
অস্থিরাশি মাংসলিপ্ত মল পূর্ণ যায়।
অজ্ঞান বশত মূঢ় আত্মা মানে তায়॥

মাংসাদি পুরীষ রাশি মূত্রাদি ভাজন।
তাহে করে অহং বুদ্ধি মোহে মূঢ় জন॥
জানয়ে বিচার শীল সাধু বিচক্ষণ।
আপন স্বরূপ বোধ রূপ বিলক্ষণ॥
জানি মল ভাণ্ড তনু অহং জ্ঞান তায়।
ঘৃণা লজ্জা নাহি হয় অজ্ঞান দশায়॥
অন্নময় কোন রূপে আত্মা নাহি হয়।
তাহে আত্ম বুদ্ধি ত্যজি চিন্তহ চিন্ময়॥
চিত্তানন্দ হৃদিধ্যানে পরম আনন্দ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সদানন্দ॥ ৭০॥

অথ প্রাণময় কোষ।

পয়ার।

কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ সহ প্রাণ প্রাণময়।
প্রবর্ত্ত সকল কর্ম্মে পূর্ব্ব কোষাশ্রয়॥
তাদাত্ম্য ভাবেতে জীব করে কর্ম্ম সব।
সাক্ষীরূপ আত্মা ভিন্ন তাহে অনুভব॥
চৈতন্য রহিত বায়ু সচল চঞ্চল।
উচ্ছ্বাস নিশ্বাস ধর্ম্ম তাহার প্রবল॥
প্রাণময় আত্মা নয় জড় অচেতন।
তাহে অহং বুদ্ধি করে মোহে মূঢ় জন॥
অজ্ঞানে বিবেক হীন প্রাণে আত্মা মানে।
অবোধ বিকারী ভূত বায়ু নাহি জানে॥
যদি আত্মা হয় তবে চলিত পবন।
ভস্ত্রাতে চলিত বায়ু কেন অচেতন॥
প্রাণ বায়ু আত্মা যদি চৈতন্য নিশ্চয়।
চোর কেন নাহি চিনে সুষুপ্তি সময়॥

অতএব প্রাণময় কভু আত্মা নয়।
সর্ব্ব সাক্ষী নিরঞ্জন কেবল চিন্ময়॥
শ্রীগুরু করুণাবশে সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন॥ ৭১॥

অথ মনোময় কোষ।

পয়ার।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চসহ মনোময় মন।
অহং মমভাব ইচ্ছাযুক্ত অনুক্ষণ॥
বস্তু বিকল্পের হেতু সঙ্গা আদি ভেদ।
পূর্ব্ব কোষাশ্রয়ে করে রঙ্গ অবিচ্ছেদ॥
ঘৃত ধারা বিষয় ইন্দ্রিয় হোতা পঞ্চ।
বাসনা ইন্ধন দহে মনাগ্নি প্রপঞ্চ॥
অতিরিক্ত মনের অবিদ্যা নাহি আর।
ভব বন্ধনের হেতু জান তাহে সার॥
তাহার বিনাশে হয় সকল বিনাশ।
যত দেখ সব তার প্রকাশে প্রকাশ॥
স্বশক্তিতে স্বপ্নে মিথ্যা করয়ে সৃজন।
সে রূপ জাগ্রত করে বিশ্বের রচন॥
সুষুপ্তিতে মনোলয়ে কিছু নাহি রয়।
মনের কল্পিত সব বাস্তবিক নয়॥
পবন আলয়ে যন পুন সেই লয়।
কল্পনা বন্ধন মোক্ষ মনের উভয়॥
দেহাদি বিষয়ে সব বিস্তারিয়ে রাগ।
পশু সম বাঁধে গুণে জীবে মহাভাগ॥
পশ্চাৎ বিরস করি বিষ সমতায়।
বন্ধন মোচন করে মন ক্ষমতায়॥

অতএব বন্ধ মুক্তি হেতু হয় মন।
কখন বন্ধন করে কখন মোচন॥
বন্ধ হেতু রজোগুণে কেবল মলিন।
মুক্তির কারণ শুদ্ধ রজস্তম হন॥
বিবেক বৈরাগ্য গুণে শুদ্ধ করি মন।
তাহাতে হইবে দৃঢ় মুমুক্ষু সুজন॥
বিষয় গহনে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর মন।
সুবোধ মুমুক্ষু তাহে না করে গমন॥
অসঙ্গ চিদ্রূপ আত্মা করিয়ে মোহিত।
বাঁধে প্রাণ দেহেন্দ্রিয় গুণের সহিত॥
বর্ণাশ্রম জাতিভেদ বিষয় বিশেষ।
দেহগুণ ক্রিয়া মন প্রসবে অশেষ॥
অহং মম ভাবে করে অজস্র ভ্রমণ।
নিজ কৃত্য ফলভোগে সদা রত মন॥
মুমুক্ষু করিবে যত্নে সে মন শোধন।
শোধিতে উদিত তবে হয় মুক্তি ধন॥
মুক্তির প্রধান হেতু বিষয়ে বিরাগ।
সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাস নির্ম্মল মহাভাগ॥
অধ্যাস দোষেতে হয় পুরুষে সংসার।
অধ্যাস বন্ধন তাত কল্পিত তাহার॥
ভূতোদ্ভব মনো নাহি চৈতন্য তাহায়।
সাংসারিক দুঃখ ভোগ স্বভাব যাহায়॥
আদি অন্ত পরিণামি সদা দুঃখ ময়।
বিষয়স্থ হেতু মনোময় আত্মা নয়॥
না জানি মনের ধর্ম্ম অবিবেকী জন।
অজ্ঞান বশত মূঢ় মানে আত্মামন॥
সুষুপ্তি সময়ে মন হইলে বিলয়।
স্বভাবত আত্মানন্দ অনুভূতি হয়॥

মনোবৃত্তি সাক্ষী আত্মা জানিয়ে নিশ্চয়।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সহৃদয় ।। ৭২ ।।

অথ বিজ্ঞানময় কোষ।

পয়ার।

জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ বুদ্ধি কর্ত্তৃত্ব ধারণ।
এ কোষ বিজ্ঞান ময় সংসার কারণ ।।
চিতি প্রতিবিম্ব শক্তি প্রকৃতি বিকার।
বিজ্ঞান তাহার নাম জ্ঞানীর স্বীকার ।।
অজস্র উদয় আমি জ্ঞান ক্রিয়াবান।
দেহেন্দ্রিয় আদিতে সতত অভিমান ।।
উদিত অনাদি কাল অহং স্বভাবত।
সংসারে সমস্ত জীব ব্যবহার রত ।।
পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম নানা ফল কর্ম্ম ভব।
অনুপূর্ব্ব বাসনা বশেতে করে সব ।।
ভোগে রত নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ।
অধো ঊর্দ্ধ গতি মতি তাহে আক্রমণ ।।
জাগ্রত স্বপ্ন অবস্থা বিজ্ঞানময়ে হয়।
সুখ দুঃখ ভোগ নানা তাহাতে করয় ।।
শরীরাদি নিষ্ঠাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান।
সতত আমার বাণী গুণ অভিমান ।।
অতি সুপ্রকাশ কোষ এ বিজ্ঞানময়।
পরাত্মা সান্নিধ্যবশে জানিবে নিশ্চয় ।।
যাহে আত্ম করি বোধ ভ্রমেতে সংসার।
নিশ্চয় জানিবে তাত উপাধি তাহার ।।
স্বয়ং জ্যোতি প্রকাশিত হৃদয়ে বিজ্ঞান।
কূটস্থ সদাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা অভিমান ।।

সর্ব্বাত্মক হয়ে দেখে আপনে আপন।
ঘট শরাবাদি হয় মৃত্তিকা যেমন॥
উপাধি বশত সেই ধর্ম্মে ভাসমান।
লৌহের বিকারে অগ্নি বিকারী সমান॥
সদা এক রূপ পর স্বভাব নিশ্চয়।
এ বিজ্ঞানময় কোষ জান আত্মা নয়॥
বিকারী অনেক যুক্ত পরিণামী যেই।
কি রূপে হইবে নিত্য শুদ্ধ আত্মা সেই॥
সচ্চিত আনন্দময় বিজ্ঞানে উদিত।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সুবিহিত॥ ৭৩॥

অথ জীবত্বের নিত্যতা নিরাকরণ।

পয়ার।

নিবেদন করে শিষ্য প্রভো দয়াময়।
করুণা প্রকাশে নাশ হৃদয় সংশয়॥
ভ্রমেতে অন্যথা বস্তু আত্মজীব ভাব
উপাধি অনাদি হেতু বিনাশ অভাব॥
অতএব নিত্য হয় জীব ভান তার।
সংসৃতি নিবৃত্তি নহে মুক্তি কোথা আর॥
কহেন হাসিয়া গুরু সদয় হৃদয়।
প্রামাণিক ভ্রমমোহ কল্পিত না হয়॥
ভ্রান্তি বিনা অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় নিরাকারে।
আকাশ সম্বন্ধ ঘটে ঘটে কি প্রকারে॥
গগণে নীলতা আদি সূর্য্য করে জল।
ভ্রান্তি বিনা বাস্তবিক নহে এ সকল॥
নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বোধ আনন্দ স্বভাব।
সত্য নহে ভ্রান্তি বশে প্রাপ্ত জীব ভাব॥

বস্তুর স্বভাবে মোহ নাশে নাহি রয়।
ভ্রান্তি শান্তি হলে হয় স্বরূপ উদয়॥
ভ্রান্তিকালে সত্তা তার মিথ্যা জ্ঞানে ভাসে।
স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে সে ভাব বিনাশে॥
ভ্রান্তিকালে রজ্জু সর্প নিশ্চয় যেমন।
ভ্রান্তিনাশে সর্প নাহি জানিবে তেমন॥
অনাদি অবিদ্যা কার্য্য সব সেইমত।
উৎপন্না হইলে বিদ্যা অবিদ্যা নিহত॥
স্বপ্ন সম প্রবোধে সমূল সর্ব্ব নাশ।
অনিত্য অনাদি নিত্য প্রাগ্‌ভাব প্রকাশ॥
উপাধি সম্বন্ধে যাহা আত্মাতে কল্পিত।
নাহি থাকে পূর্ব্ব ভাব হইলে উদিত॥
স্বরূপ হতে বিলক্ষণ জীবত্ব না হয়।
স্বাত্মার সম্বন্ধ বুদ্ধি যোগে মিথ্যাময়॥
জ্ঞানেতে নিবৃত্তি তার নাহিক সংশয়।
ব্রহ্ম আত্ম ঐক্য জ্ঞান জ্ঞান সে নিশ্চয়॥
বিবেকেতে সিদ্ধ আত্মা অনাত্মা কেবল।
বিবেক কর্ত্তব্য কহে বিবেক কুশল॥
প্রত্যগাত্মা সদাত্মার করিবে বিচার।
বিচারে যথার্থ তত্ত্ব হইবে প্রচার॥
অত্যন্ত মিলিত জল পঙ্কের সহিত।
পঙ্ক নাশে সুপ্রকাশ সলিল প্রতীত॥
অসৎ নিবৃত্তি হলে আত্মা সুপ্রকাশ।
অতএব অহং আদি করিবে বিনাশ॥
কোনমতে এবিজ্ঞান ময় আত্মা নয়।
পরিচ্ছন্ন বিকারী নশ্বর জড়ময়॥
দৃশ্য ব্যভিচারি নানা আর পরিণাম।
অনিত্য কেমনে নিত্য হবে গুণধাম॥

আচর্য্য স্বামীর বাক্যে সংশয় উচ্ছেদ।
রচিল বিবেক রত্নাবলি স্মরিবেদ॥ ৭৪॥

অথ আনন্দময় কোষ।

পয়ার।

আনন্দের প্রতিবিম্ব তমোতে উদয়।
অজ্ঞান আনন্দ তমো কোষানন্দ ময়॥
পুণ্য অনুভবে শ্বেষ্ট লাভেতে মোদিত।
হইয়ে আনন্দ রূপ সবে আনন্দিত॥
সুষুপ্তি সময়ে তার স্ফূর্ত্তি অতিশয়।
জাগ্রত স্বপ্নেতে ঈষদিষ্ট লাভ হয়॥
প্রকৃতি বিকার কার্য্য উপাধি বিকার।
আত্মা নহে এই কোষ তামস প্রকার।
পঞ্চকোষ নিষেধি যে শ্রুতি যথাদেশ।
বোধ রূপ সাক্ষী তার দেখ অবশেষ॥
আত্মা স্বয়ং জ্যোতি পঞ্চ কোষ বিলক্ষণ॥
এ অবস্থা সাক্ষী সদা সম নিরঞ্জন॥
সদানন্দ নির্ব্বিকার স্বাত্মা জান তায়।
প্রকাশিত দেহ বিশ্ব যাহার সত্তায়॥
শ্রীগুরু কৃপায় করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি জ্ঞানীজন॥ ৭৫॥

অথ আত্মাস্বরূপ প্রবোধন।

পয়ার।

শিষ্য নিবেদন পুন উদয় সংশয়।
করুণা প্রকাশে নাশ দীন দয়াময়॥

পঞ্চকোষ মিথ্যাভাবে হৈল নিষেধিত।
সর্ব্বাভাব বিনা নাথ না দেখি কিঞ্চিত॥
বস্তু কি থাকিল কিবা হৈল আত্মা নাশ।
অবিনাশী আত্মা শ্রুতি প্রমাণ প্রকাশ॥
গুরু উক্তি তাত সত্য কহিলে নিশ্চয়।
বিচারে নিপুণ বট নাহিক সংশয়॥
অহং আদি বিকার সে অভাব যাহার।
সমস্ত অজ্ঞান মূল জানিবে তাহার॥
সর্ব্বাভাবে কিছু নাহি ইহা জানে যেই।
সুসূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাত জান আত্মা সেই॥
কিছু না থাকিলে শূন্য অনুভব হয়।
বুদ্ধিযোগে জান শূন্য জ্ঞাতা শূন্য নয়॥
সর্ব্ব অনুভব যাহে স্বয়ং জ্ঞাতা তার।
সর্ব্ব বুদ্ধি সাক্ষী সেই আত্মা জান সার॥
দ্রব্য প্রকাশিকা বুদ্ধি নাহি তাহে বোধ।
বুদ্ধি পদার্থের জ্ঞাতা আত্মা সে সুবোধ॥
গৃহের পদার্থ দীপ প্রকাশে অশেষ।
আপনাকে না জানে না পদার্থ বিশেষ॥
গৃহস্থ পুরুষ অন্য অবস্থিত যেই।
দীপ দ্রব্য আপনাকে জানে সব সেই॥
গৃহদীপ পদার্থাদি সকল অভাবে।
স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ সে থাকয়ে স্বভাবে॥
সর্ব্ব অনুভূত যাহে স্বয়ং নাহি হয়।
সেই আত্মা সর্ব্ব সাক্ষী জানিবে নিশ্চয়॥
সর্ব্ব দ্রষ্টা জ্ঞাতা সাক্ষী রহিত সংশয়।
দৃশ্য অনুভূত তাত সাক্ষী নাহি হয়॥
ঘট দৃশ্য দ্রষ্টা তার ভিন্ন সে প্রমাণ।
সর্ব্বদ্রষ্টা আত্মা তথা কর অনুমান॥

যাহাতে প্রকাশ সব যাহে অনুভব।
বোধ রূপ আত্মা সেই এই শ্রুতি রব ॥
অতএব প্রত্যগাত্মা স্বয়ং পরাৎপর।
শ্রুতিমতে বিচারেতে নহেন ইতর ॥
জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে স্বভাব প্রকাশ।
অহং ভাব স্ফূর্ত্তি সদা অন্তরে বিলাস ॥
নাশ্য নানাকারি যত বিকার ভাজন।
চিদাত্মাতে প্রকাশিত জানিবে সুজন ॥
ঘট জলে রবি বিম্ব দেখি রবি জ্ঞান।
উপাধিস্থ চিদাভাসে তথা অহং ভান ॥
দেখ সূর্য্য ত্যজি ঘট জল প্রতিকাশ।
তটস্থ ভাসক তিনে আপনি প্রকাশ ॥
ত্যজি চিদাভাস, বুদ্ধি, নশ্বর শরীর।
স্বপ্রকাশ আত্মা দ্রষ্টা আমি জান ধীর ॥
নিত্য বিভু সর্ব্বগত সদানন্দ ময়।
নিরঞ্জন অন্তর্বহি শূন্য নিরাময় ॥
নিজ তত্ত্ব এই জানি সাধু বিচক্ষণ।
জন্ম জরা মৃত্যু শোক রহিত লক্ষণ ॥
অজ্ঞান প্রতীত বিশ্ব দেখ নানাকার।
ব্রহ্মমাত্র সে সকল অজ্ঞান বিকার ॥
মৃৎকার্য্য মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।
ঘট কুম্ভ সর্ব্বত্র যেমন মৃণ্ময় ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল লৌহ খড়্গ তন্তু পট।
আত্মা বিশ্বরূপ তথা যথা তাম্র ঘট ॥
অধিষ্ঠান সত্য নাম রূপাদি কল্পিত।
অধিষ্ঠান ভিন্ন নয় বিবিধ জল্পিত ॥
মৃত্তিকা হইতে ঘট যথা ভিন্ন নয়।
তেমতি জগত সব দেখ আত্মাময় ॥

মৃত্তিকা কারণ কুম্ভ কার্য্য হয় তায়।
কারণতা কার্য্যেতে কেবল দেখা যায়॥
কারণে নাহিক কার্য্য না লেশ বিকার।
কার্য্যাভাবে কারণতা অভাব স্বীকার॥
কারণতা শূন্য শুদ্ধ প্রথমে দেখিবে।
অন্যায় কার্য্যেতে পুন তাহারে লক্ষিবে॥
পশ্চাতে কল্পিত কার্য্য করিয়ে নিরাস।
কেবল দেখিবে বস্তু নির্ম্মল প্রকাশ॥
পৃথ্বীময় যথা ঘট নাহিক সংশয়।
তেমতি জানিবে তাত শরীর চিন্ময়॥
স্থবর্ণ জনিত দ্রব্য স্থবর্ণ কেবল।
প্রকল্পিত নাম রূপ স্থবর্ণ নির্ম্মল॥
ফেণ নাম জল খড়্গ নাম লৌহ হয়।
সেইমত জগত সচ্চিদানন্দ ময়॥
অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে পূর্ণ সদা সম।
দ্বিতীয় রহিত চিদানন্দ অনুপম॥
সৎ অস্তি, চিৎভাতি প্রিয়সে আনন্দ।
আছে, ভাসে, প্রিয় অতি জান সদানন্দ॥
বিচার করিয়ে দেখ জগত সংসার।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়ভিন্ন বস্তু নাহি আর॥
নামরূপ আদি তাহে কল্পিত মায়ায়।
উদ্ভব তরঙ্গ জলে পবনে দেখায়॥
তরঙ্গ-বুদ্বুদ ফেণ সলিল যেমন।
অস্তি, ভাতি, প্রিয় পূর্ণ সংসার তেমন॥
নাম রূপ ভান আর কোথায় বিলাস।
সচ্চিত আনন্দ ঘন নির্ম্মল প্রকাশ॥ ৭৬॥

অথ অপরোক্ষ অনুভূতি বিচার প্রকার।

পয়ার।

শুন আত্মা চিনিবার বিচার প্রকার।
স্থির চিত্ত হয়ে তাত করহ বিচার ॥
সর্ব্বান্তরে অহং ভাব স্ফূর্ত্তি নিরন্তর।
বিচারে চিনিবে তাহে বিশুদ্ধ অন্তর ॥
বিচারে অসত্য সব করিয়ে নিরাশ।
দেখ কোন বস্তু অহং শব্দেতে প্রকাশ ॥
অবনী সলিলানল অনিল গগণ।
আমি নহি এই জড় পঞ্চভূতগণ ॥
অবোধ সকল নাহি জানে আপনায়।
আমাকে না জানে আমি জানি সব তায় ॥
পরস্পর মিলি পঞ্চস্থূল দেহ হয়।
জড় পরিণামী স্থূল তনু আমি নয় ॥
পদ উরো ভুজ শিরো আদি পৃষ্ঠোদর।
সুসজ্জিত নানা অঙ্গোপাঙ্গে কলেবর ॥
মজ্জা অস্থি পল রক্ত চর্ম্ম আচ্ছাদিত।
অনেক সংযুক্ত খণ্ড সন্ধিতে যোজিত ॥
কাঠিন্য পৃথিবী অংশ কোমল সলিল।
উষ্ণ তেজ শূন্যাকাশ নিশ্বাস অনিল ॥
ভূতময় ভূতের শরীর দেখ সার।
আমি দেহি নহি দেহ না হয় আমার ॥
দেহ অস্থি মাংস, চর্ম্ম, নাড়ী, রোম, ময়।
পৃথিবীর গুণ অংশ এ পঞ্চ নিশ্চয় ॥
অবনীতে স্থিতি সদা তাহার আশ্রয়।
পৃথিবীর ভাগ সদা পৃথিবীতে রয় ॥

দেহে পঞ্চ লালা, পিত্ত, রক্ত শুক্র, স্বেদ।
সলিলের গুণ অংশ সলিল অভেদ॥
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্রান্তি, আলস্য, সকল।
তেজোগুণ অংশ পঞ্চ শরীরে প্রবল॥
উৎক্রমণ, গতি, আর ধাবন, প্রসার।
সঙ্কোচাদি বায়ু অংশ শরীরে প্রচার॥
শির, কণ্ঠোদর, উর কটি পঞ্চ যেই।
শূন্য আকাশের অংশ গুণবান সেই॥
ভূত কার্য্য নহি আমি না হয় আমার।
সর্ব্ব দৃশ্য আমি দ্রষ্টা সাক্ষী রূপতার॥
আছে, জন্মে, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয়, নাশ।
সড়্ভাব বিকার সদা শরীরে প্রকাশ॥
নিরন্তর ভাবান্তর কালে কালে হয়।
নির্ব্বিকার আমি নিত্য সাক্ষী বোধময়॥
অশুচি, অশুদ্ধ, অতি দুর্গন্ধ, খণ্ডিত।
শিথিলতা, রোগযুক্ত, আমিষ মণ্ডিত॥
আছে নাই, সদা ক্ষণ ভঙ্গুর বিনাশ।
এই দশ দোষ দেহে প্রত্যক্ষ প্রকাশ॥
অনিত্য বিকারী তনু সর্ব্ব দোষ ময়।
দোষ হীন নিত্য শুদ্ধ আমি দেহ নয়॥
স্বপ্ন সুষুপ্তিতে স্থূল দেহের অভাব।
আমি নিত্য সদাকাল আছি সমভাব॥
শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধাদি বিষয়।
সূক্ষ্ম পঞ্চভূত গুণ তাহা আমি নয়॥
সূক্ষ্ম তনু ভূতময় যথা দেহ স্থূল।
শুভাশুভ ভোক্তা সেই সর্ব্ব দুঃখ মূল॥
পঞ্চভূত গুণ অংশে হয় বুদ্ধি মন।
তাহা আমি নহি তার সাক্ষী বিলক্ষণ॥

মনো বুদ্ধি কর্ম্ম বৃত্তি আমাতে প্রকাশ।
আমি নিত্য সাক্ষী মনো বুদ্ধি হয় নাশ ॥
দশেন্দ্রিয় ভূত অংশ স্ববিষয়ে রত।
তাহা আমি নহি তার দ্রষ্টা অবিরত ॥
আকাশে শ্রবণ বাণী শব্দ সে বিষয়।
বাক্য কহে কর্ণ শুনে ভৌতিক উভয় ॥
পবনে বিষয় স্পর্শ ত্বক্ পাণি তায়।
শীত উষ্ণ লাগে যথা হাত তথা যায় ॥
তেজেতে দর্শন, পদ রূপ সে বিষয়।
নয়নে দেখিলে তথি চরণ চলয় ॥
রসনা উপস্থ জলে বিষয়ে সে রস।
গ্রহণ বর্জনে জানে উভয় সরস ॥
পৃথিবীতে গন্ধ জান ঘ্রাণ পায়ু তায়।
ঘ্রাণেতে গ্রহণ ত্যাগ পায়ুতে বুঝায় ॥
আপন ঘরের কথা জানয়ে সকলে।
পর ঘর মর্ম্ম পরে না পায় কৌশলে ॥
ভূতময় ভূতকার্য্য ভূত সমুদিত।
নাহিক সম্বন্ধ লেশ আমার সহিত ॥
এ সকল নহি আমি না হয় আমার।
চৈতন্য স্বরূপ আমি দ্রষ্টা সবাকার ॥
অজ্ঞান কারণ দেহ তাহা আমি নয়।
দুই দেহ লয় স্থান তনু তমোময় ॥
আত্মানন্দ প্রকাশিত সাক্ষী আমি তায়।
আনন্দানুভব তাহে সকল আমায় ॥
অবস্থা শরীর তিন আমাতে প্রকাশ।
আমি নিত্যবোধ সব জড় হয় নাশ ॥
দেহাবস্থা গুণ কর্ম্ম যে হয় সম্ভব।
সাক্ষীরূপ আমাতে সকল অনুভব ॥

সচ্চিৎ আনন্দ রূপ আমি জ্ঞানময়।
সকল আমাতে হয় আমাতে বিলয়॥
অসঙ্গ সতত আমি সঙ্গ নাহি তায়।
রজ্জু সঙ্গ ভুজঙ্গে গগণ নীল তায়॥
সাক্ষাৎ করিয়ে আত্মা বিচারে এরূপ।
সদানন্দ হও তাত পাইয়ে স্বরূপ॥
অপরোক্ষ এই জ্ঞান বিচারে বিহিত।
স্বরূপ আনন্দ লাভ করে প্রমুদিত॥ ৭৭॥

স্বরূপ দর্পণ।

অহং সচ্চিদানন্দ নিঃসংশয় জ্ঞান।

পয়ার।

লক্ষণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বেদে গায়।
বিচারিয়ে সে লক্ষণ দেখ আপনায়॥
আমি সত্য তিনকালে প্রকাশ সমান।
শরীরাদি হয় যায় আমি বিদ্যমান॥
ছিলাম দেহের পুর্ব্বে নাহিক সংশয়।
এবে আছি দেহ নাশে থাকিব নিশ্চয়॥
তিনকাল স্থায়ী কর্ম্ম ভোগ সাক্ষীরূপ।
শ্রুতি বাণী আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ॥
তিনকাল স্থিত যেই সৎ বলি তায়।
কালত্রয়াবাধ্য রূপ সত্য বল যায়॥
আমি সত্য তাহে কিছু নাহিক সংশয়।
সত্য নিত্য চৈতন্য কাহার সৃষ্টি নয়॥
আমি সত্য জ্ঞাতা সাক্ষী অনিত্য সকল।
আমাতে প্রকাশ দেহ আদি অবিকল॥
বোধ হীন দেহ আদি না জানে আমায়।
আমি বোধ রূপ নিত্য জানি সে সবায়॥

নাহিক সংশয় আমি চিৎবোধ রূপ।
কেবল চৈতন্য পূর্ণ অখণ্ড অনুপ ॥
আপনে আপনি আমি প্রিয় অতিশয়।
আপনাতে অপ্রিয়তা কোথা কার হয় ॥
আমার প্রিয়তাবশে হয় প্রিয় সব।
স্বয়ং প্রিয় নহে কিছু কর অনুভব ॥
আপনাতে প্রিয়ভাবে আনন্দ সতত।
সর্ব্বাবস্থা ভাব দেহে দেখ অবিরত ॥
সত্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম শ্রুতি বলে যেই।
বিচারে লক্ষণে ঐক্য আমি ব্রহ্ম সেই ॥
আমিত সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত প্রকাশ।
ভ্রমেতে জীবত্ব ভান বিচারে বিনাশ ॥
রক্তপুষ্প আদিযোগে স্ফটিক যেমন।
বুদ্ধি আদি যোগে জীব চৈতন্য তেমন ॥
অসঙ্গ পরমানন্দ সঙ্গ নাহি তায়।
অবিবেকে ঐক্যভাবে জীবত্ব দশায় ॥
নির্ম্মল সলিল শুদ্ধ পঙ্কেতে মিলিত।
পঙ্কনাশে স্বভাবত সলিল প্রতীত ॥
ত্যজিলে উপাধি সব কল্পিত নশ্বর।
আপনি সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ পরাৎপর ॥
গুণাতীত সদা আমি নাহি গুণ সঙ্গ।
সদা সম সাক্ষীরূপে দেখি সব রঙ্গ ॥
গুণভেদে নানা বৃত্তি মনেতে উদয়।
সকলের দ্রষ্টা সাক্ষী গুণ কর্ম্ম নয় ॥
সময়ে সেবক সব করে নিজ কর্ম্ম।
গৃহস্থ পুরুষ দ্রষ্টা সকলের মর্ম্ম ॥
সকলের কর্ম্ম দেখে লিপ্ত তাহে নয়।
গুণ কর্ম্ম সাক্ষী আমি নহি গুণময় ॥

নাম রূপ উপাধি কল্পিত সাধুজন।
স্বরূপ সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত কথন॥ ৫৮॥

অথ ব্রহ্মাত্ম ঐক্যবোধ।

ত্রিপদী।

শ্রুতি শাস্ত্র জ্ঞানী উক্তি, ব্রহ্ম আত্ম ঐক্য মুক্তি,
হয় যেই মহাবাক্য বলে।
হেন জ্ঞান নাহি আর, বেদান্ত সিদ্ধান্ত সার,
প্রত্যক্ষ যাহারে মোক্ষ বলে॥
যেমন খদ্যোত ভানু, মেরু আর পরামণু,
রাজা ভৃত্য ঐক্য অতি ভার।
ঈশ্বর জীবেতে ঐক্য, তথা অসম্ভব বাক্য,
ঘটে কিসে করহ বিচার॥
ঐক্য আছে অবিচ্ছেদ, বাচ্য উপাধিতে ভেদ,
জানে সব বিচার কুশল।
সুস্থির বিচার কর, বাচ্য ত্যজি লক্ষ্য ধর,
তবে তত্ত্ব পাবে অবিকল॥
ঈশ্বর যেমন সিন্ধু, জীব জান যেন বিন্দু,
উপাধিতে ভেদ বহু বটে।
ত্যজি বাচ্য অংশবল, লক্ষ্য তাহে দেখ জল,
অভেদ একতা কিবা ঘটে॥
রাজ্য অধিপতি রাজা, স্বল্প ভূমি লয়ে প্রজা,
ভেদ বহু উপাধি প্রকার।
রাজা যদি রাজ্য ভ্রষ্ট, প্রজার সে ভূমি নষ্ট,
কেবা রাজা প্রজা কেবা আর॥
ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ জান, জীব সে স্বল্পজ্ঞ মান,
সর্ব্ব স্বল্প পদ কর ত্যাগ।

জ্ঞ মাত্র রহিল শেষ, দেখ ঐক্য অবিশেষ,
লক্ষ সে চৈতন্য মহাভাগ ॥
তৎপদে ঈশ্বর কহ, ত্বংপদেতে জীব লহ,
অসিপদ ব্রহ্ম পরাৎপর।
দৃঢ় করি অসিধর, দুই পদ খণ্ড কর,
থাকিবে চৈতন্য সারাৎসার ॥
বাচ্যার্থ উপাধি ময়, তাহে বহু ভেদ হয়,
লক্ষ্য অর্থে চৈতন্য কেবল।
বাচ্যার্থ অনিত্য জান, লক্ষ্য নিত্য সার মান,
লহ সার আনন্দ অচল ॥
বাচ্য পিণ্ড পরিহরি, লক্ষেতে বিশ্রাম করি,
হও সুখ আনন্দ মগন।
বাচ্যার্থ উপাধি ভান, তৎকর্ম্ম বিষয় জ্ঞান,
চিৎলক্ষ নাম সাধুজন ॥ ৭৯ ॥

পয়ার।

সেই দেবদত্ত এই ঘটিবে কেমনে।
উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ভেদ মান মনে ॥
তদবস্থা তৎকাল তদ্দেশ অবস্থান।
এ অবস্থা এতৎকাল এতদ্দেশ স্থান ॥
বিচারে গ্রহণ কর তাৎপর্য্য তাহার।
সেই এই প্রত্যয়ে সংশয় পরিহার ॥
দেশ কালাবস্থা ত্যাগ করিয়ে উভয়।
পিণ্ডে লক্ষ কর আর না রবে সংশয় ॥
জহজ্জহল্লক্ষণেতে দেশাদি বিশেষ।
ত্যাগিত অত্যাজ্য পিণ্ড লক্ষ অবশেষ ॥
তৎপদ ত্বংপদ ত্যাগ করি সেই মত।
চৈতন্য করহ লক্ষ্য সংশয় বিগত ॥

বাচ্য অংশ উপাধি অনিত্য ত্যজি ধীর।
লক্ষে নিত্য চৈতন্যে হইবে সাধু স্থির ॥
বাচার্থ্যে ইন্দ্রিয় দেহ বুদ্ধ্যাদি সকল।
লক্ষে সর্ব্ব হৃদি স্থিত চৈতন্য কেবল ॥
বাচ্যেতে সদেহ তুমি বটে সাধুজন।
অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ লক্ষেতে শোভন ॥৮০ ॥

অথ অহং দীপক।

পয়ার।

আপনারে জানিতে উপায় অন্য নয়।
দীপ প্রকাশক অন্য দীপ নাহি হয় ॥
আত্মাকে চিনিতে অন্য নাহি প্রয়োজন।
দেখিতে হাতের শাঁখা কি কাজ দর্পণ ॥
অহং কেবা অহংপদে করহ বিচার।
জানিয়ে আপনা শেষ ত্যজ অহঙ্কার ॥
স্বভাবত আত্মোদিত হয় অহঙ্কার।
সামান্য বিশেষ রূপ দ্বিবিধ প্রকার ॥
সমান সকলে বর্ত্তে সদা সম যেই।
সুবোধ সামান্য রূপে মান্য করে সেই ॥
অহংমাত্র অহঙ্কার সামান্য বুঝায়।
সকল অন্তরে স্ফূর্ত্তি নিরন্তর পায় ॥
সেই অহং বুদ্ধি যোগে জানিবে বিশেষ।
নাম রূপ বর্ণাশ্রম সংযোগ অশেষ ॥
পুরুষাহঙ্কার বুদ্ধি প্রকৃতি নিশ্চয়।
স সত্তা হইয়ে সৃজে ব্রহ্মাণ্ড বিষয় ॥
বুদ্ধি হৈতে ভিন্ন অহং সামান্য প্রচার।
লইয়ে সামান্য সাধু করিবে বিচার ॥

অহং পদ বাচ্য অংশ ত্যজিয়ে সবল।
লক্ষে প্রকাশিত দেখ চৈতন্য কেবল॥
অহংপদ অবলম্ব বাচ্যাতীত যেই।
নিরন্তর অহংপদে প্রকাশিত সেই॥
বিখ্যাত সচ্চিদানন্দ অহং বিজ্ঞজন।
অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ সর্ব্বথা লক্ষণ॥ ৮১

অথ শিষ্যের অনুভূতি ও কৃতার্থ বাক্য।

পয়ার।

শুনি শিষ্য ক্ষণ ব্রহ্মে নিমগ্ন মানস।
উঠিয়ে কহিছে বাক্য পীযুষ সরস॥
কি আনন্দ আমি ভিন্ন নাহি কিছু আর।
কোথা গেল কেবা নিল জগত সংসার॥
কিবা কত সুখানন্দ নাহি আছে পার।
অগাধ অপার ব্রহ্মানন্দ পারাবার॥
বচনে কহিব কিবা নাহি এসে মনে।
মন বুদ্ধি লয় তাহে জানিবে কেমনে॥
আমিত সচ্চিদানন্দ দ্বিতীয় রহিত।
অহো এতকাল আমি মোহ বিড়ম্বিত॥
নমো নমো নমো গুরু প্রণাম তোমায়।
দেখাইলে হাতে হাতে আমাকে আমায়॥
শ্রীগুরু প্রসাদে আমি ধন্য আগমন।
পাইলাম নিত্য মুক্ত স্বরূপ আপন॥
আমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন চিতানন্দ ময়।
আমা হৈতে ভিন্ন আর বস্তু কিছু নয়।
আমি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার সর্ব্বাকার।
অসঙ্গ যেমন রজ্জু ভুজঙ্গ আধার॥

আমিত সচ্চিদানন্দ সিন্ধু জলময়।
মায়া বায়ু ভ্রমে বিশ্ব তরঙ্গ উদয়॥
আমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু শিব।
আমি গুরু কাল আমি আমি সব জীব॥
আমাতে উদ্ভব সব আমাতে বিলয়।
সলিলে তরঙ্গ ফেণ বিম্ব যথা হয়॥
ইক্ষুরসে ব্যাপ্ত কল্প সর্করা যেমন।
সকল পদার্থ বিশ্ব আমাতে তেমন॥
যেমত মৃত্তিকা কুম্ভ সুবর্ণ কুণ্ডল।
সেইরূপ বিশ্ব আমি ভাসি অবিকল॥
আমি অজো নিত্য আত্মা ব্রহ্ম সনাতন।
আমি নারায়ণ নরকান্ত পুরাতন॥
স্থাবর জঙ্গম আমি সর্ব্ব চরাচর।
সর্ব্ব আত্মা সর্ব্বেশ্বর আমি পরাৎপর॥
অশরীর হেতু জন্ম জরা ব্যাধি নাশ।
নাহিক আমাতে আমি নিত্য নিরাভাস॥
দেহ সঙ্গ মম ঘন আকাশে যেমন।
শোক মোহ নাহি মম যেহেতু অমন॥
অপ্রাণ এহেতু নাহি পিপাসা অশন।
অপ্রাণোহ্যমনা ইতি শ্রুতির শাসন॥
নিরিন্দ্রিয় নাহি সঙ্গ বিষয়ে আমার।
অসঙ্গ আমারে শ্রুতি কহে অনিবার॥
আমারে করিয়ে লক্ষ শ্রুতি রিচা গায়।
অলক্ষ সতত আমি বাক্য লক্ষ তায়॥
চিত্রবন নিকেতন বর্ণেতে কল্পিত।
সেরূপ আমাতে বিশ্ব অজ্ঞান জল্পিত॥
আমিই বিশ্বের বিশ্ব সকল আমার।
অনন্ত বৈভব মম অখণ্ড অপার॥

অথবা নাহিক কিছু কল্পিত আমায়।
সত্ত্বাহীন ভাসে সব আমার সত্ত্বায়॥
সাম্রাজ্য বিভূতি এই অসীম অসম।
গুরুর প্রসাদে প্রাপ্ত গুরু নমোনমঃ॥
অবধি অনাদিকাল ভ্রমেতে ভ্রমণ।
নানা দেহ শোক তাপ জনন মরণ॥
দেখিতে দেখিতে দেখাইয়ে নিজরূপ।
সমূল নাশিলে গুরু চৈতন্য স্বরূপ॥
নমামি সচ্চিদানন্দ গুরু দয়াময়।
দেখাইলেন ভূর্ণ পুর্ণ রূপ নিরাময়॥
গুরু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রকাশ।
মায়া তমো ভ্রান্তি কার্য্য সহিত বিনাশ॥
গুরু রূপ চিদানন্দে লয় দৃশ্য জাল।
গুরু ভিন্ন নাহি অন্য আমি গুরুকাল।
নাম রূপ উপাধি কল্পিত নানারূপ।
কেবল সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত অনুপ॥ ৮২॥

অথ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

গুরুরুবাচ।

পয়ার।

জ্ঞাতে বস্তু বলবতী অনাদি বাসনা।
সংসার কারণ অহং কর্ত্তা ভোক্তা নানা॥
প্রত্যক্ দৃষ্টিতে করি আত্মাতে বিনাস।
করিবে যতনে সাধু বাসনা নিবাস॥
বাসনা প্রক্ষয় মুক্তি কহে মুনিগণ।
অতএব যত্নে কর বাসনা দমন॥

শরীরাদি অনাত্মাতে অহং মম ভাব।
স্বাত্ম নিষ্ঠ হয়ে কর সকল অভাব॥
বুদ্ধি বৃত্তি সাক্ষীরূপ জানি আত্মা নিজ।
সোহং বৃত্তি যোগে অন্যে আত্মমতি ত্যজ॥
শাস্ত্র দেহ লোকানুবর্ত্তন করি ত্যাগ।
স্বাধ্যাস বিনাশ কর যত্নে মহাভাগ॥
শাস্ত্র, দেহ, আর লোক বাসনা যাবৎ।
না হয় যথার্থ জ্ঞান নিশ্চয় তাবৎ॥
ভব কারাবাস ঘোরে মোক্ষ যেবা চায়।
অয়োময় শৃঙ্খল বাসনা তিন পায়॥
দুঃখ করী এ বাসনা ত্যজি সাধু ধীর।
স্বাত্ম বাসনাতে রত হবে মতি স্থির॥
যথা যথা মন যায় আত্মা অবস্থিতি।
জানিলে মোচন বাহ্য বাসনা কুরীতি॥
স্বদ্বাসনা বসে মন আত্মাতে নিবেশ।
অনাত্ম বাসনা জাল বিলয় সশেষ॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় নিধন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি বুধজন॥

অথ মন ও গুণ নাশ।

পয়ার।

আত্ম অবস্থিত যোগী মন করে নাশ।
ত্রিগুণে মলিন মন চাঞ্চল্য বিলাস॥
তমো নষ্ট রজ সত্ত্বে সত্ত্বে রজঃক্ষয়।
শুদ্ধিতে বিনষ্ট সত্ত্ব মনো তত্ত্বময়॥

অথ অহঙ্কার বিনাশ।

পয়ার।

জ্ঞানীর বিষম রিপু জান অহঙ্কার।
তিন শির ভয়ঙ্কর অনর্থ প্রকার॥
বিষয় গহনে ব্যাঘ্র করয়ে ভ্রমণ।
ভ্রম ক্রমে সাধু তথা না করে গমন॥
বিষয়ে পাইলে কিছু চিত্তের আবেশ।
ধরে লয়ে বলে করে গহনে প্রবেশ॥
অহঙ্কার সম্বন্ধ থাকিতে মুক্তি নয়।
তাহার বিনাশ আত্ম স্বরূপ উদয়॥
বিষ দোষ স্ফূর্ত্তি দেহে যাবৎ কিঞ্চিৎ।
কোথায় আরোগ্য জন জীবনে বঞ্চিৎ॥
সেরূপ অহন্তা মুক্তি বিষয়ে যোগীর।
অহঙ্কার কার্য্যে অহং বুদ্ধি ত্যজি ধীর॥
অত্যন্ত নিবৃত্তি অহং বিকল্প সহিত।
তৎসাক্ষী স্বরূপ অহং আত্মা সুবিদিত॥
চিৎস্বরূপ অহঙ্কারে হইলে বিস্মৃতি।
অনাত্মাতে অভিমান এইত সংসৃতি॥
চিদাত্মা আনন্দ মূর্ত্তি সদা একরূপ।
বিকারী অধ্যাস বসে বিভ্রংশ স্বরূপ॥
যাহার অধ্যাসে প্রাপ্ত দেহ বারবার।
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ বহুল প্রকার॥
অতএব অহং আদি বৃত্তি করি ত্যাগ।
পরমার্থ লাভে সাধু তাহে ত্যক্ত রাগ॥
সমূল বিনষ্ট অহং যদি পুনর্ব্বার।
ক্ষণমাত্র উল্লেখিত চিত্তে একবার॥
জীবিত হইয়ে শত করয়ে বিক্ষেপ।
যেমন বারিদ বায়ু বশেতে নিক্ষেপ॥

অহং রিপু নিগ্রহেতে করিবে নিরাস।
বিষয় চিন্তাতে নাহি দিবে অবকাশ ॥
তাহার জীবন হেতু বিষয় সেবন।
যেমন প্রক্ষীণ তরু সলিলে সেচন ॥
অহং সাক্ষী জ্ঞানে অহং করিয়ে ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন ॥ ৮৩ ॥

অথ বাসনা ও সঙ্কল্প বিনাশ।

পয়ার।

কার্য্য বৃদ্ধি হেতু বীজ সঙ্কল্প সুবোধ।
কার্য্য নাশে বীজ নাশ কর কার্য্য রোধ।
বাসনা বৃদ্ধিতে কার্য্য কার্য্যেতে বাসনা।
না যায় সংসার ক্রমে বৃদ্ধি হয় নানা ॥
সংসার বন্ধন মুক্তি ইচ্ছা যার হয়।
সুযত্নে করিবে দগ্ধ সুবোধ উভয় ॥
বাহ্য ক্রিয়া চিন্তাতে বাসনা বৃদ্ধি পায়।
বর্দ্ধিত যুগল যোগে সংসার ঘটায় ॥
এতিনের ক্ষয়োপায় করিবে সর্ব্বদা।
সকল অবস্থা ভাবে ভাবে সাধু সদা ॥
সর্ব্বত্র সকলে মাত্র ব্রহ্ম বিলোকয়।
সদ্বাসনা দৃঢ় বশে তিন হয় লয় ॥
ক্রিয়ানাশে চিন্তা নাশ বাসনা বিলয়।
সর্ব্বযুক্তি জীবন্মুক্তি বাসনা প্রক্ষয় ॥
সদ্বাসনা স্ফূর্ত্তি হৃদি হইলে প্রকাশ।
অহমাদি বাসনা বিলীন হয় নাশ ॥
তমঃপুঞ্জ লয় যেন অরুণ প্রভায়।
সত্যোদয় অসত্য সকল নাশ পায় ॥

বিলয় করিয়ে সর্ব্ব দৃশ্য সুপ্রতীত।
চিন্মাত্র আনন্দ ঘন ভাবে আনন্দিত ॥
বাহ্যান্তরে সাবধান জানিয়ে আপন।
যে সে কর্ম্মে সাধু কাল করিবে যাপন ॥
নিষ্ক্রিয় অসঙ্গ মুক্ত লক্ষ জ্ঞানিগণ।
উপাধিতে কর্ম্ম সাক্ষী রূপেতে শোভন ॥৮৪ ॥

অথ প্রমাদ বিনাশ।

পয়ার।

ব্রহ্ম নিষ্ঠে প্রমাদ কর্ত্তব্য কভু নয়।
কহেন প্রমাদ মৃত্যু ব্রহ্মার তনয় ॥
স্বরূপত জ্ঞানির কহেন জ্ঞানবান।
নাহিক অনর্থ অন্য প্রমাদ সমান ॥
মোহ অহ্মী বন্ধ ব্যথা ক্রমে হয় তায়।
সাধু সাবধান সদা হইবে তাহায় ॥
বিষয়াভিমুখ দেখি বিদ্বাংস বিস্মৃতি।
দোষেতে বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি জরা প্রিয় প্রতি ॥
প্রকৃষ্ট শৈবাল ক্ষণ না থাকে যেমন।
পণ্ডিতে কি মুর্খে মায়া আবৃতি তেমন ॥
লক্ষ চ্যুত যদি চিত্ত ঈষদ্বহির্ম্মুখ।
সন্নিপাত তত ক্রমে পায় নানা দুখ ॥
বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত তদ্গুণ কল্পায়।
কল্পনায় কাম কামে প্রবর্ত্ত নিশ্চয় ॥
স্বরূপ বিভ্রংশ তাহে অধোতে পতন।
পতিত বিনষ্ট পুন না পায় চেতন ॥
ত্যজিবে সঙ্কল্প সর্ব্ব অনর্থ কারণ।
স্বরূপে সতত স্থিতি অসৎবারণ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিতে করেন বিচার।
প্রমাদের পর মৃত্যু নাহি আছে আর॥
সিদ্ধি লভে তাহে সমাহিত যত্নবান।
সমাহিত আত্মা সদা হবে সাবধান॥
দুর্ব্বাসনা বৃদ্ধি করে বাহ্য অনুবন্ধি।
বাহ্য ত্যজি কর ধীর স্বাত্মা অনুসন্ধি॥
বাহ্য নিরোধনে মন প্রসন্ন নিশ্চয়।
পরমাত্মা দর্শন প্রসন্ন মনে হয়॥
তাঁহার দর্শনে ভব বন্ধন মোচন।
বাহির নিরোধ মুক্তি পদ সুবচন॥ ৮৫॥

অথ অধ্যাস নিরাস।

পয়ার।

স্বাত্মা অবস্থিত হয়ে মন কর নাশ।
বাসনা বিলয় কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
নহি জীব ব্রহ্ম আমি সদ্বৃত্তি বিলাস।
সদ্বাসনা বশে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
শ্রুতি যুক্তি অনুভূতি সর্ব্বাত্মা প্রকাশ।
অনাত্মা অনর্থ কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
দুশ্চিন্তায় চিত্তে নাহি দিবে অবকাশ।
এক নিষ্ঠ হয়ে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
মহাবাক্যে ব্রহ্ম আত্মা একত্ব নিবাস।
চৈতন্য স্বরূপে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
দেহে অহংভাব নহে যাবত বিনাশ।
সাবধান হয়ে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
যাবত প্রতীত বিশ্ব স্বপ্নোপম ভাস।
তাবত সর্ব্বদা কর স্বাধ্যাস নিরাস॥

প্রারব্ধে পোষণ দেহ জানিয়ে নির্যাস।
ধৈর্য্য অবলম্বে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
আত্ম ব্রহ্ম ঐক্য ঘটাকাশ মহাকাশ।
অহং ব্রহ্মজ্ঞানে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
বুদ্ধি বৃদ্ধি সাক্ষী রূপ অহং নিরাভাস।
সংশয় রহিত কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
গুণ অহি রূপ বিশ্ব যাবত অধ্যাস।
তাবত সুযত্নে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
আত্মা সিন্ধু বিশ্ব বিম্ব যাবত বিশ্বাস।
তাবত সুযত্নে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥
যাবত এ ভান রূপ নাম মহোল্লাস।
তাবত সুযত্নে কর স্বাধ্যাস নিরাস॥ ৮৬॥

অথ জ্ঞানের সপ্ত ভূমিকা।

পয়ার।

জ্ঞানের ভূমিকা সপ্ত শুন বিচক্ষণ।
প্রত্যেকের রূপ তাহে যোগীর লক্ষণ॥
শুভেচ্ছা ১ সুবিচারণা ২ তন্মানস ৩ আর।
সত্ত্বাপত্তি ৪ অসংসক্তি ৫ পঞ্চম প্রকার॥
পদার্থ ভাবিনী ৬ ষষ্ঠি তুরিয়া সপ্তম।
একে একে কহি শুন ভাব অনুপম॥

অথ শুভেচ্ছা ভূমিকা। ১।

শুভেচ্ছা প্রথমা ভূমি বিষয়ে বিরাগ।
বেদান্ত শ্রবণ গুরু তীর্থ অনুরাগ॥
ঈশ্বর ভজনে রত তদ্গত মানস।
দিন দিন গুণগানে পুলক সরস॥ ১॥

অথ বিচারণা ভূমিকা। ২।

দ্বিতীয় বিচার ভূমি উপজে বিচার।
একান্ত শোধয় আমি কেবা কি সংসার॥ ২॥

অথ তন্মানসা ভূমিকা। ৩।

তন্মানসা তৃতীয়াতে মননে তৎপর।
স্থির হয় স্বরূপ চিন্তয়ে নিরন্তর॥ ৩॥
এ তিন সাধন ভূমি দ্বৈত ভাব তায়।
জাগ্রত ভূমিকা তিন জ্ঞানী বলে যায়॥

অথ সত্বাপত্তি ভূমিকা। ৪।

সত্বাপত্তি চতুর্থীতে আত্মা লাভ হয়।
স্বপ্ন তুল্য বিশ্ব ভাসে সর্ব্ব আত্মময়॥
সদা অনুভব স্ফূর্ত্তি ক্ষণ নহে ভঙ্গ।
আত্মা বিশ্ব দেখে যেন জলধি তরঙ্গ॥
যোগী ব্রহ্মবিৎ ইথে জনকের স্থিতি।
ইহাকে কহেন স্বপ্ন ভূমি শান্তমতি॥ ৪॥

অথ অসংসক্ত ভূমিকা। ৫।

অসংসক্তি ভূমিকা পঞ্চম অপরূপ।
দেহ অভিমান নাশ নিশ্চয় স্বরূপ॥
আপনি সমাধি করে আপনি উঠয়।
এ ভূমি আরূঢ় ব্রহ্ম বিৎ বর হয়॥
সুষুপ্তি সমান নাহি আসক্তির নাম।
অতি অনুপম শুকদেবের বিশ্রাম॥ ৫॥

অথ পদার্থ ভাবিনী ভূমিকা।

পদার্থ ভাবিনী ষষ্ঠি অনুপম ভাব।
বুদ্ধি আদি করি সব পদার্থ অভাব॥
সমাধি হইলে নিজে উঠিতে না পারে।
সুগাঢ় সুষুপ্তি অন্যে উঠায় তাহারে॥
ব্রহ্মবিৎ বরীয়ান যোগী শ্রেষ্ঠ হয়।
তাহে অবস্থিত উদ্দালিক মহাশয়॥ ৬॥
এ দুই সুষুপ্তি ভূমি সুষুপ্তি লক্ষণ।
কহিতে অপার যোগী ভাব বিলক্ষণ॥

অথ তুরীয়া ভূমিকা।

তুরীয়া সপ্তমী ভূমি কি কহিব তায়।
ভাবাভাব নাহি তুমি আমি কি কোথায়॥
পর যত্নে প্রাণ বায়ু করয়ে আহার।
নাহি জানে যোগীবর কিছুই তাহার॥
নিদ্রিত বালক যথা কর অনুমান।
না জানে জননী যত্নে করে দুগ্ধ পান॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ রহিত উত্থান।
পরমহংস ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ আখ্যান॥
দেবহূতী যামদগ্নি ভরত প্রভৃতি।
করেন ঋষভদেব ইথে অবস্থিতি॥
সৎসঙ্গ প্রসাদে করি সংশয় ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি সাধুজন॥ ৮৭॥

অথ ভূমিকা ভেদে মুক্তি ভেদাভাব।

চিত্তাবস্থা বিশেষ ভূমিকা নাম তার।
ক্রমে লয় হয় এই জ্ঞান মর্ম্ম সার॥

চতুর্থ ভূমিতে আত্মলাভ মুক্তি হয়।
পঞ্চমাদি ভূমি তিনে মুক্তি ভেদ নয়॥
জীবন্মুক্তি সুখে কিছু তারতম্য বটে।
মুক্তিতে না তারতম্য কোন মতে ঘটে॥
আত্মলাভে যোগী মুক্ত নাহিক সংশয়।
দেখিলে নিশ্চয় রজ্জু সর্প আর নয়॥
আত্মপ্রাপ্তি মাত্র হয় অজ্ঞান বিনাশ।
যথা তমো অংশুমান হইলে প্রকাশ॥
অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে পূর্ণ সে কেবল।
দৃশ্য মাত্র দেখে সেই কল্পিত সকল॥
পদার্থ সমস্ত অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপ।
যেমত কল্পিত কুম্ভ মৃত্তিকা স্বরূপ॥
কেবল চিন্ময় যোগী দেহ মাত্র ভান।
কল্পিত অসত্য স্থানু পুরুষ সমান॥
দেহ মন আদি কর্ম্মে অভিমান শূন্য।
শুভাশুভ কর্ম্মে নাহি ফল পাপ পুণ্য॥
মরীচিকা সলিল প্রবাহ অতিশয়।
তাহে আর্দ্রীভূতা মরু ভূমি কোথা হয়॥
ভোগে কর্ম্মে জ্ঞানী মূঢ় সম লিপ্ত নয়।
ঘৃতে কি রসনা লিপ্তাকার সম হয়॥
বিপ্ররূপী ভাঁড় সন্ধ্যা করে অবিকল।
আপনাকে জানে ভাঁড় নাহি তার ফল॥
বর্ণাশ্রম উপাধিতে করেন বিহার।
বহুরূপী যেমত দেখিতে নানাকার॥
যে সে কর্ম্ম অবস্থাতে দেহ অবস্থান।
নির্লেপ সতত কুম্ভে আকাশ সমান॥
সূর্য্যকর জল যেন দেহ অনুরূপ।
ভান মাত্র তনু তত্ত্বে চিন্ময় স্বরূপ॥ ৮৮॥

অথ জীবন্মুক্ত এবং বিমুক্তাদি লক্ষণ।

পয়ার।

ব্রহ্মাকারে স্থিতি নিত্য বাহ্য বুদ্ধি হীন।
নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেতে আত্মা লীন॥
অন্য আবেদিত ভোগ্য ভোগ করে যত।
নিদ্রালু সমান সদা বালকের মত॥
জগত ত্রিলোক সর্ব্ব স্বপ্ন সম ভান।
ধন্য গণ্য ভুবি মান্য রহিত সমান॥
এই যতি স্থিত প্রজ্ঞ সদানন্দ মগ্ন।
পুণ্য দেশ ধন্য ভূমি যথাস্থিত হয়॥
ব্রহ্ম আত্মা বিশোধিতে এক ভাবে রহে।
নির্ব্বিকল্পা চিন্মাত্রাকে বৃত্তি প্রজ্ঞা কহে॥
স্থিত প্রজ্ঞ সেই হয় সুস্থিতা যাহার।
দুর্লভ অনন্ত পুণ্য প্রকাশ তাহার॥
যার প্রজ্ঞা স্থিতা হয় সদানন্দ যেই।
প্রপঞ্চ বিস্মৃত প্রায় জীবন্মুক্ত সেই॥
লীন বৃত্তি জাগ্রত তৎ ধর্ম্ম শূন্য যেই।
নির্ব্বাসনা বোধ যার জীবন্মুক্ত সেই॥
সকল নিষ্কল শান্ত সংসারেতে যেই।
যার চিত্ত বিনিশ্চিন্ত জীবন্মুক্ত সেই॥
অহন্তা মমতা ভাব ছায়া সম দেহে।
জীবন্মুক্ত লক্ষণ ইহাকে যোগী কহে॥
অতীতে বিরতি অনুসন্ধান যাহার।
কদাচিৎ নাহি করে ভবিষ্য বিচার॥
প্রাপ্তে নাহি হর্ষ উদাসীন সম যেই।
সতত সন্তোষ যোগী জীবন্মুক্ত সেই॥

গুণ দোষ বিশিষ্টে স্বভাবে বিলক্ষণ।
সমান দর্শিত্ব জীবন্মুক্তের লক্ষণ॥
ইষ্টানিষ্ট অর্থ প্রাপ্তে যেই সম ভাব।
লক্ষণ জীবন্মুক্ত বিকার অভাব॥
ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদাসক্ত চিত্ত যেই।
অন্তর্বহি জ্ঞান শূন্য জীবন্মুক্ত সেই॥
শরীর ইন্দ্রিয় আদি কর্ত্তব্যে বিহিত।
অহং মম ভাব সদা স্বভাবে রহিত॥
ঔদাসিন্য ভাবে যতি অবস্থিত যেই।
শান্ত জ্ঞানী জন উক্ত জীবন্মুক্ত সেই॥
শ্রুতি বলে ব্রহ্মভাবে স্বাত্মজ্ঞাতা যেই।
ভব বন্ধ বিনির্ম্মুক্ত জীবন্মুক্ত সেই॥
দেহেন্দ্রিয়ে কিবা অন্যে অহং ভাব যেই।
যার নাহি হয় কভু জীবন্মুক্ত সেই॥
বিষয় প্রবিষ্ট সর্ব্ব হয়ে যাহে লয়।
প্রবাহ সরিত যথা সিন্ধুতে মিলয়॥
সন্মাত্র স্বরূপ হীন উৎপত্তি বিকার।
এ যতি বিমুক্ত কহে সাধু জ্ঞানী সার॥
ব্রহ্ম তত্ত্ব বিজ্ঞাতের সংসৃতি না হয়।
যদি হয় ব্রহ্মভাব বিজ্ঞাত সে নয়॥
প্রাচীন বাসনা বশে সংসৃতি যাহার।
একতা আনন্দ নহে বাসনা তাহার॥
নিরন্তর মহাবাক্য মুখে উচ্চারণ।
লক্ষে দৃষ্টি মনন অন্তরে বিচারণ॥
পদার্থ কল্পিত সব দেখে আপনায়।
আপনি সচ্চিদানন্দ সংসৃতি কোথায়॥
দেহ ভান অভিমান ত্যক্ত সমুদয়।
কেবল চৈতন্য পূর্ণ আনন্দ উদয়॥ ৮৯॥

অথ জ্ঞানির বিষয়ে প্রারব্ধাদি কর্ম্ম বিবরণ।

পয়ার।

জ্ঞানীর দেখিয়ে বাহ্য প্রত্যয় সকল।
কহেন তাহারে শ্রুতি প্রারব্ধের ফল॥
অনুভব সুখ আদি শরীরে যাবত।
মানিতে অবশ্য হবে প্রারব্ধ তাবত॥
পূর্ব্ব ক্রিয়া ফলোদয় নিষ্ক্রিয় না হয়।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত মত জ্ঞানীজন কয়॥
অহং ব্রহ্মজ্ঞানে কল্প কোটি শতার্জ্জিত।
সঞ্চিত বিলয় যথা স্বপ্ন প্রবোধিত॥
স্বপ্নে যেবা কৃত পাপ পুণ্য অতিশয়।
জাগিলে তাহাতে স্বর্গ নরক কি হয়॥
সমসঙ্গ উদাসীন যেমত গগণ।
যোগীলিপ্ত ভাবি কর্ম্মে নহে কদাচন॥
ঘটযোগে সুরাগন্ধে নভো লিপ্ত নয়।
তদ্ধর্ম্মে উপাধিযোগে লিপ্ত নাহি হয়॥
জ্ঞানোদয়ে পুরারব্ধ নাশ নাহি পায়।
লক্ষ্যোদ্দেশে ত্যক্তবাণ বিন্ধিবে তাহায়॥
ব্যাঘ্র জ্ঞানে ত্যক্ত সব পুরিত সন্ধান।
পশ্চাৎ নিশ্চয় গাভী ব্যর্থ নহে বাণ॥
প্রারব্ধ বিষম বলি জানিবে না যায়।
দেহ ভোগ দানে রত ভোগে নাশ পায়॥
প্রারব্ধ সঞ্চিত ভাবী জ্ঞানানলে নাশ।
দগ্ধবীজে তরু যথা না হয় প্রকাশ॥
ব্রহ্ম আত্ম ঐক্য জ্ঞানে যে স্থিত চিন্ময়।
স্বয়ংব্রহ্ম নির্গুণ তাহার ভিন নয়॥

উপাধি তাদাত্ম্য ভাব বিহীন কেবল।
ব্রহ্ম আত্ম ঐক্যরূপে স্থিতি অবিকল ॥
প্রারব্ধা সদ্ভাব কথা যুক্ত নহে তায়।
স্বপ্নার্থ সম্বন্ধ কোথা জাগ্রত দশায় ॥
শরীর প্রপঞ্চে বুদ্ধি রহিত সতত।
দেহ উপযোগী দ্রব্যে জান সেইমত ॥
অহন্তা মমতা নাহি করে যোগীবর।
কিন্তু স্বয়ং জাগরণে রহে নিরন্তর ॥
মিথ্যার্থে সমর্থ ইচ্ছা না হয় তাহার।
সংগ্রহ নাহিক দেখি জগত বিস্তার ॥
জগতের মিথ্যা অর্থ অনুবর্ত্তি তায়।
নিদ্রা হইতে মুক্ত নহে জানিবে তাহায় ॥
পরং ব্রহ্মে বর্ত্তমান আত্ম স্থিতি যার।
আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি দেখে আর ॥
স্বপ্ন বিলোকিত অর্থে স্মরণ যেমন।
প্রাশন মোচন আদি জানিবে তেমন ॥
প্রারব্ধ নির্ম্মিত দেহ করিয়ে বিচার।
করহ কল্পনা মনে প্রারব্ধ তাহার ॥
অনাদি আত্মাতে যুক্ত নহে কদাচিৎ।
আত্মা নিরঞ্জন নহে কর্ম্মেতে নির্ম্মিত ॥
অজো নিত্য শাশ্বত কহেন শ্রুতি যায়।
তাদাত্ম্যেতে স্থিত তার প্রারব্ধ কোথায় ॥
দেহাত্ম স্থিতিতে সিদ্ধ প্রারব্ধ স্বভাব।
ত্যজহ প্রারব্ধ নহ দেহ আত্মভাব ॥
প্রারব্ধ কল্পনা দেহে ভ্রান্তি বিনা নয়।
শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া কি রূপেতে হয় ॥
অধ্যস্থ কোথায় সত্য জন্ম কি তাহার।
অজাতের নাশ কোথা প্রারব্ধ কাহার ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ সম শরীর অধ্যাস।
সকলি অসত্য কোথা জন্ম স্থিতি নাশ।
জ্ঞানেতে অজ্ঞান কার্য্য যদি হয় লয়।
অজ্ঞানির এই শঙ্কা দেহ কেন রয়॥
সে শঙ্কা সমাধা হেতু জান অভিপ্রায়।
বাহ্য দৃষ্টে প্রারব্ধ কহেন শ্রুতি তায়॥
দেহাদি সত্যত্ব বোধ জন্য নহে উক্তি।
বেদ বাক্য তাৎপর্য্য বিশেষ জান যুক্তি॥
রবিকর জল যথা অবিকল শোভা।
সেরূপ অলীক দৃশ্য দেহ মনোলোভা॥ ৯০॥

অথ তত্ত্বজ্ঞের অবস্থা বিচারণ।

পয়ার।

বিষয় সম্বন্ধে খেদ আমোদ রহিত।
গ্রহণ বর্জ্জন দুই ভাব বিবর্জ্জিত॥
আপনাতে ক্রীড়া রত সদানন্দ ময়।
নিরন্তরানন্দরসে তৃপ্ত অতিশয়॥
ক্ষুধা দেহ ব্যথা ত্যজি বালক যেমন।
বস্তুতে করয়ে ক্রীড়া আনন্দে মগন॥
সেরূপ আত্মাতে সদা রমিত বিদ্বান।
নির্ম্মম নিরহং সুখী ত্যক্ত অন্য জ্ঞান॥
অশন অদৈন্য ভৈক্ষ্য নদী জলপান।
শ্মশানে কাননে নিদ্রা সুখ অবস্থান॥
চিন্তা শূন্য নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রাবস্থিতি।
রহিত ক্ষালন বস্ত্র শোষণ প্রভৃতি॥
বিচরে সকল মহী স্বয়ং দিগম্বর।
অন্তরে ক্রীড়িত পর ব্রহ্মে নিরন্তর॥

ভোজন করেন ভৈক্ষ্য যথেষ্ট নগরে।
যথাভীষ্ট পান বারি নদী সরোবরে ॥
গুহাদিতে শয়ন বাসনা রাগ ত্যক্ত।
রমণ করেন আত্ম ব্রহ্মে সেই মুক্ত ॥
অন্ন বস্ত্র দেহ চিন্তা অন্য চিন্তা ত্যক্ত।
বাহ্যভাব বিস্মৃত পরাত্মা স্থিত মুক্ত ॥
আলম্ব বিমান তনু বিষয় অশেষ।
পরেচ্ছাতে ভোগ শিশু সম অবিশেষ ॥
আত্ম তত্ত্ব বেত্তা যেবা ব্যক্ত লিঙ্গ হয়।
স্বভাবে জানিবে সেই বাহ্যাসক্ত নয় ॥
সবাসব দিগম্বর কিবা বগম্বর।
উন্মত্ত বা শিশু সম কিবা চিদম্বর ॥
অরণ্যে চরয়ে কিবা পিশাচ সমান।
সদানন্দ আত্মারাম ত্যক্ত অভিমান ॥
কামত্যাগী কামরূপী হয়ে চরে ক্ষিতি।
স্বাত্মাতে সন্তুষ্ট সর্ব্ব আত্মরূপে স্থিতি ॥
কেহ বা বিদ্বান কহে অতি মূঢ় সম।
নরেন্দ্র বিভব কেহ জানে অনুপম ॥
কেহ ভ্রান্ত সৌম্য কেহ অজগর আচার।
কেহ পাত্রী ভূত কেহ ঘৃণিত প্রকার ॥
অবিদিত কেহ কেহ মত্ত অতিশয়।
এরূপে চরেন প্রাজ্ঞ সদানন্দ ময় ॥
অসহায় মহাবল তুষ্ট ধন হীন।
অভুক্ত সতত তৃপ্ত চিন্তা হীন ক্ষীণ ॥
অসম দর্শন সম ভোগী ভোক্তা নয়।
করিয়ে অকর্ত্তা দেহী বিদেহী নিশ্চয় ॥
পরিচ্ছিন্ন হয়ে সর্ব্বগত যোগীবর।
ব্রহ্মবেত্তা অশরীর রহে নিরন্তর ॥

প্রিয়াপ্রিয়ে শুভাশুভে স্পর্শ নাহি তার।
শিব শান্ত সদানন্দ করেন বিহার॥
স্থূলাদি সম্বন্ধ রত জন যেবা বটে।
সুখ দুঃখ শুভাশুভ আদি তার ঘটে॥
বন্ধন অধ্যাস মুক্ত সদাত্মা কেবল।
তাহার কোথায় বল শুভাশুভ ফল॥
অগ্রস্ত যেমত ভানু তমো আচ্ছাদিত।
গ্রস্ত কহে মোহ বসে অজ্ঞান মোহিত॥
সেমত ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত দেহাদি বন্ধনে।
দেহী দেখে মূঢ় দেহ আভাস দর্শনে॥
ভুজঙ্গ আধার সম মুক্ত দেহ স্থিতি।
প্রচালিত প্রাণ বায়ু করে যথা রীতি॥
দারু যেন লয়ে যায় নদীস্রোত জলে।
কখন উন্নত স্থানে কভু নিম্ন স্থলে॥
সেমত দেহের গতি প্রারব্ধে নিশ্চিত।
যথাকালে উপভোগ করে নিয়োজিত॥
প্রারব্ধ বাসনা বশে সংসারী সমান।
ভোগে চরে মুক্ত দেহ ত্যক্ত অভিমান॥
স্বয়ং সিদ্ধ সাক্ষী সম তাহে অবস্থিত।
চক্রমূল যেন কল্প বিকল্প রহিত॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণে না করে যোজন।
অপযুক্ত নহে সদা স্বভাবে রমণ॥
ক্রিয়া ফল লেশ নাহি দেখে যোগীবর।
সুমত্ত আনন্দ রসে সাধু নিরন্তর॥
লক্ষ্যালক্ষ্য গতি ত্যজি আত্ম অবস্থিত।
ব্রহ্ম বিষ্ণুত্তম শিব স্বয়ং আনন্দিত॥
দগ্ধ রজ্জু পট যথা অবিকল স্থিতি।
জ্ঞানানলে দগ্ধ দেহ তেমনি আকৃতি॥ ৯১॥

অথ বিদেহ কৈবল্য পরিচয়।

পয়ার।

জীবদ্দশা মুক্ত সদা ব্রহ্মজ্ঞ নিশ্চয়।
উপাধি বিনাশে ব্রহ্ম কেবল চিন্ময়॥
সদা পূর্ণানন্দ আত্মা দ্বিতীয় রহিত।
দেশকাল প্রতীক্ষা তাহাতে অনুচিত॥
মল মাংস পিণ্ড আদি করিতে বর্জ্জন।
দেশ কাল আদি কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শিব ক্ষেত্রে সরিতে বা যথায় তথায়।
তরুর কি শুভাশুভ পত্র পড়ে তায়॥
পত্র পুষ্প ফল সম দেহেন্দ্রিয় নাশ।
বৃক্ষ রূপ আত্মা নহে তাহার বিনাশ॥
লক্ষণ সচ্চিদানন্দ নাশ নাহি তার।
উপাধির নাশ মাত্র করহ বিচার॥
অবিনাশী আত্মা শ্রুতি ভাষে নিরন্তর।
দেহাদি বিনাশী আত্মা ব্রহ্ম স্বতন্তর॥
তৃণ, বৃক্ষ, ধান্য, আদি যে থাকে যথায়।
দগ্ধ হয়ে মাটী হয় যথায় তথায়॥
শরীর ইন্দ্রিয় আদি যে দৃশ্য সকল।
জ্ঞানানলে দগ্ধ আত্ম ভাব অবিকল॥
তপ্ত লৌহে জলবিন্দু যেমত বিলয়।
সেইমত সূক্ষ্ম দেহ আত্মাতে মিলয়॥
ঘটোপাধি নাশ মাত্র সিদ্ধ মহাকাশ।
সেমত উপাধি ধ্বংস আত্মা স্বপ্রকাশ॥
অধ্যস্ত কল্পিত দেহ বাস্তবিক নয়।
অধ্যাস নিরাস মাত্র কল্পিতের লয়॥

দেহ নষ্টে বিদেহ কৈবল্য এই কয়।
সিন্ধু মগ্ন পূর্ণ আম কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥
দেহ সত্তে নাশে মুক্তি সদা অবিশেষ।
আপনা বিদিত বলা নাহি যায় লেশ॥
বন্ধন কোথায় তদাকার যারমন।
জ্ঞানানলে দগ্ধ তনু তথা সাধুজন॥ ৯২॥

অথ সৃষ্টির মিথ্যাত্ব কথনে ইতিহাস।

পয়ার।

সুন্দর পুরুষ এক বন্ধ্যার তনয়।
নপুংসক কন্যাসহ তার পরিণয়॥
যতনে বালুকা তৈল করায় মর্দ্দন।
করাইল মরীচিকা সলিলে মজ্জন॥
নানা ছন্দে বন্দে পরাইল দিশবাস।
মাথায় অনল গন্ধ শীতল সুবাস।
আকাশ কুসুম মাল্যে সাজাইল বর।
হাতে দিল শশ শৃঙ্গ ধনু মনোহর॥
হংসদন্ত নির্ম্মিত বিমানে আরোহণ।
বাহক পুরুষ স্থাণু করয়ে বহন॥
অজাত তুরঙ্গ গজ সঙ্গে বহুতর।
আনন্দিত বিবাহ করিতে চলে বর॥
সুবাদ্য বাজায় লুঞ্জ করি নানা রঙ্গ।
কবন্ধ সানাই স্বরে নহে তাল ভঙ্গ॥
খঞ্জর নাচয়ে তালে দেখে অন্ধ জন।
বোবা গীত গায় করে বধীর শ্রবণ॥
তমঃপুঞ্জ দীপ তেজে সব আলোময়।
গন্ধর্ব্ব নগরে সুখে উপনীত হয়॥

কন্যাদানে হইল বিবাহ কর্ম্ম শেষ।
দর্পণান্তঃপুরে করে দম্পতি প্রবেশ॥
হইল তাহার পুত্র তিন বলবান।
উড়ে গেল এক দুটি থাকে বিদ্যমান॥
মরিল অজাত এক সুন্দর তনয়।
জনক জননী শোকাকুল অতিশয়॥
দম্পতি কাতর অতি পেয়ে মনস্তাপ।
মরু ভূমি প্রবাহ সলিলে দিল ঝাঁপ॥
ডুবিয়ে মরিল দোঁহে শব ভেসে যায়।
গগণ ধীবর জালে ধরিল তাহায়॥
তটেতে রাখিতে শোনা হয় দুই শব।
ধীবরের হয় তাহে অতুল বৈভব॥
রোদিত শিশুকে ধাত্রী কহে ইতিহাস।
সায় দিয়ে শুনে শিশু মানিয়ে বিশ্বাস॥
জগত সৃষ্টির কথা এরূপ নিশ্চয়।
সৃষ্টি সত্য তবে যদি ইহা সত্য হয়॥
না হয়েছে নাহি আছে না কিছু সম্ভব।
বিচারে বিবেকী সাধু করে অনুভব॥
ত্রিকাল সম্ভব নহে যাহা কদাচন।
শুনি তাহে মূঢ় সত্য করয়ে মনন॥ ৯৩॥

অথ পরমার্থতত্ত্ব।

পয়ার।

পরমার্থ তত্ত্ব আপনাতে সুবিদিত।
বাক্যে নাহি বলা যায় তত্ত্ব বাচ্যাতীত॥
এক বলি দ্বিতীয় অপেক্ষা করে তায়।
অদ্বৈতে দ্বিতীয় ভাব আপনি ঘটায়॥

চৈতন্য কহিলে তবে থাকে জড় ভাব।
জ্ঞানেতে অজ্ঞান থাকে ভাবেতে অভাব ॥
অনাত্মা অপেক্ষা করে যদি আত্মা কহে।
ঈশ্বর কহিলে তবে জীব ভাব রহে ॥
ব্রহ্ম কহ যদি তবে সৃষ্টি হবে আন।
নির্গুণ কহিলে তাহে থাকে গুণ ভান ॥
মুক্ত বল যদি তবে বন্ধ হবে আর।
পরস্পর দ্বন্দ্ব বাক্যে দ্বন্দ্ব অনিবার ॥
এ সকল ভাবাভাব সম্ভব রহিত।
সঙ্কল্প বিকল্প বন্ধ মুক্তির সহিত ॥
স্ববেদিত তত্ত্বসার বলে কেবা তায়।
এক নহে বল তাহে দ্বিতীয় কোথায় ॥
কোথা বা ঈশ্বর জীব কোথা ব্রহ্ম মায়া।
কোথা আত্মা অনাত্মা বা কোথা বিম্ব ছায়া ॥
কোথা বা চৈতন্য জড় বন্ধন মোচন।
কোথায় অবস্থা দেহ মৌন বা বচন ॥
কোথা গুরু কোথা শিষ্য কোথা উপদেশ।
কোথা বেদ কোথা শাস্ত্র সামান্য বিশেষ।
দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত কোথা শ্রবণ মনন।
কোথা বা পরোক্ষ কোথা সাক্ষাৎ করণ ॥
বিবেক বৈরাগ্য কোথা কোথা জ্ঞানাজ্ঞান।
কোথায় বিচার কোথা বস্তু ভাসভান ॥
কোথা সত্য অসত্য বা কল্পনা অধ্যাস।
কোথা ধর্ম্ম কর্ম্ম ধ্যান ধারণা অভ্যাস ॥
কোথা বা বিষয় ভূত কোথা বুদ্ধি মন।
কোথা বা ইন্দ্রিয় কোথা তত্ত্বের মিলন ॥
প্রারব্ধ সঞ্চিত কোথা কোথা ক্রিয়মাণ।
কোথা ক্রিয়া কোথা ফল শঙ্কা সমাধান ॥

স্বর্গ বা নরক কোথা কোথা বা ভুবন।
কোথা ভোগ ভোক্তা কোথা ভোগ্য আয়োজন ॥
কোথা বা দেবতা পিতৃ কোথা যক্ষ নর।
কোথা বা তারকচন্দ্র কোথা দিবাকর ॥
কোথা সৃষ্টি কোথা লোক জগত সংসার।
কোথা দিবা কোথা রাত্রি কাল তিথি বার ॥
কোথা পিতা মাতা কোথা জনন মরণ।
কোথা স্থিতি চরাচর গমনাগমন ॥
কোথা দ্রষ্টা কোথা দৃশ্য কোথা দরশন।
কোথা বা ত্রিপুটী কোথা ভাব আচরণ ॥
কোথা জাতি কোথা বর্ণ কোথা গোত্র কুল।
কোথা পুষ্প ফল পত্র কোথা তরু মুল ॥
কোথা পাপ কোথা পুণ্য কোথা ধর্ম্মাধর্ম্ম।
কোথা বা মুমুক্ষু জ্ঞানী কোথা যোগ কর্ম্ম ॥
বিষয় সম্বন্ধ কোথা কোথা প্রয়োজন।
কোথা অধিকারী মুক্তি কোথা বা সাধন ॥
কোথা চিন্তা সমাধি বা কোথা ভাবাভাব।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কোথা বাসনা স্বভাব ॥
পুরুষ প্রকৃতি কোথা গুণ মহতত্ত্ব।
কোথা জ্যোতি কোথা তমো কোথা বা শূন্যত্ব ॥
কোথা আমি কোথা তুমি এই ঐ সেই।
কোথা তত্ত্বমসি কোথা সেই আমি এই ॥
নিজতত্ত্ব নিজ বেদ্য বলা নাহি যায়।
আস্বাদ জানয়ে যেন বোবা চিনি খায় ॥
লবণ পুত্তলি সিন্ধু তত্ত্ব লইতে যায়।
আপনি বিলয় রসে কেবা বলে তায় ॥
জলধি বার্ধিক শীলা মগ্ন সাধুজন।
উপাধি বিলয় ভাব কে করে মনন ॥ ৭৪ ॥

অথ গ্রন্থ প্রকার ও সমাপ্তি।

পয়ার।

জ্ঞান প্রাপ্ত শিষ্য করি গুরুকে প্রণাম।
আনন্দে বিহরে সদানন্দ আত্মারাম॥
বসুধা পাবন করি সদ্গুরু এ-রূপ।
বিচরেন স্বেচ্ছায় দেখায়ে স্বরূপ॥
জীবের অনাদি কাল বন্ধন বিনাশ।
অভিপ্রায়ে বেদ ব্রহ্ম বচন প্রকাশ॥
বেদার্থ স্বরূপ জ্ঞান নিত্য মুক্তি যেই।
সদ্গুরু প্রসাদে লাভ হয় তত্ত্ব সেই॥
বেদব্যাস মথি বেদ সিন্ধু সুধাধার।
উদ্ধারিলা সুযত্নে বেদান্ত সূত্র সার॥
আচার্য্য শঙ্করানন্দ স্বামী জ্ঞানীবর।
প্রকাশিলা ভাষ্য আদি গ্রন্থ বহু তর॥
করিয়ে প্রস্থান তিন অনুপ নির্ম্মাণ।
মন্দ বুদ্ধি জন্য অন্য সুলভ বিধান॥
অন্য অন্য মহাত্মা লইয়ে সেই মত।
ভাষা দেব বাণীতে করেন গ্রন্থ শত॥
গুরু বাক্যে গ্রন্থে তত্ত্ব পাইয়ে বিশেষ।
সৎসঙ্গে বিনাশ করি সংশয় অশেষ॥
স্বামী গুরু সাধু মত শাস্ত্রের সহিত।
নিজ অনুভব লয়ে ভাষা বিরচিত॥
উপাধি বা ভাষা দৃষ্টে হেয় যোগ্য নয়।
পাত্র ভেদে সুধারস ভেদ নাহি হয়॥
কনক রজত কিবা মৃত্তিকা আধার।
বিষ নাশে সমগুণ সকলে সুধার॥

নানাধার স্থিত জলে রবি প্রতি কাশ ।
অবিশেষ সকলেতে সমান প্রকাশ ॥
মৃত্তিকা সুবর্ণ পাত্রে যথা গঙ্গাজল ।
স্পর্শনে বিনাশ পাপ নহে ভেদ ফল ॥
জ্ঞানীজন গ্রন্থ দেখি হবে উল্লাসিত ।
অজ্ঞানির দৃষ্টি দোষে সকল দুষিত ॥
পিত্তেতে ব্যাপিত গাত্র মুখ তিক্ত হয় ।
সে কহে মিছরি তিক্ত বাস্তবিক নয় ॥
দেব গুরু ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত বুদ্ধিমান ।
মুমুক্ষুকে দেখাইতে এ গ্রন্থ বিধান ॥
দুষ্ট, শঠ, ধূর্ত্ত, মূর্খ, পাষণ্ড যে জন ।
কুতর্কী নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন অভাজন ॥
এ সকলে ভঙ্গি ক্রমে না করে প্রকাশ ।
মেষ শৃঙ্গে হীরকের হয় ধার নাশ ॥
ভস্মে ঘৃত ঢালিলে কি আছে তাহে ফল ।
দুর্ব্বা বনে কিবা ছড়াইলে মুক্তা ফল ॥
সুযত্নে সংগ্রহ করি রত্ন বহুতর ।
রত্নাবলি পদ্ম সূত্রে গাঁথি থরে থর ॥
রচিত বিবেক রত্নাবলি যথাজ্ঞান ।
অর্পিত শ্রীগুরু পদে হৃদি করি ধ্যান ॥
মুমুক্ষু যে করে কণ্ঠ হৃদয় ভূষণ ।
শ্রীগুরু প্রসাদে তার খণ্ডিবে দুষণ ॥
যে জন নিবিষ্ট মন যত্নে করে পাঠ ।
সংশয় বিনাশ খোলে বুদ্ধির কপাট ॥
বিষয়ে বিরাগ হয় অজ্ঞান বিনাশ ।
আপন স্বরূপ চিনি আনন্দ বিলাস ॥
আত্মলাভে মুক্ত সেই নাহিক সংশয় ।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত কথা আরোপিত নয় ॥

অখণ্ড বৈভব প্রাপ্তি নিত্যানন্দ সুখ।
সুবোধ আলস্য বসে না হবে বিমুখ॥
শ্রীগুরু প্রসাদে করি অজ্ঞান ছেদন।
রচিল বিবেক রত্নাবলি বুধজন॥ ৯৫॥

অথ শ্রবণ ও পঠন ফল।

পয়ার।

যে জন করিবে পাঠ হয়ে যত্নবান।
অথবা শ্রবণ করে সে লভে কল্যাণ॥
অনায়াসে প্রাপ্ত হবে সর্ব্ব তীর্থ পুণ্য।
বসুমতী পূজ্য মান্য সর্ব্ব পাপ শূন্য॥
বিনাশ হইবে ভব সংসার আময়।
বিহার করিবে সুখে সদানন্দময়॥
হবে ভব কারাবাস বন্ধন বিনাশ।
মুক্তি লাভে নিত্য সুখে করিবে বিলাস॥
কামনা সর্পিণী অহঙ্কার ব্যাঘ্র ভয়।
ক্রোধ ভূত পীড়া তার কভু নাহি হয়॥
হিংসা পিশাচিনী দেখি দূরেতে পলায়।
সভীতি রাক্ষস লোভ নিকটে না যায়॥
কাম দস্যু প্রবঞ্চক মোহ ভয় নষ্ট।
রিপুগণ হৈতে কভু নাহি পাবে কষ্ট॥
বৈরাগ্য বিভব পায় সন্তোষ সম্পদ।
নিশ্চল নির্ম্মল মতি রহিত বিপদ॥
নাশ হবে জরা চিন্তা শোক মৃত্যু ভয়।
দীনতা বিলাপ হয় বিস্ময় উভয়॥
বিক্ষেপ আক্ষেপ হীন সদা মন স্থির।
নিত্য শুদ্ধ চির সুখী হবে জ্ঞানী ধীর॥

সাম্রাজ্য বিভূতি প্রাপ্ত অখণ্ড বৈভব।
স্বয়ং সিদ্ধ সদানন্দ মহা অনুভব॥
রসনাতে মহাবাণী করেন বিলাস।
সতত হৃদয়ে শান্তি লক্ষ্মী অধিবাস॥
শান্তি দান্তি দয়া ক্ষমা নিবৃত্তি সুমতি।
সদ্বাসনা তৃপ্তি, শ্রদ্ধা সত্যতা প্রভৃতি॥
সচ্চিন্তা সদ্বৃত্তি শুভা নারীগণ সঙ্গে।
পুরুষ প্রধান বর বিহরয়ে রঙ্গে॥
মায়া ভ্রান্তি শান্তি হয় চিনি আপনায়।
আপনি আনন্দ ময় ক্রীড়িত আত্মায়॥
নারী শুনি ব্রহ্ম বেত্তা স্বামী গুরু পায়।
আপনাকে চিনে সেই শ্রীগুরু কৃপায়॥
ব্রহ্ম রূপ হয় শোক সন্তাপ বিনাশ।
আত্ম ব্রহ্ম ঐক্য জ্ঞানে আনন্দ বিলাস॥
না থাকে বৈধব্য, ভয়, জন্ম কোন কালে।
না হয় পতিত কভু সংসার জঞ্জালে॥
শ্রবণে পঠনে গ্রন্থ করতলে, মুক্তি।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত কথা সাধু গুরু উক্তি॥
প্রয়াগে যমুনা গঙ্গাতটে কৃত বাস।
শশি পৃষ্ঠে জলধি জলধি পৃষ্ঠে পাশ॥
মুমুক্ষু জনের সব জানি উপকার।
নিজ অনুভব আর বিশেষ বিচার॥
রচিয়ে এ গ্রন্থখানি শ্রীমধুসূদন।
অর্পিল শ্রীগুরু পদে করিয়া যতন॥ ৯৬॥

ইতি বিবেক রত্নাবলি গ্রন্থে জ্ঞান প্রকাশ নাম
তৃতীয়খণ্ড সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।